প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুষ্য-জাতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের বিষয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়। ঐ প্রয়োজন সাধন করিবার অভিলাষে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে 'পুরা-বৃত্তসার' সঙ্কলিত হইল। পশ্চিমে মিসরদেশ হইতে পূর্ব্ব দিকে পারস্য সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত নানা জনপদবাসী কতিপয় প্রধান প্রধান প্রাচীন জাতীয় লোকদিগের স্থূল স্থূল পূর্ব্ব-বিবরণ সমুদায় সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করা, আর মনুষ্যসমাজ যে নিয়ত পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধনশীল, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যায়িত করা, ইহাই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনে যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছি, কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও এমত দুরাশা সঞ্চিত করি নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালার দক্ষিণ খণ্ডের বিদ্যালয়সমূহের অফিসিয়েটিং ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত হাও সাহেবের বিশেষ যত্নে এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে দেওয়া হয়, এবং ইহার মুদ্রণ কালে হুগলি [illegible]বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন ইহার সং-শোধনার্থ বিশিষ্ট সহায়তা করেন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

পুরাবৃত্তসারের কোন কোন অংশ দুরূহ বোধ হওয়াতে এবারে সেই সকল অংশ পরিত্যাগ এবং গ্রীক জাতির বিবরণ নূতন সংযুক্ত করিয়া ইহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন।

রোমকজাতির বিবরণ সংযুক্ত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

নবম বারের বিজ্ঞাপন।

প্রায় প্রতি অধ্যায়েই কিছু কিছু নূতন কথার এবং নূতন নূতন বিষয় লইয়া কয়েকটী নূতন অধ্যায়ের সংযোগ করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

দশম বারের বিজ্ঞাপন।

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন এবং তৃতীয় প্রকরণে একটী নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

পুরাবৃত্তসার।

প্রথম প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[মনুষ্য-সৃষ্টি, সত্যযুগ এবং জলপ্লাবন বিবরণ।]

কোন ব্যক্তিই কখন স্বয়ং নিজ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন না। পিতৃমাতৃসন্নিধানে তদ্বৃত্তান্ত শ্রুত না হইলে, আমরা কে কত দিন জন্মিয়াছি, আর এখনই বা আমাদের বয়স কত হইয়াছে, তাহা কিছুই বলিতে পারিতাম না। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য-জাতির আদিম সৃষ্টির বিবরণ কখনই কোন মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবার নহে। মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং কোন রূপে না বলিয়া দিলে তাহা কোন প্রকারেই জানিতে পারা যায় না।

এই হেতু সর্ব্বজাতীয় লোকেই সৃষ্টি-বিবরণ বিষয়ে যাহা কিছু বলেন, তাহা প্রায়ই আপনাদের ঈশ্বরপ্রণীত

ধর্ম্মশাস্ত্রকেই মূল করিয়া কহিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কহেন যে, জগৎকর্ত্তা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া তাহার কিয়ৎকাল পরে একটী মনুষ্য দম্পতীর উৎপাদন করেন। কাহার কাহার মতে এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে সজ্ঘটিত হয়।

উক্ত মানবদম্পতীর মধ্যে যে পুরুষ জন্মে, তাঁহার নাম 'আদম' এবং তাঁহার পত্নীর নাম 'ইব'। ইহাঁরা প্রথমে অতি রমণীয় কোন উদ্যানে নিবাস করিতেন। তখন রোগ শোক কিছুই জানিতেন না। পরে পাপাসক্ত হইয়া জগৎপাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, ইহাঁদিগকে মর্ত্যলোকের দুঃখদায়ক যাবৎ নিয়মের অধীন হইতে হয়।

ফলতঃ প্রাচীন লোকমাত্রেই স্ব স্ব জাতীয় আদিম অবস্থার বর্ণনকালে সেই অবস্থাকে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পুরাণশাস্ত্রে যে প্রকার সত্যযুগের কথা আছে, সকল জাতীয় লোকের মধ্যেই ঐ প্রকার একটী সময়ের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। 'গ্রীক' জাতীয়েরা ইহাকেই 'সুবর্ণকাল' কহিয়াছেন, এবং খৃষ্টীয় বাইবেল ও মহম্মদীয় কোরাণের মতে উহাই আদম এবং ইবের 'ইডন্' উদ্যানে নিবাসের সময়।

ফলতঃ সত্যকাল মানবজাতির শৈশবাবস্থা। যেমন কৌমার কালের কোন কথা স্পষ্টরূপে অথবা আনুপূর্ব্বিক মনে আইসে না, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী অতি প্রধান প্রধান ঘটনা স্বপ্নবৎ স্মৃতি-পথারূঢ় হয়, সেইরূপ

ঐ সত্যযুগের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও অলীক অদ্ভুত ব্যাপার সম্মিষ্ট দুই একটী প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জলপ্লাবনবিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে, কোন সময়ে দুর্বৃত্ত অসুর সকল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং মনুষ্যদিগের আচার ব্যবহার সমুদায় অত্যন্ত দুষ্ট হওয়াতে ধরা সেই পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতএব জগৎকর্ত্তা ঐ ভারাবতরণের অভিপ্রায়ে পৃথিবীকে জলমগ্ন করিয়া অত্রত্য সমুদায় প্রাণীকে একোদ্যমে বিনাশ করিয়াছিলেন।

এই বিষয়ে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রাচীন জাতীয় লোকের যেরূপ বিশ্বাস, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আমাদিগের পুরাণে কথিত আছে, ভগবান্ মৎস্যাবতার হইয়া বৈবস্বত মনুকে একখানি সুবৃহৎ বহিত্র নির্ম্মাণের আদেশ করেন। পরে উক্ত মহাত্মা সর্ব্বপ্রকার জীবের এক এক দম্পতী আর সাত জন সুবিখ্যাত ঋষি সমভিব্যাহারে সেই বহিত্রে আরোহণ করিলে পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিতা হইলেন।

প্রাচীন কাল্ডীয় জাতির ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, আদিম মনুষ্যের দশম পুরুষের সময় জলপ্লাবন হয়। সেই সময়ে 'রিসুথ্রস্' নামক কোন ধর্ম্মাত্মা তদ্দুদ্দেশে

রাজ্য করিতেন। তিনি মীন-নরাকার 'ওয়ানে' নামা কোন দেবতা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া একখানি অতি বৃহৎ অর্ণবপোত প্রস্তুত করেন। পরে পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রকার জীবের এক এক দম্পতী সমভিব্যাহারে সবান্ধবে ঐ পোতারূঢ় হইলে পৃথিবী প্লাবিতা হয়।

'মিসরীয়দিগের' মধ্যে এই জলপ্লাবনের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের মতে 'আসিরিস' নামা কোন ব্যক্তি রক্ষা পায়েন।

'সাইরিয়া' দেশ বাসীরা বাহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের দেশে একটী গুহা দেখাইয়া কহিত "এই গুহা দিয়া জলপ্লাবনের জল পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।" ইহাতেই বোধ হয় সাইরিয়াবাসী লোকেরাও জলপ্লাবনে বিশ্বাস করিত।

চীন জাতি অতি প্রাচীন। উহাদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এক সময়ে চীন দেশে এক মহাজলপ্লাবন হইয়াছিল। সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হইতে কেবল 'পয়ানুষু' নামক এক ব্যক্তি সপরিবারে রক্ষা পায়েন—আর সকলেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু চীনীয়েরা ঐ জলপ্লাবন যে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছিল, এমত বলে না।

গ্রীক্ জাতীয়েরা দুইটী জলপ্লাবনের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তদুভয়ই বিশেষ বিশেষ দেশব্যাপক হইয়াছিল—ঐ জলপ্লাবনের দ্বারা সমুদায় ভূমণ্ডল

একেবারে প্লাবিত হইয়াছিল, এমত কথার প্রসঙ্গ নাই। ঐ দুই জলপ্লাবনের, প্রথমটী হইতে 'ওগাইইজেস্' এবং দ্বিতীয়টী হইতে 'ডিউকেলিয়ন্' এই দুই ব্যক্তি মাত্র রক্ষা পায়েন।

ফিনিকীয় নামা আর একটী অতি প্রাচীন জাতির পুরাতন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু সেই ইতিহাসে জলপ্লাবনের কোন কথারই উল্লেখ নাই।

খ্রীষ্টানদিগের বাইবলে কথিত আছে যে, 'নোয়া' স্বয়ং এবং "সেম্" "হ্যাম" ও য়াফেৎ" নামক তাঁহার তিন পুত্র, ইহাঁরা পরমেশ্বরানুগ্রহে স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে একখানি সুবৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করত জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। উক্ত বাইবল গ্রন্থের ব্যাখ্যাতৃগণ কেহ কেহ বলেন যে, এই জলপ্লাবন খৃষ্ট জন্মিবার ১৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

উল্লিখিত বিবরণ সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় নরগণের পৌরাণিক অখ্যায়িকা হইতে সঙ্কলিত হইল। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্য-জীব অপরাপর জীবের পরিণামেই উদ্ভূত হইয়াছে—স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্ট হয় নাই। সে উদ্ভবের কাল নিরূপণ অসাধ্য—এবং তাহা কোন এক সময়ে বা কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানেও হয় নাই। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, পৃথিবীর এক্ষণে যে ভাগ ভূমি বা পর্ব্বত, কোন কালে সেই সকল ভাগ সাগরগর্ভস্থ ছিল—

এবং সেই জন্যই ঐ সকল স্থানে সমুদ্রচর জীবদিগের কঙ্কালাদি এবং জলসংঘর্ষের চিহ্ন দর্শনে একটী সাধারণ জলপ্লাবনের কল্পনা হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[মনুষ্যদিগের বর্ণভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।]

বিভিন্নবর্ণ, বিভিন্নাকার, বিভিন্নাচার এবং বিভিন্ন-ভাষী কতকগুলি ব্যক্তিকে একত্র অবস্থিত দেখিলে অবশ্যই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, এইরূপ প্রভেদ ঘটিবার হেতু কি? পণ্ডিতেরা অদ্যাপি এই প্রশ্নের সর্ব্ববাদি-সম্মত উত্তর প্রদানে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু হেতু নির্দ্দেশ করিতে না পারুন, অধুনাতন প্রকৃতি-তত্ত্বানু-সন্ধায়ী মহোদয়েরা এই সকল ভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা গুলি অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মনুষ্য জাতি পাঁচ প্রধান বর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটীর নাম "ককেসীয়"। এই ককেসীয় বর্গের লোক-দিগের বর্ণ গৌর, মস্তক গোল, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত, এবং মুখ-কোণ * সুবিস্তৃত—ইহারা বুদ্ধি-

* ললাটের উন্নত ভাগ হইতে উপরিস্থিত দন্তপংক্তি পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা কল্পনা কর, আর সেই স্থান হইতে কর্ণের মূল পর্য্যন্ত আর একটী রেখা কল্পনা কর। উক্ত রেখাদ্বয়ের সম্পাতে যে কোণ জন্মে, তাহারই নাম মুখ-কোণ।

বলে এবং ধর্ম্মজ্ঞানে অপর সমুদায় বর্ণের মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। উত্তরে 'স্কট্‌লণ্ড' এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অন্তর্গত যাবৎদেশ, প্রায় সকলই এক্ষণে ককেসীয় লোকের আবাস হইয়াছে।

দ্বিতীয় বর্ণের নাম "মোগল"। ইহারা পীতবর্ণ, খর্ব্বনাস ও উন্নতগণ্ড। ইহাদিগের মস্তক ঠিক গোল নহে, উভয় পার্শ্বে কিঞ্চিৎ চাপা এবং মুখ-কোণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মোগলেরা ককেসীয়দিগের অপেক্ষা বুদ্ধিবলে নিকৃষ্ট। উত্তর মেরু-সন্নিহিত সমস্ত দেশে এবং পশ্চিমে "তুরস্ক" হইতে পূর্ব্বে "জাপান" দ্বীপ পর্য্যন্ত এই সমুদয় ভূভাগে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

তৃতীয় বর্ণ 'মালাই' নামে অভিহিত হয়। ইহারা কপিশ বর্ণ, প্রশস্ত-নাস, উন্নত-ললাট, এবং বিস্তৃত মুখ-রন্ধ্র। ইহাদিগের উপরিস্থ দন্তপঙ্‌ক্তির মাড়ি কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া থাকে। ইহাদিগের মুখ-কোণ মোগল-দিগের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়। ইহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ নহে, কিন্তু ইহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি অতিশয় দুর্ব্বল। পূর্ব্ব-প্রায়দ্বীপ এবং তৎসমীপবর্ত্তী দ্বীপ সকলে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

চতুর্থ বর্ণের লোক সকলকে 'আমেরিক' বলা যায়। ইহাদিগের বর্ণ লোহিত, মস্তক ক্ষুদ্র এবং নাসিকা শুক পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় আভুগ্ন। ইহাদিগের মস্তকের ঊর্দ্ধভাগ উন্নত এবং পশ্চাদ্ভাগ চাপা। ইহাদিগকে শীঘ্র কোন

বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পারা যায় না। ইহারা অতিশয় বৈরনির্যাতক। আমেরিকা-খণ্ডের প্রায় সর্ব্ব স্থানেই ইহাদিগের বাস ছিল। এক্ষণে ককেসীয় বর্ণের লোকেরা ইউরোপ হইতে গিয়া ইহাদিগকে স্বাধিকার হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চম বর্ণের লোক সকল 'ইথিয়োপীয়' নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বনাস, সঙ্কীর্ণললাট, কুঞ্চিত-কেশ এবং স্থূলোষ্ঠ। ইহাদিগের কফোণি হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ভুজভাগ প্রায়ই দীর্ঘ হয়। ইহারা অতি নির্ব্বোধ এবং অজ্ঞ। আফ্রিকার মধ্যভাগে এবং ভারত সাগরীয় দ্বীপে এই সকল লোক বসতি করিয়া আছে।

আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন যে, মনুষ্যদিগের বর্ণভেদ বিভিন্ন দেশে আবাস বশতঃই ঘটিয়াছে—বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা মূলতঃ একই জাতি। কিন্তু কাহার কাহার মতে বিভিন্ন বর্ণে মনুষ্য বিভিন্ন মূল হইতেই উদ্ভূত।

তৃতীয় অধ্যায়।

[ভাষাভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।]

আপাততঃ বোধ হয়, প্রত্যেক জাতীয় লোকের ভাষা ভিন্ন। এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতীয়ের কথা বুঝিতে পারে না। যে কেবল বাঙ্গালা জানে সে ইংরাজী

বুঝে না? আবার যে ইংরাজী মাত্র জানে, সেও কদাপি বাঙ্গালা বা পারসীর কথা বুঝিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্যদিগের মধ্যে যত প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, সকলই কতিপয় মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন। ঐ মূল ভাষাগুলির অবান্তরভেদে অপরাপর সমস্ত ভাষা জন্মিয়াছে। চমৎকারের বিষয় এই যে, প্রাকৃতিক বর্ণভেদের অনুক্রমেই মনুষ্যদিগের ভাষাভেদও হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত মূল ভাষার মধ্যে এক প্রকারের নাম 'ইরাণী'। কেহ কেহ ইহাকে 'হিন্দু ইউরোপীয়' বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন। এই ভাষা এক্ষণে কোন দেশ-বিশেষে প্রচলিত নাই। এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, আসিয়া খণ্ডের মধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত হিন্দু-কুশ নামক পর্ব্বতের দ্রোণীভূমি সকলে হিন্দু ইউরোপীয় জাতিদিগের আদিম পুরুষেরা বাস করিতেন, এবং সেই দেশে হিন্দু-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মূল ভাষা কোন কালে প্রচলিত ছিল। ঐ হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার দ্রোণী-দেশ হইতে দক্ষিণে হিন্দু এবং পারসিক, পশ্চিমে এবং পশ্চিমোত্তরে সেমেটিক এবং কেণ্ট ও টিউটোনীয় এবং স্লাবোনিক জাতি সমস্ত বিভিন্ন সময়ে নির্গত হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য অর্থাৎ মূল এক হওয়াতে ঐ সকল বিভিন্ন জাতীয়দিগের ভাষার প্রধান লক্ষণ একইরূপ হইয়া আছে।

ইয়াণী বা হিন্দু-ইউরোপীয় ভাষার এই কয়েকটী প্রধান প্রধান শাখা আছে যথা,—১ম, সংস্কৃত, এতদ্দেশ-প্রচলিত; ২য়, জেন্দ, প্রাচীন পারসীকদিগের ব্যবহৃত; ৩য়, লাটিন, অতি প্রসিদ্ধ রোমক জাতীয়দিগের ভাষা; ৪র্থ, গ্রীক, বিখ্যাত গ্রীকজাতির ভাষা; ৫ম, স্লাবোনিক, রুসসাম্রাজ্যান্তর্গত বহু দেশে প্রচলিত; ৬ষ্ঠ, লেটস, লিথুয়ানিয়া প্রদেশে ব্যবহৃত; ৭ম, গথিক, ইহা হইতে জর্ম্মণ ভাষা সমুদয় জন্মিয়াছে; ৮ম, কেল্টিক, এই ভাষা রোমীয়দিগের সময়ে ইউরোপের বহুস্থলে প্রচলিত ছিল, এখনও ওয়েল্‌স, আয়র্লণ্ড এবং অপরাপর স্থানে প্রচলিত আছে। এই সকল ভাষার অনেক কথারই মূল এক বলিয়া বোধ হয়। দেশভেদে উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তই উহাদিগের শব্দসকল বিভিন্নরূপে শ্রুতহইয়া থাকে। পরন্তু কোন্ ভাষায় উচ্চারণের কিরূপ বৈলক্ষণ্য হয়, পণ্ডিতেরা তাহারও অনেক নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত আটটী ভাষার মধ্যে যে কোন ভাষার হউক না কেন একটী শব্দ বলিলে, অপর কোন্ ভাষার সেই শব্দটী কিরূপে উচ্চারিত হইবে, তাঁহারা তাহা প্রায়ই বলিয়া দিতে পারেন। ইয়াণী ভাষা মাত্রেরই আর একটী প্রকৃতি এই যে, ইহাদিগের কোন শব্দের কিঞ্চিৎ অর্থান্তর করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে বা পরে অপর শব্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সকল সংযুক্ত শব্দ প্রধান শব্দের সহিত মিলিত হইয়া তাহারই বিভক্তি, অথবা উপসর্গরূপে পরিণত হয়।

ককেশীয় বর্ণের অন্তর্গত অপর কয়েকটী জাতি আছে। তাহাদিগের ভাষা পূর্ব্বোক্ত ইরাণী জাতীয় ভাষা নহে। ইহাদিগের ভাষার নাম. 'সেমেটিক।' সাইরীয়, প্রাচীন আবিসিনীয়, আরব এবং ইহুদী বা হিব্রু ভাষা এই প্রকার। সেমেটিক ভাষার প্রায় সকল কথাই ধাতু-মূলক হয়। কিন্তু সেই সকল ধাতুর উত্তর বিভক্তি হইয়া রূপান্তর হয় না। অনেক স্থলেই ধাতুর অন্তর্গত স্বর-বর্ণের রূপান্তর হইয়া অর্থান্তর প্রতিপন্ন করে। সেমেটিক জাতীয় ভাষা সমস্তের সকল ধাতু প্রায়ই তিন মূল বর্ণের যোগে জন্মিয়া থাকে—একমাত্র অসংযুক্ত বর্ণে কদাচ উৎপন্ন হয় না। এই ভাষা প্রথিত সেমের সন্তানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া ইহার নাম সেমেটিক হইয়াছে।

আর এক প্রকার ভাষার নাম 'তুরাণী' বা 'তাতার'। এই জাতীয় ভাষা-ভাষী লোকেরা যে কোন সময়ে ইউরোপ খণ্ডের অতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে বাস করিত, এমত অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। আমাদিগের দক্ষিণ দেশে যে 'তামিল' ভাষা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহা যে তুরাণী ভাষামূলক, ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যে সকল অসভ্য চুয়াড় লোক আমাদিগের দেশের স্থানে স্থানে বাস করিতেছে, তাহাদিগের ভাষাও তাতার জাতীয় ভাষার সদৃশ। তুরাণী ভাষায় বিশেষ কৌশল

কিছুই দৃষ্ট হয় না। ইহার ক্রিয়াপদ সকলের প্রায়ই রূপান্তর হওয়া নাই। শব্দেরও রূপভেদ অধিক হয় না।

চিনীয়দিগের আচার ব্যবহার যেমন অন্য সর্ব্বজাতির আচার ব্যবহার হইতে ভিন্ন, ইহাদিগের ভাষাও সেই রূপ—অন্য কোন জাতীয় ভাষার সদৃশ নহে। ইহাদিগের ভাষা 'একবর্ণাত্মক,' অর্থাৎ সেমেটিক ভাষার মূলশব্দ সকল যেমন অধিকাংশই 'ত্রি-বর্ণাত্মক,' অর্থাৎ তিন বর্ণের যোগে জন্মে, চিনীয়দিগের মূল শব্দ সকল সেরূপ হয় না। উহারা এক একটী বর্ণমাত্র। অপরন্তু চিনীয়-দিগের ভাষায় ক্রিয়া, গুণ এবং দ্রব্যবাচক এই তিন প্রকারের পৃথক্ পৃথক্ শব্দ নাই। তাহাদিগের সকল শব্দই দ্রব্যবাচক। ঐ সকল দ্রব্য-বাচক শব্দ, উচ্চারণ বিশেষে কখন ক্রিয়াবাচক, এবং কখন বা গুণবাচক হইয়া থাকে। এই ভাষাকে তুরাণী ভাষারই আদিম অবস্থা বলিলে বলা যাইতে পারে।

আর এক প্রকার মূল ভাষার নাম 'আফ্রিকা'। এই জাতীয় ভাষাসমূহ আফ্রিকা খণ্ডে প্রচলিত। ইহার প্রকৃতি সেমেটিক এবং ইরাণী উভয় হইতেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কিন্তু কোন কোন অংশে উক্ত উভয় ভাষারই সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অতএব পণ্ডিতেরা আফ্রিক ভাষা সকলকে উক্ত দুই প্রকার ভাষার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রাচীন মিশরীয়দিগের ভাষা এই আফ্রিকজাতীয় ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

আমেরিক বর্গের মূল ভাষা পূর্ব্বোক্ত সকল ভাষা হইতে ভিন্ন। উহাকে 'বহুবর্ণাত্মক' বলা যায়। কারণ এই সকল ভাষায় যদিও বিভক্তিযোগাদি কোন সুকৌশল দৃষ্ট হয় না বটে, তথাপি অনেকানেক মূল শব্দকে একত্র করিয়া অর্থ প্রতিপন্ন করা উহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ বোধ হয়। এই সকল ভাষা আমেরিকা খণ্ডের আদিম নিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি এই ভাষার প্রকৃতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়।

[ভাষা ভেদ বিষয়ক পুরাবৃত্ত ও নানা দেশে মনুষ্যসঞ্চার।]

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভাষাভেদের যেরূপ ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল, কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে তাহার কোন স্পষ্ট বিবরণ নাই। বাইবল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জলপ্লাবনের কতিপয় বৎসর পরে নোয়ার সন্ততিগণ 'টাইগ্রিস্' এবং 'ইউফ্রেটিস্' নদীর মধ্যবর্ত্তী 'সিনার' নামক কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় একটী নগর এবং সুবৃহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণকরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সৃষ্টিকর্ত্তা সেই সময়ে ঐ সকল ব্যক্তির ভাষা ভেদ করিয়া দেন। তাহাতে জনগণ পরস্পর বাক্যালাপ করণে অসক্ত হইয়া নানা দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। এই-

রূপে মনুষ্যসমূহ বিবিধ জাতিতে বিভক্ত হয়। অনেকে কহেন, এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ১৯৯৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

উক্ত বাইবেল গ্রন্থকে মূলস্বরূপ করিয়া এবং অপরাপর কতিপয় প্রাচীন জাতির ইতিহাস হইতে কোন কোন স্থলে সাহায্যগ্রহণ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ জাতিসমূহের আদিম বসতির প্রথা যেরূপ নিরূপিত করেন, তাহাতে বোধ হয় যে, উত্তরে 'ককেসস্' পর্ব্বত এবং ' মিডিয়া,' পশ্চিমে ' লিবিয়া ' এবং ' গ্রীস,' আর দক্ষিণে ' ইথিওপীয়া' বা 'হাবেশ' এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মধ্যবর্ত্তী দেশেই প্রথমে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল। পরে প্রতিপুরুষে মনুষ্যদিগের আবাসভূমি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া এক্ষণে সমুদায় পৃথিবী-ব্যাপক হইয়াছে।

সে যাহা হউক, মনুষ্য জাতির ইতিহাস সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণের মনে এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে, কোন দেশের সম্যক্ আদিম বিবরণ প্রাপ্ত হইবার নহে। যে কোন দেশ হউক, একটীর নাম মনে কর। সেই দেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইবে, এক্ষণে যে জাতি সেই দেশে বাস করিতেছে তাহাদিগের তথায় আগমনের পূর্ব্বে অবশ্যই অপর কোন জাতি সেই দেশ অধিকার করিয়াছিল। যদি সেই পূর্ব্ব জাতির কোন ইতিহাস থাকে, তাহা হইলে আবার দেখা যাইবে যে, তাহারাও ঐ দেশে অন্য

কোন অধিকতর প্রাচীন জাতির স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জাতির কোন ইতিহাস নাই—কেবল তাহাদিগের নির্ম্মিত কতকগুলি সমাধি, তাহাদিগের ভাষার কতিপয় শব্দমাত্র, অথবা তাহাদিগের ব্যবহৃত অতি জঘন্য অস্ত্রাদি, অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাহারাই যে ঐ দেশের আদিম নিবাসী ছিল, ইহারই বা প্রমাণ কি? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমেরিকা খণ্ড অতি অল্পকাল হইল প্রকাশিত হইয়াছে। 'কলম্বস্' নামক এক জন অতি প্রসিদ্ধ নাবিক ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর ঐ খণ্ড ইউরোপীয়দিগকে অবগত করান। ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় গিয়া প্রথমতঃ যে সকল রক্তাঙ্গ অসভ্য ইণ্ডিয়ানদিগকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকেই ঐ খণ্ডের আদিম নিবাসী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ঐ দেশের নানা স্থানে সুবৃহৎ দুর্গপ্রাচীর এবং সমাধি-স্থান প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়াছে। ইণ্ডিয়ানেরা বলে, ঐ সকল দেবনির্ম্মিত। অতএব বোধ হয় যে ইণ্ডিয়ানদিগের পূর্ব্বেও কোন সুসভ্য জাতি আমেরিকাখণ্ডে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশ নির্ম্মূল হইয়া গেলে ইণ্ডিয়ানেরা তথায় বাস করে।

এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশে 'জর্ম্মণ' জাতীয় লোকেরা প্রবল হইয়াছে। তাহাদিগের পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে 'কেল্টিক' জাতীয়েরা নিবাস করিত। জর্ম্মণ এবং কেল্টিক উভয়ই ককেসীয়

জাতীয় লোক, এবং উহাদিগের ভাষা ইরাণী প্রকৃতিক। এক্ষণে অনেক স্থলে ঐ দুই প্রকার লোক সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেল্টিকদিগের পূর্ব্বেও ইউরোপ খণ্ডে যে অন্য কোন জাতি বাস করিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল লোক ককেসীয় বর্ণের নহে। তাহারা মোগল জাতীয় ছিল।

আসিয়া খণ্ডের অনেক স্থলেও এইরূপ দেখা যায়। আমাদিগের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে মোগল জাতীয় কোন ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণেও যে সকল অসভ্য চুয়াড় জাতি বনে ও পর্ব্বতে বসতি করিতেছে তাহারাও ককেসীয় বর্ণের লোক নহে। কিন্তু হিন্দুরা ককেসীয় বর্ণসম্ভূত। ইহাতেই বোধ হয় যে, হিন্দুজাতির আগমনের পূর্ব্বেও এই দেশে মনুষ্যসঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু জাতি যে কত প্রাচীন, তাহাও নির্ণয় করা যায় না।

আফ্রিকা খণ্ডেরও স্থানে স্থানে ককেসীয়বর্ণের লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর এই খণ্ডের সর্ব্ব দক্ষিণে যে 'হটে-ণ্টট্,' জাতি নিবাস করিতেছে, তাহারা যে মোগল জাতীয় লোক, এমন বিলক্ষণ বোধ হয়। অতএব অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রথমে ঐ খণ্ডে মোগল জাতীয় লোকের আগমন হয়, পরে ককেসীয় এবং ইথিওপীয় জাতি উহাতে যাইয়া বাস করিয়াছে।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া অবশ্যই প্রতীত হইবে

যে, কোন দেশেরই যথার্থ আদিম বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইবার নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে মনুষ্য জাতির অনাদিস্থাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে, এমত নহে। ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কোন সময়ে এই পৃথিবী মনুষ্যজাতির বাসোপযুক্ত ছিল না। অতএব অবশ্যই তাহার পর ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই কাল যে এক্ষণকার কত পূর্ব্ব, যুক্তিদ্বারা তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত স্থির সিদ্ধান্ত করা একান্ত অসাধ্য।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[মনুষ্য-সমাজ।]

আমরা বাল্যাবধি যে সকল অতি প্রয়োজনী ও সুখোপযোগী সামগ্রীসম্ভারপরিবৃত হইয়া থাকি, নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ সেই সকল দ্রব্য যে কত যত্ন ও পরিশ্রমসাধ্য, তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের এক একটী প্রস্তুত করিতে প্রথমাবস্থায় মনুষ্যের যে কত বিবেচনা, কত পরিশ্রম ও কত কাল

লাগিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। দেখ লৌহাদি-ধাতু আমাদের কত প্রয়োজনে লাগে। কিন্তু অনেক জাতীয় লোক বহুকাল পর্য্যন্ত লৌহের ব্যবহার জানিত না। লৌহের কথা দূরে থাকুক, লবণ যে এমন প্রয়োজনীয় দ্রব্য—যাহা ব্যতিরেকে এক্ষণে আমাদিগের কোন প্রধান খাদ্য বস্তুই প্রস্তুত হইতে পারে না, অনেক দেশের লোকে সেই লবণ প্রস্তুত করিতেও জানিত না। আর কোন কোন দেশের লোক এমত বর্ব্বর ছিল যে, তাহারা অগ্নিরও ব্যবহার অবগত ছিল না। তৎকালে তাহাদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা অনুমান মাত্র করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়; তাহাদিগের কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন মনুষ্যগণ ঐরূপ বর্ব্বর দশা হইতে মুক্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি দুই একটী অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে, এক এক প্রকার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে জানিয়াছে, যখন তাহাদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্যবোধ জন্মিয়াছে, পরস্পর কথোপকথন করিবার নিমিত্ত এক প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পরসময় হইতেই মানবগণের যে যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ইতিহাসে তাহারই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সমাজবদ্ধ হইলেই নরগণ যে একবারে বহুসংখ্যক লোক মিলিত হইয়া এক এক সুবিস্তীর্ণ রাজ্য শাসনপ্রণালী প্রস্তুত করে, এমত নহে। প্রথমে কেবল এক

একটী পরিবারের লোকই একত্র থাকিত। পরিবারস্থ অপরাপর লোকেরা তাহাদিগের পিতা বা তৎসদৃশ অন্য কোন প্রধান ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিত। তখন মনুষ্যগণ মৃগয়াদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত, এবং কোন এক স্থানেও বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত না। পরন্তু মৃগয়াদ্বারা জীবনোপায় করা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোন কোন দিন মৃগয়া সফল না হওয়াতে হয় ত কিছুই ভক্ষ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উপবাসেই দিনযাপন করিতে হয়। বার বার এইরূপ হইলে, মনুষ্যেরা ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে, এবং সহজেই দেখিতে পায় যে, কতকগুলি পশু পোষিত করিয়া রাখিলে তাদৃশ কষ্টের নিবারণ হইতে পারে। এইরূপে মৃগয়া করিতে করিতেই জনগণ পশুপাল্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন লোকেরা আপন আপন 'কুলপতির' শাসনাধীনে থাকিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অতএব ইহাদিগের শাসন-প্রণালীকে 'কুল-তন্ত্রতা' বলা যাইতে পারে।

পশু পালন দ্বারা যত লোক প্রতিপালিত হয়, কৃষিদ্বারা তদপেক্ষা অধিক লোকের সচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হইতে পারে। দেশভেদে এবং প্রকৃতিভেদে এই জ্ঞান কোন কোন জাতীয় লোকের মনে অতি শীঘ্রই উদ্ভূত হয়। তাহা হইলেই উহারা আর নানা স্থানে পর্য্যটন

করিয়া বেড়ায় না—কোন উর্ব্বর ভূমিখণ্ড দেখিয়া লইয়া তাহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় প্রথমে মানবগণ কুলতন্ত্রতায়ই বশীভূত থাকে। কিন্তু অধিক স্থলেই এই অবস্থা অতি শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কোন একটী কুলের লোক অধিকসংখ্যক, অধিক পরাক্রান্ত বা অধিক দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া অপর কুলজাত লোকের প্রতি আক্রমণ করে, এবং তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনাদিগের অধীন করিয়া রাখে। এইরূপে তিন চারিটী কুল একত্র হইলে, তৎসমুদায়ের কর্ত্তাকে রাজোপাধি প্রদত্ত হয়। এই প্রকারেই বর্ত্তমান বিস্তীর্ণ রাজ্য সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অবস্থায় রাজগণ যুদ্ধদ্বারাই অধিক লাভ দেখিয়া অনুক্ষণ তাহাতেই আসক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং রাজ্য সকল ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[শাসন-প্রণালী।]

একত্র সমাজ-বন্ধন হইয়া থাকাতে মনুষ্যের যেরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, সেইরূপ কোন প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতেও মানবগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইলে বিশুদ্ধ-চিত্ত, সমধিক বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন কতকগুলি লোক প্রাদুর্ভূত

হয়েন। তাঁহারা জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন। তাঁহাদিগের শিষ্যেরা তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। রাজা যত দিন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ থাকেন, তত দিন তাঁহারা রাজার পক্ষ অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজা দুর্ব্বৃত্ত হইলে যাজকেরা রাজার বিপক্ষ হন। এইরূপে কোথাও কোথাও রাজপক্ষে এবং যাজকপক্ষে ঘোরতর বিবাদ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যাজকবর্গ প্রায়ই সর্ব্বস্থলে লব্ধবিজয় হইয়াছেন। আর যে সকল দেশে যাজকদিগের সহিত রাজার স্পষ্ট বিবাদ হয় নাই, সে সকল স্থলেও রাজাকে যে যাজকদিগের মতানুসারে অনেক কর্ম্ম করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ অতি পূর্ব্বকালে যাজকেরাই সাধারণ প্রজাগণের এক মাত্র সহায় ও শরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা না থাকিলে দুর্ব্বৃত্ত রাজাদিগের দৌরাত্ম্য ও নিরন্তর যুদ্ধে প্রজাদিগের দুঃখের সীমা থাকিত না।

রাজদৌরাত্ম্য নিবারণের আরও এক উপায় ছিল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, কোন এক কুলের লোক অপরাপর কুলোদ্ভব জনসমূহকে অধীন করিয়া আপনাদিগের কুলপতিকে সমুদায় প্রজার রাজা করিতেন। কিন্তু আপনারা যে বিজিত জনগণের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব করিতেন না, এমত নহে। তাঁহারা রাজার স্বকুলোদ্ভব ব্যক্তি, তাঁহাদিগের সহায়তাতেই তিনি রাজ্যলাভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা রাজার স্থানে বিস্তীর্ণ

ভূম্যধিকার গ্রহণ করিতেন, আর এরূপ নিয়ম করাইতেন যে, রাজা তাঁহাদিগকেই প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত এবং তাঁহাদিগকে লইয়াই রাজকার্য্যে মন্ত্রণা করেন। এই সকল লোক 'কুলীন-ভূম্যধিকারী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই ভূম্যধিকারীদিগের দ্বারাও প্রজা-সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছিল। রাজা তাঁহা-দিগের ভয়ে নিতান্ত যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না, আর ভূম্যধিকারীরাও রাজার ভয়ে প্রজাদিগের প্রতি উচিত ব্যবহারের অধিক অন্যথা করিতেন না। এইরূপে শাসন-শক্তি, রাজা যাজক এবং ভূম্যধিকারিবর্গেরই হস্তে সমর্পিত থাকে। প্রজাসাধারণের কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া দেশমধ্যে শান্তিভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে বণিক্‌বৃত্তির সোপান প্রশস্ত হয়। বাণিজ্যদ্বারা লোকের ধন-সঞ্চয় হয়। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে প্রজাসাধারণের মধ্যে কাহার কাহার মনে শাসন-শক্তির কিয়দংশ গ্রহ-ণের ইচ্ছা জন্মে। অনেকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে সুতরাং রাজা, ভূম্যধিকারী ও যাজকবর্গের রাজশক্তি হ্রস্ব হইয়া পড়ে। তখন যদিও নামে উহাঁরাই রাজ্যশাসনকর্ত্তা হউন, কিন্তু বাস্তবিক কতকগুলি আঢ্য প্রজার হস্তেই রাজশক্তির অধিকাংশ সমর্পিত হয়। অনেকগুলি ইউ-রোপীয় জাতি এবং আমেরিকাবাসী ইউরোপীয়েরা এই অবস্থাপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এত দূর

হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপেও অদ্যাপি প্রজা-সাধারণের বিশেষ গৌরব হয় নাই। যাবৎ সকলেই জ্ঞানবান্ ও ধনবান্ না হইবে, তাবৎকাল তাহা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব।

মানব জাতির শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা যাহা কথিত হইল, তদ্দ্বারা অবশ্যই এইরূপ প্রতীতি হয় যে, যেমন মনুষ্যগণ শৈশবে স্ব স্ব পিতা মাতা কর্তৃক প্রতি-পালিত হয়, এবং ক্রমে বয়োধিক ও কার্য্যক্ষম হইলে স্বাধীন হইয়া থাকে, মনুষ্যসমাজেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। একান্ত বর্ব্বর দশায় কুলপতি, রাজা, যাজক কিম্বা ভূমা-ধিকারিবর্গ প্রজাসাধারণের শাসন করেন। কিন্তু প্র-জাগণের বিদ্যোন্নতি হইলে তাহারা ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র হইতে থাকে। ফলতঃ বিদ্যাই বল। সমাজমধ্যে যা-হারা অধিক বিদ্যাসম্পন্ন হইবেন, তাঁহাদিগের হস্তে অধিক রাজশক্তি সমর্পিত হইবে। এই নিয়মের কদাপি অন্যথা ঘটিতে পারে না। যখন যেখানে এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন হইয়াছে, সেই স্থানেই অতি ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে।

শাসন-প্রণালীর ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আরও একটী অতি আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক নিয়মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সকল সমাজেই পরস্পর-বিভিন্নপরাঙ্মুখী কতিপয় দল থাকে। দেখ, রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ এক দল, এবং যাজকেরা তাঁহাদিগের হইতে ভিন্ন;

আবার ভূম্যধিকারী কুলীনবর্গ পূর্ব্বোক্ত উভয় দল হইতেই স্বতন্ত্র; আর আঢ্য প্রজাগণ ঐ তিন দল হইতেই পৃথক্। পরন্তু, প্রজাসাধারণ ঐ চারি দলের কোন দলেরই সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইতে পারে না। এই সকল দল পরস্পর বিভিন্নমতাবলম্বী। সকলেই স্ব স্ব হস্তে সমধিক রাজ-শক্তি গ্রহণের নিরন্তর চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা করাতেই সমাজের কর্ম্ম সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে থাকে—কেহই অত্যন্তপ্রবল হইয়া অপর সকলের প্রতি অধিক অত্যাচার করিতে পারে না। আর যদি করে, তবে অতি শীঘ্রই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনুষ্যসমাজকে একটী তুলাদণ্ড স্বরূপ বোধ হয়। যেমন তুলাদণ্ডের এক এক দিকের ভার ঐ দণ্ডকে স্ব স্ব অভিমুখে নত করিবার চেষ্টা করে, তেমনি সমাজ-সম্ভূক্ত প্রত্যেক দলই সমধিক শক্তি গ্রহণের চেষ্টা পায়; কিন্তু যেমন তুলাদণ্ডের উভয় দিক্ হইতেই সমান আকর্ষণ হওয়াতে দণ্ডের সাম্যাবস্থা থাকে, তেমনি সকল দলই স্ব স্ব মতানুযায়ি কর্ম্ম করিবার চেষ্টা পাইয়া সমাজের সাম্যাবস্থা প্রতিপন্ন করিয়া রাখে। রাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতেরা এই নিয়মকে 'সাম্যাবস্থার নিয়ম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক মাত্রেরই এই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করেন, তাহা হই

সেই ব্যবস্থার দোষ হয়; এবং সেই দোষে হয় ত সমাজ একবারে হীনবল হইয়া যায়, অথবা তদ্দোষ সংশোধনার্থ পুনঃ পুনঃ রাজবিদ্রোহাদি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকে। যত দিন উক্ত দোষ সংশোধিত হইয়া পুনর্ব্বার সাম্যাবস্থা না হয়, তাবৎকাল সমাজের কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

[ব্যবস্থা-প্রণালী।]

যদি মনুষ্যমাত্রেই অস্বার্থপর জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ হইত, তবে সচ্ছন্দে সকলে সমাজবদ্ধ হইয়া সুখে কাল-যাপন করিতে পারিত। কেহ কাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিত না; সুতরাং কোন প্রকার শাসনেরও আবশ্যকতা থাকিত না। যিনি বিদ্যা ও বয়সে শ্রেষ্ঠ হইতেন, সকলে তাঁহার মতানুযায়ী হইয়া সমাজের সাধারণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত, আর নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদনে কাহাকেও কোন প্রকার শাসনের অধীন থাকিতে হইত না। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি তেমন বিশুদ্ধ নয়; সুশিক্ষিত না হইলে সকলেই আত্মম্ভরি হইয়া থাকে। শিশুদিগের স্বভাবে ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হয়। তাহাদিগের মনে সদাশয়তার লক্ষণও যেমন দেখা যায়, তেমনি একান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইঁহাতেই শাসনের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। মনুষ্য-সমাজের আদিমাবস্থায় যখন এক একটী পরিবারের লোকমাত্র একত্র সম্বদ্ধ থাকে, তখন তাহাদিগের কর্ত্তা যেরূপ শাসন করেন, সকলে তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলে। নিজ পরিবারের প্রতি তাঁহার যে নৈসর্গিক স্নেহ থাকে, তদ্দারাই তাঁহার শাসন-বিধি পক্ষপাতশূন্য এবং সকলের সুখাবহ হয়। ক্রমে পরিবার বৃদ্ধি হইয়া কুল-তন্ত্রতার কাল উপস্থিত হইলে কুলপতিগণ স্ব স্ব ইচ্ছা এবং জ্ঞান অনুসারে শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই এক প্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। কোন বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কুলস্বামী যে প্রকারে স্থল-বিশেষে বিচার করিয়া যান, তাহা সকল লোকের হৃদ্গত হইয়া থাকে। তাহার পর আবার সেই প্রকার স্থল উপ-স্থিত হইলে কুলপতির তদনুযায়ী হইয়া বিচার করাই আবশ্যক হয়। তাহা না করিলে তাঁহার নিন্দা হয়, এবং জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করে।

এইরূপে ব্যবস্থা সমস্ত ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া উঠিতে থাকে। কবিগণ তৎসমুদয়কে ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিতে থাকেন। লোকে যত পারে স্মরণ করিয়া রাখে। পরে লিপিসৃষ্টি হইলে অগ্রেই ব্যবস্থা সকল লিপিবদ্ধ হয়। যে মহাত্মকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে কোন দেশের ব্যবস্থা লিপি-বদ্ধ হইয়া থাকে, তিনিই তদ্দেশের ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। আমাদের দেশে ব্যবস্থাপকদিগকে 'সংহিতাকার' কহে।

অনেক প্রাচীন জাতীয় লোকের সংহিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দেশভেদে ও তত্তৎকালীন ব্যক্তিদিগের অবস্থাভেদে সংহিতার প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে সংহিতাদিগের ঐক্য আছে। সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই মানবগণের কেমন অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। অতএব সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ব্যবস্থা সকল বহু পূর্ব্বকাল হইতে পারম্পর্য্যোপদেশানুসারে প্রচলিত হইয়া আসিতে থাকে। সুতরাং ব্যবস্থাপকগণ অনায়াসেই ঐ সকল ব্যবস্থাকে ঈশ্বর-প্রণীত, অথবা ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাত্মার প্রণীত বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন। বিশেষতঃ তাঁহারা আপনাদিগের গ্রন্থে কেবল লৌকিক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় নিয়ম মাত্রের নির্দ্দেশ করেন না। তৎসমভিব্যাহারে পারত্রিক ধর্ম্ম কর্ম্মেরও উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাতে সকল ব্যবস্থাই ধর্ম্মশাস্ত্রমূলক বলিয়া সমধিক মান্য হয়।

কিন্তু এক নিয়মে সর্ব্বকাল চলে না। দেশের অবস্থাভেদে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। যেমন শৈশবের পরিধেয় যৌবনে ব্যবহৃত হইতে পারে না, তেমনি মনুষ্যসমাজ ক্রমশঃ বিস্তৃত এবং নানা-ব্যবসায়ি-লোক-সঙ্ঘটিত হইলে উহার প্রথমাবস্থার সঙ্কীর্ণ নিয়ম প্রণা-

লীতে সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এইরূপে ব্যবস্থা সকল মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাহা হইলেই ব্যবস্থাশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ ধর্ম্ম কর্ম্মের আচারগত, অপর ভাগ লৌকিক ব্যবহার-সম্পৃক্ত। সকল দেশেরই 'স্মৃতিশাস্ত্র' এইরূপ আচার-কাণ্ড ও ব্যবহার-কাণ্ডে বিভক্ত হইয়া আছে।

বন্যদশায় অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও নিতান্ত অসদ্ভাব থাকে, এবং সেই সকল দ্রব্যাদিরও সংরক্ষণের নিমিত্ত জনগণকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়। তাহাতে নিরন্তরই অপঘাতমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সেই সময়ে মনুষ্যজীবন যে কেমন অমূল্য রত্ন, তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় না। তখন মনুষ্যের ধনবিশেষ হরণ করা এবং প্রাণনাশ করা উভয়ই সমান দোষ বলিয়া গণ্য হয়। প্রাচীন কালের ব্যবস্থামাত্রেই দেখা যায় যে, পরদ্রব্য-বিষয়ক অপরাধে এবং পরশরীরবিষয়ক সাহস কর্ম্মে প্রায় অধিক প্রভেদ নাই। উভয় প্রকার দোষেই সমান দণ্ড বিহিত আছে। বরং সাহসকর্ম্মের অপেক্ষা কোথাও কোথাও অপহরণের দণ্ড অধিক ছিল। কোন কোন দেশের আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে যে অমুক পদের লোককে মারিলে এত টাকা দণ্ড দিতে হইবে, তাহার উচ্চ পদের কোন ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে তাহার দ্বৈগুণ্য বা ত্রৈগুণ্য প্রদান করিতে হইবে। পরন্তু যখন লোকের সভ্যাবস্থা হয়, তখন এইরূপ অসমদর্শী ব্যবস্থাসকল

প্রচলিত থাকিতে পারে না। তখন দ্রব্যবিষয়ক অপ-রাধের দণ্ড এক প্রকার, আর শরীর-বিষয়ক অপরাধের দণ্ড অন্যপ্রকার হইয়া থাকে। এইরূপে ব্যবহারকাণ্ডও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক ভাগের নাম 'দেওয়ানী আইন' ও অপর ভাগের নাম 'ফৌজদারী আইন'।

ব্যবহার কাণ্ড এইরূপে বিভক্ত হইলেও ঐ দুই প্রকার আইনের দণ্ড কিছু কাল বহু স্থলে সমানই থাকে, একবারে সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় না। ফৌজ-দারী আইনের দণ্ড সমস্ত যেন বৈরসাধনের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, এমত বোধ হয়। কোন অপরাধে হস্তচ্ছেদ, কাহাতেও বা পদচ্ছেদ, অপর কোন প্রকার অপরাধে চক্ষুরুৎপাটন, আর কাহাতেও বা অগ্নিদ্বারা দহন, ইত্যাদি অতিনৃশংস দণ্ড সকল প্রচলিত হইয়া থাকে। দেওয়ানীর দণ্ডও এইরূপ অতি কঠিন হয়। যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিশোধ করিতে না পারে, উত্তমর্ণ তাহার শরীর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন। বিক্রয় করা কি, কোথাও কোথাও এমত আইন প্রচলিত ছিল যে, অধমর্ণকে একবারে হত্যা করিলেও দোষ হইত না।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে আইনের এই সকল দোষ সংশো-ধিত হইয়া আইসে। রাজকর্ম্মচারিগণ, ভূম্যধিকারিবর্গ এবং যাজকমণ্ডলীরাই প্রথমে ঐ প্রকার নৃশংস ব্যব-

স্থার অধীনতা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পায়েন। তাঁহারা প্রথমতঃ কেবল আপনাদিগকেই উক্ত আইনের বিশেষ বিশেষ দণ্ড হইতে মুক্ত করেন। পরে প্রজা-সাধারণের প্রতিও উহার কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনন্তর সমাজের শাসন-প্রণালী যত উৎকৃষ্ট হইতে থাকে, এবং মনুষ্যসাধারণের হিতাহিত জ্ঞান যত প্রবল হয়, ততই ব্যবস্থা সকল বিশুদ্ধ হইয়া অপরাধীর প্রতি বৈরনির্যাতক ভাব পরিত্যাগ করে, এবং যাহাতে দোষী ব্যক্তির দুষ্ট স্বভাব সংশোধিত হয়, তখন কেবল এইরূপ চেষ্টাই হইতে থাকে। অদ্যাপি কোন দেশে এইটী সম্পূর্ণরূপে হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন দেশে প্রাণদণ্ডের বিধি একবারে রহিত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহাতেই অবস্থাভেদে আইনের প্রকৃতি যে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়।

[শিল্প-প্রণালী এবং বাস্তু-শিল্প।]

যেরূপ মানবজাতির ব্যবস্থা প্রণালী, শাসনপ্রণালী প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ দেশের লোক কেমন অবস্থাপন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ শিল্প-বিদ্যারও উৎকর্ষ পরীক্ষা করিয়া জনগণে সভ্যাবস্থা

কত উন্নত হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। অতএব শিল্পতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই বিষয়োপলক্ষে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইবে। প্রথমতঃ বাস্তু শিল্পের প্রণালী বিবৃত করা যাইতেছে।

প্রায় সকল প্রকার জীবই স্ব স্ব নৈসর্গিক সংস্কার প্রভাবে আপন আপন বাসোপযোগি স্থান প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। পক্ষীদিগের কুলায় আছে, হিংস্র পশুগণ স্ব স্ব গহ্বরে গিয়া বিশ্রাম করে, পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদিগেরও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকে। মনুষ্যেরাও প্রথমে উক্তরূপ কোন বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। দেশের প্রকৃতিভেদে বর্ব্বর নরগণের আবাস কোথাও বা তরুস্কন্ধে, আর কোথাও বা পৃথিবীগর্ত্তে হয়। শীতপ্রধান দেশে মনুষ্যেরা পৃথিবীতে খাত করিয়া থাকে। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহাদিগের বাস তরুতলে বা তদুপরিভাগে হয়। ইউরোপের স্থানে স্থানে ঐ সকল আবাস গর্ত্তের চিহ্ন সমস্ত অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল গর্ত্তের মুখ প্রস্তরদ্বারা বদ্ধ, প্রবেশ ও নির্গমনের নিমিত্ত কেবল এক একটী অতি সঙ্কীর্ণ ছিদ্রমাত্র ছিল। গর্ত্তের ভিতরে কাষ্ঠদহনজাত অঙ্গার দৃষ্ট হইয়াছে, এবং শিলা বা অস্থিনির্ম্মিত শরমুখাদি অস্ত্রও স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব ঐ সকল স্থান যে নরগণের আবাস

ছিল, তাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ঐ সকল গর্ত্তে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সকলই শিলা নির্ম্মিত, একটীও ধাতুনির্ম্মিত নয়। আর তথাকার লোকেরা যে কোন প্রকার ধাতুর ব্যবহার জানিত, এমত কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই যে, ঐ প্রকার আবাস-গর্ত্ত অনেকগুলি করিয়া এক এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেই বোধ হয় যে, তখনও মনুষ্যেরা এক প্রকার সমাজসম্বদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই ভাষাসৃষ্টির আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ইহার পরবর্ত্তী কোন সময়ে যে সকল আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রকৃতি পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তখনও মনুষ্যেরা গর্ত্তের ভিতর বাস করিত, কিন্তু তখন গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মুখ একেবারে বন্ধ করিত না, উহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর বসাইয়া তদুপরিভাগে একপ্রকার ছাদ প্রস্তুত করিত। সুতরাং গর্ত্তে গমনাগমনের পথও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত থাকিত। এই সকল গর্ত্তের ভিতর যেমন পূর্ব্ববৎ অস্থি ও প্রস্তর-বিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া যায়, তেমনি পিত্তলনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তখনকার লোকেরা কোন কোন ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াছিল।

বোধ হয়, ইহার অত্যল্প কাল মধ্যে মনুষ্যদিগের মনে

হিংস্র পশুর ভয় অনেক খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহারা আর গর্ত্তে বাস না করিয়া বাহিরে কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। তখনকার যে সকল আবাসস্থানের বা দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তদ্দর্শনে বোধ হয় যে, তথাকার অধিবাসী লোকেরা লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়াছিল।

সকল জাতীয় লোককেই ক্রমে ক্রমে প্রথমোক্ত দুইটী অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। তবে বিশেষ এই যে, যে দেশের জল বায়ু ভাল এবং ভূমি উর্ব্বরা, তথায় অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই বর্ব্বরদশা শেষ হইয়া সভ্যাবস্থা প্রবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ যদি সেই দেশ পৃথিবীর এমত স্থলে অবস্থিত হয় যে, তাহাতে বৈদেশিক লোকের সহজে গমনাগমন হইতে পারে, তাহা হইলে বিভিন্ন জাতীয় লোকের পরস্পর পরিচয়দ্বারা অতি শীঘ্রই নানা বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং সেই দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রেই সুসভ্য হয়। আসিয়া খণ্ডের যে ভাগ হইতে অন্য সকল দেশে মনুষ্যসঞ্চার হইবার কথা প্রসিদ্ধ আছে, সেই ভাগ উক্ত সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত। অতএব তত্রত্য লোকেরা যে প্রথমেই সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ভারতবর্ষ, আসিরিয়া, বেবিলন্, মিসর, নিউবিয়া এবং তৎসমীপবর্ত্তী সকল দেশে যে সমস্ত প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, সে সকলই অতি আশ্চর্য্য এবং

মনোহর। তাহাদিগের কোনটীতেও পূর্ব্বোক্তরূপ শিলা বা পিত্তল ঘটিত অস্ত্র শস্ত্রাদির চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহাতেও নির্ম্মাতৃগণের বিভিন্ন প্রকৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান, অতি স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয়। এ স্থলে উহাদিগের সামান্ত লক্ষণ এবং আর কয়েকটী হর্ম্ম্য-প্রণালীর উল্লেখ করা যাইবে।

[মিসরীয়-হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

পূর্ব্বোক্ত সকল জাতির হর্ম্ম্যই এক প্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর অধুনা আমেরিকা খণ্ডের মধ্যভাগে যে সকল ভগ্ন প্রাসাদসমূহের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ও এই জাতীয় হর্ম্ম্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সকলই যে সর্ব্ব প্রাচীন হর্ম্ম্যপ্রথা, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মিসর দেশেই ইহার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে 'মিসরীয়' বলা যায়। ইউরোপের অন্তর্গত সিসিলিতে এবং গ্রীসে যে সমস্ত অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—যে সমস্তকে কেহ কেহ 'সাইক্লোপিক' (অর্থাৎ অসুরনির্ম্মিত) বলিয়া আখ্যাত করেন, অধিকাংশ হর্ম্ম্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে তাহাও এই জাতীয় নির্ম্মাণ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

মিসরীয় হর্ম্ম্য প্রণালীর কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ ইহার প্রাচীর সকল নীচে অত্যন্ত স্থূল হইয়া

উপরিভাগে ক্রমশঃ স্বল্পায়ত হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ ইহার ছাদ সকল সমপৃষ্ঠ এবং এরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর যোগে নির্ম্মিত হয় যে, তাহার নীচে কড়ির আবশ্যকতা থাকে না; প্রস্তরফলক সমস্ত একবারে এক প্রাচীর হইতে সম্মুখবর্ত্তী প্রাচীর পর্য্যন্ত অথবা এক স্তম্ভ হইতে অন্য স্তম্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ স্তম্ভ সকল অতিশয় স্থূল, খর্ব্ব, নানা খণ্ডে বিভক্ত ও বিচিত্র খোদকতায় পরিপূর্ণ হয়। চতুর্থতঃ বৃহৎ বৃহৎ ভাস্করীয় শিল্প গৃহের স্থানে স্থানে থাকে। পঞ্চমতঃ কোথাও কোথাও পর্ব্বতের অন্তর্ভাগ খনন করিয়া তন্মধ্যে এইরূপ হর্ম্ম্য সকল নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষেই এই সকল 'গুহা-মন্দিরের' বিশেষ বাহুল্য এবং বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়।

পণ্ডিতেরা কহেন যে, যে সকল লোক প্রথমতঃ পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়া পরে মৃত্তিকাদ্বারা বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তহারাই ক্রমে প্রবল ও শিল্পকুশল হইয়া এই প্রকার হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করে। তাঁহারা কহেন, মৃণ্ময় প্রাচীর ও স্তম্ভাদির অনুকরণ করিতে গেলেই অট্টালিকা সমস্ত উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। আর পর্ব্বত গুহায়বাস করিতে করিতেই প্রয়োজনবশতঃ লোকের ঐ সকল গুহাকে প্রশস্ত করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব যখন তাদৃশ লোকের মনোমধ্যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপনের জন্য স্থান প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাহারা যে পর্ব্বত খনন দ্বারাই দেবালয় নির্ম্মাণ করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে।

[গ্রীক হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

গ্রীকেরা মিসরীয়দিগের স্থানে সকল বিষয়েরই শিক্ষা পাইয়াছিল। উহারা মিসরীয়দিগের হর্ম্ম্য বিদ্যাও শিখে। কিন্তু উহারা আপনাদিগের অসাধারণ সহৃদয়তাগুণে অল্পকালমধ্যেই ঐ শিল্পবিদ্যার এতাদৃশ উন্নতি করিল যে, মিসরে কখনই সেরূপ হয় নাই। প্রথমতঃ উহারা প্রাচীর সমস্তকে সমপৃষ্ঠ করিল, এবং স্তম্ভগুলির গাত্রের অন্য সকল খোদকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সরল রেখা গুলি মাত্র রাখিল। উহারা স্তম্ভ সকলকে প্রথমাবধি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল বটে, তথাপি আদৌ ব্যাস পরিমাণের চতুর্গুণের অধিক দীর্ঘ করে নাই। এইরূপ হর্ম্ম্য-প্রণালীকে ' ডোরীয় ' কহিয়া থাকে।

ইহার কিয়ৎকাল পরে গ্রীকেরা স্তম্ভ সকলের দৈর্ঘ্য ব্যাসপরিমাণের ৮ | ৯ গুণ করিত, স্তম্ভের নীচে সমচতুরস্র পীঠিকা গ্রথিত করিত এবং স্তম্ভের মস্তক 'কান্মোচড়া ' করিত। এইরূপ করাতে হর্ম্ম্যের সৌন্দর্য্য বেঅধিক হইল। ইহাকে " আইওনীয়" প্রথা কহে।

তৃতীয় প্রকার গ্রীক হর্ম্ম্যের স্তম্ভ সকল দৈর্ঘ্যে ব্যাসের দশ-গুণ হইত। তাহাদিগের পীঠিকার গঠন বিচিত্র এবং শিরোভূষণ সপল্লবপাদপ-শিরোভাগের অনুরূপ হইত। এই প্রথাকে ' কোরিন্থীয়' কহা যায়।

গ্রীকদিগের দেশ অতি রমণীয়। তথায় ঝড় বৃষ্টির উৎপাত প্রায়ই হয় না। তথায় সমস্ত বৎসরই যেন ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজ করিতে থাকেন। এই হেতু সেখানকার অট্টালিকা সমস্তের দ্বার অতীব প্রশস্ত হইত, নাট্যশালা প্রভৃতি সাধারণ সমাগম গৃহের ছাদ থাকিত না, এবং দেবালয় সকলের চতুর্দ্দিকেই অতি সুন্দর স্তম্ভ-শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইত। অতএব গ্রীকদিগের নির্ম্মিত হর্ম্ম্য সকল যে সমধিক শোভাসম্পন্ন হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। চমৎকারের বিষয় এই যে, গ্রীক জাতীয় লোকের মনের প্রকৃতি যখন যেরূপ হইয়াছিল, তাহাদের তৎসমকাল নির্ম্মিত হর্ম্ম্য সকলও সেই সেই প্রকার মনের ভাব প্রকাশক হইয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যখন গ্রীকজাতির প্রথম অভ্যুদয়কাল, সুতরাং লোকমাত্রের মনে দৃঢ়তা, ঔদার্য্য এবং সারল্য গুণের আধিক্য, তখন হর্ম্ম্য সকল সুদৃঢ় ডোরীয় প্রথায় বিনির্ম্মিত হয়। যখন গ্রীকেরা প্রবল পারসীক জাতিকে সম্মুখসংগ্রামে পরাভব করিয়া আপনাদের বল বিক্রম উত্তমরূপে অবগত হইল, এবং কাব্যরসের রসিক হইতে লাগিল, তখন শোভমান আইওনীয় প্রথায় তাহাদিগের হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ হইতে লাগিল। পরে যখন তাহারা চতুর্দ্দিক জয় করিয়া সাতিশয় অর্থশালী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইল, তখন নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা কোরিন্থীয় হর্ম্ম্য প্রণালী তাহাদের সমধিক আদরণীয়া হইল। গ্রীকেরা হর্ম্ম্য

শিল্পের যে পর্য্যন্ত উন্নতি করিয়া গিয়াছে, অদ্যাপি পৃথিবীর অপর কোন জাতি তাহা অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট করিতে পারে নাই। পরন্তু দেশভেদে হর্ম্ম্য প্রণালীও নানারূপ প্রচলিত হইয়াছে। সঙ্ক্ষেপে তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইবে।

[চীনীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

চীন দেশীয় লোকেরা মোগল-বর্ণ সম্ভুক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। ইহারা চীনদেশে বাস করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান তাতারীয় লোকের ন্যায় পশুচারণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তখন ইহারা বস্ত্র বা পশুচর্ম্মাদিনির্ম্মিত তাম্বুমধ্যে অবস্থান করিত॥ অতএব যখন ইহারা চীনদেশে স্থায়ী হইয়া বাস করিতে লাগিল, এবং পাশুপাল্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্যুপজীবী হইল, তখন ইহারা কাষ্ঠাদিদ্বারা যে সকল আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিল, তাহাও অবিকল তাম্বুর ন্যায় হইল। ইহাদিগের হর্ম্ম্য প্রণালী অদ্যাপি সেইরূপই আছে। পর্য্যাটকেরা কহেন যে, দূর হইতে কোন চীনীয় নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন কতকগুলি তাম্বু একত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে। যেমন বস্ত্রের চন্দ্রাতপ খাটাইয়া দিলে মধ্যস্থান নিম্ন এবং পার্শ্বভাগ উন্নত হয়, চীনীয়দিগের গৃহের ছাদ সকল অবিকল সেইরূপ

দেখায়। মোগল জাতীয় লোকের অনুকরণ বৃত্তি কি প্রবল!—চীনীয়েরা কত সহস্র বর্ষ হইল সমাজবদ্ধ হইয়া সভ্যরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি বনবাসী পূর্ব্ব পুরুষদিগের তাম্বুগুলি ভুলিতে পারে নাই—অদ্যাপি কাষ্ঠের তাম্বু নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছে।

[গথিক হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

অনুকরণ বৃত্তি যে ককেসীয়দিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না এমত নহে। অনুকরণ মনুষ্যমাত্রেরই সাহজিক ধর্ম্ম। বিশেষ এই যে, ককেসীয়েরা ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, মোগল বর্ণের লোকেরা সেরূপ পারে না। ইউরোপের টিউটন জাতীয় লোকেরা এক্ষণে সুসভ্য এবং খৃষ্টানধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে উহারা বনচর এবং জড়োপাসক ছিল। সেই সময়ে উহারা নিবিড় বনমধ্যে পর্ণচন্দ্রাতপতলে উপবিষ্ট হইয়া অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিত। অতএব কেহ কেহ বলেন যে, যখন উহারা খৃষ্টান হইয়া গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই গির্জ্জাও তাদৃশ বনস্থলীর অনুকরণে নির্ম্মিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের শাখায় শাখায় মিলিত হইয়া বনস্থলীরউপরিভাগ আচ্ছন্ন করিলে যেরূপ দেখায়, উহাদের গির্জ্জা ঘরও সেইরূপ দেখাইয়া থাকে। গথিক গির্জ্জার খিলান ঠিক গোল হয় না, খিলা-

নের মধ্যস্থলে এক একটী কোণ থাকে, এবং বহির্ভাগের প্রাচীরগুলি বৃক্ষের ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া উর্দ্ধে সূচ্যগ্রবৎ হইয়া উঠে। এই প্রকার গির্জ্জার বাতায়নে যে কাচ থাকে, তাহাও নানা বর্ণে চিত্রিত হওয়াতে তন্মধ্যদিয়া ভিতরে আলোকের সম্পূর্ণ প্রবেশ হয় না। বনস্থলীতে যেরূপ অস্ফুট আলোক দর্শন হয়, ইহাও তাহারই অনুকৃতি মাত্র।

[মুসলমানীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

যেমন ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক জাতীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা সচেতা ছিল, আসিয়া খণ্ডের মধ্যে আরব জাতিও সেইরূপ। ইহারা প্রথমতঃ তাম্বু মধ্যে বাস করিত, পরে মহম্মদ প্রণীত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একেবারে অতীব শৌর্য্যশালী এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিল। ইহারা নানা দেশ জয় করিয়া সমূহ সম্পত্তিশালী হইলে যে সকল হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ করে, তাহা চীনীয়দিগের বিরচিত হর্ম্ম্যের মত তাম্বুবৎ না হইয়া অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীক জাতীয়দিগের হর্ম্ম্য সদৃশ হইয়াছিল। বিশেষ এই যে, ইহারা তাম্বুর অনুকরণে ও অশ্বক্ষুরাকারে খিলান নির্ম্মাণ করিত এবং যেমন তাম্বুর অন্তর্ভাগ পুষ্প লতাদি দ্বারা সুশোভিত হইত হর্ম্ম্য প্রাচীরেও সেইরূপ খোদকতার বাহুল্য করিত। অপিচ তাম্বুর বিক্ষন্ত যেমন অপেক্ষা-

কৃত সূক্ষ্ম হয়, ইহাদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকার স্তম্ভ সকলও সেইরূপ অধিক সূক্ষ্ম হইত।

এতদ্ব্যতিরিক্ত রোমীয়, টস্কান, বাইজান্‌শীয় প্রভৃতি কতিপয় হর্ম্ম্য-প্রথা আছে। কিন্তু সে সকল প্রায়ই গ্রীক প্রথার অনুকৃতিমাত্র। অতএব তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখের অবশ্যকতা নাই। যাহা বলা হইল, তাহাতে মনুষ্য জাতির মধ্যে হর্ম্ম্য শিল্প কি প্রকারে প্রথম প্রবর্ত্তিত এবং ক্রমশঃ কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বোধ হইতে পারিবে। সকল শিল্পই মনুষ্যের সৃষ্ট। মনুষ্যদিগের যখন যেমন জ্ঞান, যখন যেমন প্রকৃতি, তৎসৃষ্ট শিল্পেরও উৎকর্ষ যে তখন সেইরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

পঞ্চম অধ্যায়।

[অন্যান্য শিল্প এবং বিদ্যা-প্রণালী।]

সকল দেশেই সর্ব্বপ্রথমে কবিতার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন-কালে কবিরাই ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, দর্শন বেত্তা, ভূগোলবেত্তা, ইতিহাস বেত্তা, ফলতঃ তাঁহারাই তৎকালে জনসাধারণের একমাত্র শ্রদ্ধাস্পদ উপদেষ্টা হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সমুদায় সামান্য কবিতা বলিয়া পঠিত হইত না। তাহা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি, লৌকিক ব্যবহারের যুক্তি, আচারগত বিশেষ বিশেষ নিয়ম, পুরাবৃত্ত সম্পৃক্ত

বহুবিধ প্রমাণ, সকলই জানিতে পারা যায়। আর ঐ সকল কবিতা এক্ষণকার কবিতার ন্যায় কেবল ছন্দোবন্ধে পঠিতমাত্র হইত, এমত নহে। পূর্ব্বকালে কবিগণ অথবা তাঁহাদিগের শিক্ষিত শিষ্যেরা তান লয়-বিশুদ্ধ স্বর-সংযোগে ঐ সকল কবিতা গান করিতেন। এইরূপে কবিতা এবং সঙ্গীত বিদ্যা দুইই একেবারে প্রবৃত্ত হয়। এমন অসভ্য কোন জাতিই নাই, যাহাদিগের মধ্যে কিছুমাত্র সঙ্গীত এবং কাব্যের চর্চ্চা দেখা যায় না। ফলতঃ এতদুভয়কে ভাষার সহজাত বলিলেই হয়। কাব্য এবং সঙ্গীতের কিছু উন্নতি হইলেই চিত্রবিদ্যার আবির্ভাব হয়, এবং চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্করীয় শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে।

যে পর্য্যন্ত জাতীয় ধর্ম্ম অত্যন্ত বিভীষিকাজনক থাকে, তাবৎকাল চিত্রের বা ভাস্করীয় কার্য্যের গুণ সমুদায় বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। ক্রমে যখন কবিগণ রূপকালঙ্কারদ্বারা তাঁহাদিগের মনোগত বিবিধ ভাবের রূপ কল্পনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন শিল্পিগণ সেই সকল কল্পিত রূপের প্রতিরূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে থাকে। তাহাতে শিল্পকার্য্যের গৌরব বৃদ্ধি হয়। কারণ, দৃষ্ট পদার্থের অবিকল অনুকরণ করিতে পারিলেই যে শিল্পের প্রাধান্য হয় এমত নহে, চিত্রপটে অথবা পাষাণময় মূর্ত্তিতে মানবের মনোগত ভাবপ্রকাশ করিতে পারিলেই শিল্পের যথার্থ তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়।

প্রাচীন জাতির মধ্যে গ্রীকেরা এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তাহারা হর্ম্ম্যশিল্পে যেমন সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিল, চিত্র এবং ভাস্করীয় কার্য্যেও সেইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করে। ঐ সকল বিষয়ে অদ্যাবধি কেহই তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

অধুনা সুসভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে শিল্প শাস্ত্রমাত্রেরই বিশিষ্ট সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের মধ্যে শিল্প শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি সুশিক্ষা সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হয়েন না। পরন্তু তাঁহারা শিল্পের যে প্রকার ভূরি ভূরি ভেদ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বর্ণনীয় নহে। এক্ষণে এই মাত্র বক্তব্য যে কবিতার প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া আসিলেই প্রায় মনোবিজ্ঞান কাণ্ডের চর্চ্চা অধিক হয়। সেই সময়ে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ প্রভৃতি শাব্দিকগণও বহুসংখ্যায় প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাহার পর প্রকৃত ইতিবৃত্ত লিখিবার কাল উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে প্রত্যক্ষ মূলক পদার্থতত্ত্বেরও চর্চ্চা বিস্তৃত হইতে থাকে। পদার্থতত্ত্বানুশীলন বিস্তৃত হইলেই নানা প্রকারে বৈষয়িক কার্য্যের সুবিধান হইতে থাকে, এবং জনসাধারণ বিদ্যোৎসাহী হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[যুদ্ধ-প্রণালী।]

অতি পূর্ব্বকালাবধি মনুষ্যগণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যতই প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা যায়, ততই তাৎকালিক লোকদিগের বিগ্রহানুরাগ অধিক ছিল, এইরূপ বোধ হইতে থাকে। বন্যদশায় জীবিকোপার্জ্জন করাই কঠিন। সুতরাং আপনার প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য অন্যের নিকট থাকিলে বর্ব্বরব্যক্তি যে তদধিকারীকে বিনাশ করিয়া সেই দ্রব্য লইবার চেষ্টা করিবে, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে। অধিকন্তু, সে সময়ে শাসনের পারিপাট্য ছিল না; দেশও বিস্তীর্ণ ছিল না; সুতরাং জনে জনে, কুলে কুলে, সমাজে সমাজে, অনুক্ষণ সেইরূপ বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। আবার যদি একবার কোন কারণে দুই পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইত, তবে সেই বৈরিতা পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক হইয়া চলিত। প্রায়ই এক পক্ষের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ না হইলে তাহার ক্ষান্তি হইত না। যখন রাজ-শাসন উত্তম না থাকে, তখন বৈরনির্য্যাতন একটী পরম ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়।

বোধ হয়, জনগণ প্রথমে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ দ্বারাই পশুবধ এবং পরস্পর যুদ্ধ করিত, তখন অন্য অস্ত্রশস্ত্রাদির ব্যবহার ছিল না। ক্রমে লগুড়, কাষ্ঠময় বা শিলাময়

দাত্র ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। তৎকালেই যুদ্ধার্থ কঠিন পশুচর্ম্মদ্বারা শরীর আবৃত করাও আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ক্রমে মনুষ্যসমাজের যেমন উন্নতি হইতে থাকে, যুদ্ধের উপকরণ সকলও তেমনি দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করে। ভূম্যধিকার-সম্পন্ন ধনশালী জনগণ বর্ম্মাদি শরীর-ত্রাণ প্রস্তুত করাইতে এবং যানবাহনাদি রাখিতে পারেন। সামান্য দুঃখী লোকেরা তাদৃশ অর্থ ব্যয়ে সমর্থ হয় না। যুদ্ধ সেই সময় হইতে একটী ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। ভূম্যধিকারিগণ তখন আর কোন কর্ম্মই করেন না। কেবল যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়, অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে, অশ্ব হস্তী রথাদিচালনে পটুতা হয়, এই সকল শিক্ষাই তাঁহাদিগের বাল্যাবস্থার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া থাকে॥ অতএব তাদৃশ রণদক্ষ ব্যক্তিরা যে, এক এক জনে নিরস্ত্র, অশিক্ষিত, দুর্ব্বল, শত শত সৈনিকের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিবে, তাহা আশ্চর্য্যনহে। বোধ হয়, এই জন্যই সকলদেশেরই প্রাচীন মহাকাব্যে তাদৃশ যুদ্ধবিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। সেই সকল কাব্যে সহস্র অত্যুক্তি থাকা স্বীকার করিলেও ঐ বিবরণ যে একেবারে অমূলক, এমন বোধ হয় না। তখন এক এক জন মহারথ যে বহুসংখ্যক পদাতির নিপাত করিতে পারিত, এ কথা মিথ্যা নহে। যে সকল দেশ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের

ন্যায়, সেই সকল দেশেই রথের এবং গজের সমধিক ব্যবহার হইয়াছিল। যে সকলদেশ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর, তথায় ভূম্যধিকারিবর্গ অশ্বশিক্ষায় নিপুণ হইয়াছিলেন। আসয়া খণ্ডের প্রাচীন দেশ মাত্রেই যুদ্ধের প্রথা এই পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। সেনাপতি যুদ্ধকালে রথী. অশ্বারূঢ় ও গজারূঢ় যোদ্ধৃবর্গের উপরই বিশেষ লক্ষ্য করিতেন—পদাতিগণের প্রতি অধিক আস্থা করিতেননা।

গ্রীক জাতীয়দিগের যুদ্ধ প্রণালীও যে প্রথমতঃ এই রূপ ছিল, তাহা হোমর বিরচিত মহাকাব্য পাঠেই প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রীকেরা অতিশীঘ্রই প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করে। তাহা করাতে ভূম্যধিকারি-বর্গের সম্মানের লাঘব হইল। প্রজামাত্রেই ভূম্যধিকারি হইতে পারিল। সুতরাং তাহাদিগের দশা নিতান্ত দরিদ্র না থাকায় সকলেই যুদ্ধের সজ্জা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল। বিশেষতঃ গ্রীসদেশ অত্যন্ত পর্ব্বতময়; তাহা অশ্বারূঢ় সৈন্যের পক্ষে বিশেষ বিক্রমের স্থল নহে। অতএব তথায় অশ্বারোহিগণ অপেক্ষাকৃত অনাদৃত এবং পদাতিকগণ অধিক সম্মানিত হইয়াছিল। যে স্থানে পদাতি সৈন্যের সমাদর, তথায় রাজ্যশাসন-প্রণালীও নিতান্ত যথেচ্ছাচার বিদূষিত হইতে পারে না।

রোমও স্বতন্ত্র-প্রজ দেশ ছিল। তথায় পদাতিক সৈন্যেরও সমধিক আদর ছিল। গ্রীক এবং রোমীয় পদাতি সৈন্যের সহিত সংগ্রামে তাৎকালিক কোন জাতীয়

লোকেই জয়লাভ বা সমকক্ষতা করিতে পারে নাই। যাহারাই ঐ দুই জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই পরাজিত এবং যেমন অনলে তুলারাশি দগ্ধ হয়, তদ্রূপ অত্যল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যেও যুদ্ধ-প্রণালী অবিকল এইরূপ হইয়া আসিতেছে, দেখা যায়। যাবৎ উহাদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারিবর্গের প্রাধান্য ছিল, তাবৎ কাল পদাতি সৈন্যের যথোচিত আদর ছিল না। ক্রমে যেমন শাসন-প্রণালীর উৎকর্ষ হইতে লাগিল, অমনি পত্তিগণেরও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইল।

পদাতির সমধিক গৌরব হইলে সমর-প্রণালীর আরও একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। সকল রাজ্যেরই প্রথমাবস্থায় প্রজাগণ শান্তিকালে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে শস্ত্রধারী হইয়া রণস্থলে যায়। তৎকালে ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব ভূম্যধিকার হইতে ঐ সকল সেনা লইয়া গিয়া রাজার সহায়তা করেন। কিন্তু রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূম্যধিকারিগণ খর্ব্বগৌরব হইলে আর এইরূপ থাকে না। তখন রাজা রক্ষার নিমিত্ত কতক গুলি ভৃতিভুক সেনা নিযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। তাহারা রাজকোষ হইতে ভৃতি প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র যুদ্ধ ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই প্রকার হইয়াছে। অপরন্তু তথায় প্রজা সাধারণের মধ্যেও যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষা হইয়া থাকে। ইউরোপের এক একটী রাজ্য যেন এক একটী প্রকাণ্ড সৈনিকাবাস হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপে এক্ষণে যুদ্ধবিদ্যা একটী প্রধান বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত। পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়নাদি বিবিধ শাস্ত্র, শস্ত্রবিদ্যার সহকারী হইয়াছে। কোন অসভ্য জাতির এমত সামর্থ্য নাই যে, নব্য ইউরোপীয়দিগকে পরাভূত করিতে প্যারে। কিন্তু যেমন বিদ্যাবাহুল্য-প্রযুক্ত এক্ষণে যুদ্ধের কৌশল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি শান্তি গুণেরও প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যুদ্ধের অনেকানেক ভয়ঙ্কর দোষের পরিহার হইয়াছে। এক্ষণে সুসভ্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে, যুদ্ধের সময়ে বালক, বৃদ্ধ, বনিতাগণের প্রতি প্রায় অকারণে অত্যাচার করা হয় না—শত্রু শরণাপন্ন হইলে প্রায় তাহার প্রাণ নাশ করা হয় না—কোন পরাজিতরাজ্যেরপ্রজামাত্রকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করা হয় না—কোন রাজা প্রবল হইলে অমনি দিগ্বিজয় করিতে নির্গত হয়েন না—এবং কোন কোন সদাশয় ব্যক্তির মনে এমন ভাবোদয়ও হইতেছে যে, কোনরূপে যদি একেবারে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেই ভাল হয়।

তৃতীয় প্রকরণ।

প্রথম প্রকরণ

[মনুষ্যের পূর্ব্বাপর অবস্থা সম্বন্ধে মত ভেদ।]

মনুষ্য জাতির ইতিবৃত্ত বিষয়ে প্রাচীন এবং নব্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে একটী বিশেষ মতভেদ আছে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেকেই বলিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্য জাতির অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, ক্রমে কালসহকারে সেই অবস্থা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা এই মতের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন না। ইহাঁরা বলেন মনুষ্য আদিমাবস্থায় কি ধর্ম্মজ্ঞানে, কি সমাজ বন্ধনে, কি উপ-ভোগ্য-সাধনে, সকল বিষয়েই অতি হীনদশাপন্ন থাকে, ক্রমে অতি সুদীর্ঘ কালে নানা বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া অল্পে অল্পে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত সকল বিষয়েই উন্নতিলাভ করে। যেমন শিশুদিগের কোন জ্ঞান এবং কোন ক্ষমতাই থাকে না, সেই রূপ আদিম অবস্থায় মনুষ্য-জাতির জ্ঞান এবং ক্ষমতার অভাব থাকে। শিশুরাও যেমন অল্পে অল্পে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করে, মনুষ্য-জাতিও সেইরূপে সকল বিষয় শিখিয়াছে। নব্য পণ্ডি-তেরা বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান বর্ব্বর-দশাপন্ন বন্য লোকদিগের মধ্যেই মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থার দৃষ্টান্ত

সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। যে সকল প্রাচীন পণ্ডিতেরা, মনুষ্যের আদিম অবস্থার উৎকর্ষের বর্ণন করেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে, অতি-মনুষ্য-শক্তি-সম্পন্ন দেবাদিই মনুজগণের আদিম শিক্ষক। মতে, প্রথমে দেবতারাই মনুষ্যদিগকে ভাষা এবং লিপিকর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয় শিখাইয়াছিলেন। সেই সময়ে মনুষ্যের সহিত দেবগণের সংস্রব অতি ঘনিষ্ঠরূপই হইত, সুতরাং তখন্ ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং সুখের যৎপরোনাস্তি আতিশয্য ছিল। পরস্পর অতিবিরুদ্ধ এই দুইটী মতবাদের মধ্যে নব্য-পণ্ডিতদিগের মতটাই বিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিতে হয়। অপর মতটী বুঝিবার নিমিত্ত তেমন কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। অমুক দেবতা অমুক জাতীয় জনগণকে অমুক বিদ্যাটী শিখাইয়াছিলেন—একথা বলিলে কেমন করিয়া শিখাইয়াছিলেন, কেন শিখাইয়াছিলেন, কখন্ কাহাকে শিখাইয়াছিলেন, এ সকল প্রশ্নের স্থল প্রায়ই থাকে না। দেবতাদিগের প্রবর্ত্তিত প্রণালী, তাঁহাদের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ এবং সেই অনুগ্রহনিগ্রহাদির কালা-কাল—এ সকল বিষয় মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার সুতরাং এ সকল কাণ্ড বিচারের বিষয় নহে। আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস করা মনুষ্যের স্বভাব। সেই স্বভাবানুযায়ী হইয়াই ঐ সকল বিবরণে প্রতীতি স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা লেন যে, মনুষ্যেরা আপনা হইতেই অল্পে অল্পে সর্ব্ব বিষয়ে 'জ্ঞানলাভ করিয়াছে—তাঁহাদিগের

কথাগুলি বুঝিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা না করিলে, কোনক্রমেই বুঝিতে পারা যায় না। যে দিকে দৃষ্টি করা যাউক, পশ্বাদির সহিত তুলনায় মনুষ্যের উন্নতি এত অধিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় যে, সেই উন্নতির আরম্ভ এবং চরমসীমা ত নির্দ্দিষ্ট হইতেই পারে না; তাহার ক্রম নিরূপণ করাও বিলক্ষণ দুরূহ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

কিন্তু উন্নতির ক্রমনিরূপণ করা যদিও দুরূহ ব্যাপার বটে, তথাপি পণ্ডিতদিগের ঐ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াঅবধি, মনুষ্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রাকৃতিকশক্তির প্রভাবে মনুষ্যগণের উন্নতিসাধন হইতেছে, কস্মিনকালেও তদর্থ অপর কোন শক্তির প্রয়োজন হয় নাই। এখনও যে সকল কারণের কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইতেছে, সকল সময়েই সেই সকল কারণেরই কার্য্য হইয়া আসিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[যুগভেদের পর্য্যায় ক্রম]

প্রাচীনদিগের মতে পৃথিবীতে চারিটী যুগ হইয়াছে এবং সেই সকল যুগভেদ সমস্ত পৃথিবীতে এক একটী নির্দ্দিষ্ট সময়েই ঘটিয়াছে। তাঁহাদিগের মতে প্রথম যুগটী অতি উৎকৃষ্ট—উহা সুবর্ণকাল। ঐ সময়ে নরগণ স্বর্ণপাত্রে

ভোজনাদি করিত। তাহার পরে রজত যুগ। ঐ সময়ে রৌপ্য পাত্রাদির ব্যবহার। তদনন্তর তাম্রযুগ—তাম্র-পাত্রাদির বহুল প্রচার। সর্ব্বশেষে লৌহযুগ এবং লৌহ বিনির্ম্মিত পাত্রাদির প্রচলন।

কিন্তু নব্য পণ্ডিতবর্গের অনুসন্ধানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নরগণ বিভিন্নরূপ উপাদানের দ্বারা আপনাদিগের প্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। পৃথিবীর যে সকল অতি নিম্নবর্ত্তী স্তরে মনুষ্যের কঙ্কাল, আবাস-গর্ত্ত. যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়াছে যে, ঐ সকল যন্ত্র এবং অস্ত্রাদির অধিকাংশই প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। এই জন্য সেই আদিম সময়কে প্রস্তরযুগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা ইহাও দেখিয়াছেন যে, প্রস্তরযুগ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক সময়ে প্রবৃত্ত হয় নাই। কোন কোন স্থানে (যথা ফিজি দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে এবং ভারতবর্ষেরও দুই একটী পার্ব্বতীয় প্রদেশে) ঐ যুগ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ ঐ সকল স্থানের লোকেরা এখনও প্রস্তরবিনির্ম্মিত অস্ত্রাদির বহুল ব্যবহার করে—কোন প্রকার ধাতব দ্রব্য হইতে অস্ত্র বা যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিতে জানে না। প্রস্তর-বিনির্ম্মিত অস্ত্রাদির মধ্যেও একটী বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। যে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন, তাহা প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বা চিরিয়া নির্ম্মিত। যে গুলি অপেক্ষাকৃত আধু-

নিক সেগুলি ঘর্ষণের দ্বারা সুপরিষ্কৃত। প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রাদিতে এই প্রভেদ নিরীক্ষণ করিয়া পণ্ডিতেরা প্রস্তর যুগটীকে দুইটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেন। তাহার একটীর নাম উর্দ্ধতন প্রস্তরযুগ, অপরটীর নাম অধস্তন প্রস্তরযুগ। ঐ উভয় যুগেই কাষ্ঠ, শৃঙ্গ এবং অস্থি হইতেও অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত। ঐ সময়ে, বিশেষতঃ অধস্তন প্রস্তরযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে, স্বর্ণ এবং রৌপ্যেরও কিয়ৎ-পরিমাণে ব্যবহার আরব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ধাতব দ্রব্যের মধ্যে তাম্রই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। উহা প্রায়ই ভূগর্ভে অতি গভীর ভাবে নিহিত থাকে না এবং অনেকানেক স্থলে উহা অবিমিশ্র অবস্থাতেও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কোন কোন দেশের ভাষায় উহা লোহিতপ্রস্তর নামেই খ্যাত। অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কঠিনতম প্রস্তরের অন্বেষণ করিতে করিতেই নরগণ তাম্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং তাম্রকে এক প্রকার প্রস্তর বলিয়াই মনে করিয়াছিল। পরে উহার বিশেষ গুণ জানিতে পারে। প্রথমে অবিমিশ্র বৃহৎ বৃহৎ তাম্রখণ্ডকে প্রস্তর দ্বারা পিটিয়াই প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে তামা গলাইয়া লই-বারও উপায় আবিষ্কৃত হইয়া উঠে। ফলতঃ প্রস্তর-যুগের পরেই যে একটী তাম্র যুগ দেখা দিয়াছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে। পরন্তু তাম্রযুগ সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। যথন তামা গলাইয়া ঢালিয়া লইবার উপায়

উদ্ভাবিত হয়, তখন মনুষ্যের বিষয়জ্ঞতা অনেক বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। তখন অপর একটী ধাতু যথা রাঙ্গ বা টিন পাইলে তাহাকে তামার সহিত মিশাইয়া একটী মিশ্র ধাতুর উৎপাদন করা আর তত কঠিন কার্য্য হয় নাই। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ তামা অধিক নমনীয়। তাহা হইতে যে অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, তাহা তেমন কঠিন বা তীক্ষ্ণধার হয় না। এই জন্য তামাকে সমধিক কঠিন করিয়া লইবার প্রয়োজন স্বতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তামা এবং রাঙ্গের মিশ্রণে যে ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহার ইংরাজী নাম 'ব্রন্‌জ'। বাঙ্গালায় উহাকেও পিত্তল বলে—আর তামা এবং দস্তার মিশ্রণে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকেও পিত্তল বলা যায়। যে সময়ে নরগণের মধ্যে পিত্তল বিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাদির বহুল ব্যবহার, সেই সময়টাকে পৈত্তলযুগ বলা গিয়া থাকে।

পৈত্তলযুগটী তাম্রযুগের ন্যায় স্বল্পকালস্থায়ী হয় নাই। পিত্তলযুগের উদাহরণস্থল অতিবিস্তৃত। প্রাচীন গ্রীকেরা মহাকবি হোমরের সময় পর্য্যন্ত পিত্তল বিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাদির সমধিক ব্যবহার করিত। রোমীয়দিগের মধ্যেও পিত্তলমণ্ডিত ঢাল সমধিক প্রচলিত ছিল।

কিন্তু ঐ দুই জাতীয় লোকেরা এবং মিসরীয়, ফিনিকীয়, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন জাতীয়েরা যে কেবল পিত্তলেরই ব্যবহার জানিত এমন নহে। উহারা সকলেই লৌহ ধাতুরও গুণ জানিতে পারিয়াছিল। অতএব

উহাদিগের সময় হইতেই পিত্তলযুগের পরবর্ত্তী যে লৌহ-যুগ, তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, এমন বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ লৌহযুগ এখনও চলিতেছে। লৌহের অপেক্ষা মনুষ্যের অধিকতর প্রয়োজনোপযোগী অপর কোন ধাতু এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি অধিকতরমূল্যবান্ ধাতু পিত্তলযুগের পূর্ব্ব হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল ধাতু শোভাসম্বর্দ্ধনের এবং ধনসঞ্চয়ের যেমন উপযোগী, মনুষ্যের অপর কোন সাক্ষাৎ প্রয়োজন সাধনে তাদৃশ উপযোগী নহে। তাহাদের আবিষ্কার প্রাকৃতিক শক্তির উপর মনুষ্যের প্রভুতা সম্বর্দ্ধনের হেতুভূত হইয়া যুগভেদের প্রবর্ত্তন করিতে পারে না।

বিজ্ঞানবিৎ নব্য পণ্ডিতদিগের এই যুগপর্য্যায়ের বিবরণ হইতে বুঝাযায় যে, মনুষ্যের আদিম অবস্থা অতি অপকৃষ্ট ছিল—সেই অবস্থা হইতে মনুষ্যেরা ক্রমেক্রমে যেমন কাষ্ঠময় লগুড়াদি হইতে কঠিনতর প্রস্তর, প্রস্তর হইতে তাম্র, তাম্র হইতে পিত্তল, এবং পিত্তল হইতে লৌহের ব্যবহার দ্বারা উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে, তেমনি সর্ব্ব বিষয়েই আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে।

নানা দেশে বিশেষতঃ ইউরোপ এবং আমেরিকা খণ্ডে, নব্য পণ্ডিতেরা সুগভীর ভূগর্ভ নিহিত নর কঙ্কাল সকল পরীক্ষা পূর্ব্বক বলেন যে, যত পূর্ব্ব কালে যাওয়া

যায়, মনুষ্য ততই খর্ব্বশরীর, ক্ষুদ্রশিরস্ক এবং স্বল্পবলশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের মতে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে দীর্ঘায়ত, দীর্ঘশিরস্ক এবং দীর্ঘায়ুঃ মনুষ্যের সঞ্চার হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

[অগ্নি ব্যবহার রন্ধন এবং পাত্রাদি-গঠনের পর্য্যায়ক্রম।]

প্রস্তরযুগেরও বহু পূর্ব্বে অবশ্যই এমন একটী সময় ছিল যখন পশ্বাদির ন্যয়ে মনুষ্যেরাও অগ্নির কোন ব্যবহার জানিত না। কিন্তু সেই অনগ্নিক দশায় মনুষ্যের যে কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা মনে মনেই অনুমান করিবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহার কোন উদাহরণ স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পর্য্যাটকেরা দ্বীপনিবাসী কোন কোন বর্ব্বর দশাপন্ন লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন বটে, যে তাহারা অগ্নির ব্যবহার জানে না। কিন্তু তাঁহাদেরসে কথার যাথার্থ্য বিষয়ে তেমন প্রমাণ নাই। আর ভূগর্ভ নিহিত প্রাচীনতম মনুষ্যাবাসের মধ্যেও সর্ব্বত্রই কাষ্ঠ দহনজাত অঙ্গারাদিরূপ অগ্নি ব্যবহারের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মনুষ্যেরা যে সময়ে অগ্নির ব্যবহার জানিত না, সে সময়ের কোন চিহ্নই এক্ষণে বিদ্যমান নাই। সে সময়ে নরগণ নিতান্ত পশু-ভাবাপন্নই ছিল।

কিন্তু অগ্নির প্রয়োজন এত অধিক, উহা প্রাপ্ত হই-বার উপায়ও এত অধিক এবং উহার ব্যবহার করিতে পারিলে এত বিঘ্ন বিপত্তির নিবারণ এবং কার্য্যের সুবিধা হয় যে মনুষ্যের বুদ্ধি শক্তির প্রথম উন্মেষ মাত্রেই যে অগ্নির ব্যবহার প্রবর্ত্তিতহইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমে মনুষ্যেরা স্বইচ্ছাতঃ অগ্নি প্রজ্জালিত করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কৃত করিতে পারে নাই। এই জন্য তাহারা অতি যত্নপূর্ব্বকই অগ্নির রক্ষা করিত। পরে কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। তদনন্তর অরণিযন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ উহার উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় অগ্নি উৎপাদনের পরিশ্রম লঘু হইয়া আইসে। তাহার পর লৌহ এবং প্রস্তরে পরস্পর সংঘাতে অগ্নি উৎপাদনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া গেলে অরণি-যন্ত্রের ব্যবহার সাধা-রণতঃ পরিত্যক্ত হয়। পরে লুসিফর শলাকা উদ্ভাবিত হইয়া চক্‌মকির স্থান গ্রহণ করে এবং চক্‌মকির ব্যবহার প্রায় উঠিয়া যায়।

অগ্নির ব্যবহার অবগত হইলেই ইতর জন্তুদিগের হইতে মনুষ্যের পার্থক্য বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হইতে থাকে। হিংস্রক জন্তু মাত্রেই অগ্নিকে ভয় করে এবং যেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিতে পায়, সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করে। সুতরাং অগ্নির ব্যবহারের

আরম্ভ মাত্রেই মনুষ্যের আবাসগুলি অনেকটা ভয় এবং বিঘ্নশূন্য হইয়া উঠে। প্রস্তর যুগে মনুষ্যদিগের অস্ত্র শস্ত্রাদি ভাল থাকে না। অগ্নির ব্যবহার শিখিয়া মনুষ্যেরা অগ্নি দ্বারাই উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারে। বড় বড় কাঠ কাটিয়া তাহার অন্তর্ভাগ খুলিয়া ডোঙ্গা প্রস্তুত করা অগ্নির সাহায্যে অল্পায়াস এবং অল্পকাল সাধ্য হইয়া যায়। তাম্রাদি ধাতু হইতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্র, যন্ত্র এবং পাত্রাদি নির্ম্মিত হয়, অগ্নির দ্বারা ঐ সকল ধাতুকে গলাইয়া তাহা সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। আর আম মাংস মৎস্যাদি ভক্ষণ করিবার যে রীতি প্রচলিত থাকায় মনুষ্যের বুদ্ধি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পাইত না, অগ্নির ব্যবহার আরব্ধ হইলে সেই রীতি ক্রমশঃ রহিত হইয়া যায় এবং খাদ্য সামগ্রীর প্রকারভেদে স্বাদুতা এবং উপকারিতা বর্দ্ধিত হইয়া নরগণকে সুখী সুধী এবং শান্তশীল করিয়া তুলে।

পাক করিয়া খাওয়া এক্ষণে মনুষ্যের একটী বিশেষ ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। রন্ধনের প্রকারভেদ এবং তাহার কৌশল এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সূপকারিতা একটী বিশেষ বিদ্যা এবং ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অগ্নির ব্যবহার যখন প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন পাকের এত পারিপাট্য হয় নাই। তখন খাদ্য সামগ্রীকে অগ্নিতে পোড়াইয়া লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

তাহার পর, অগ্নির সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ব্যতিরেকে শূল্যাদি প্রস্তুত করাইবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। তদনন্তর খাদ্য দ্রব্য উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া লইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সে সময়ের সিদ্ধ করিবার রীতি এক্ষণকার রীতি হইতে স্বতন্ত্র। তখন হাঁড়ি কলসী মালসা প্রভৃতি মৃৎপাত্রের এবং কড়া, বাঁটুলা, বহুগুণা প্রভৃতি ধাতু পাত্রের কিছুরই সৃষ্টি হয় নাই। তখন ভূমিমধ্যস্থ গর্ত্তে, অথবা মৃগয়ালব্ধ পশুর চর্ম্মে, কিম্বা গাছের ডাল কাটিয়া তাহার চেয়াড়ির দ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্যে, অথবা বৃহদাকার শম্বূকাদির কিম্বা বৃহৎ বৃহৎ ফলের খোলায়, তরল পদার্থ ধারণের উপযোগী পাত্রপ্রস্তুত হইত। কিন্তু ঐপ্রকার পাত্রের কোনটীতেই অগ্নির জ্বাল দিবার যো নাই। এই জন্য তখনকার লোকেরা কোন দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিতে হইলে, তাহা ঐরূপ কোন জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া অন্য স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিত এবং সেই অগ্নিতে উপলখণ্ডাদি উত্তপ্ত করিয়া ঐ পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে জল গরম হইয়া উঠিত এবং সেই জলে খাদ্য দ্রব্যটী এক প্রকার সিদ্ধ হইত। এরূপ করিয়া সিদ্ধ করিতে অনেক সময় যায় এবং অনেক পরিশ্রম হয়। সুতরাং ইহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত বিশিষ্ট চেষ্টাই হইতে থাকে। প্রথমেই প্রস্তর দ্বারাই জ্বালসহ পাত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা হয়। পরে চেয়াড়ি অথবা পশুচর্ম্ম কিম্বা শম্বূক অথবা ফলের খোলায় যে

সকল পাত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহার তল্যায় খুব পুরু করিয়া মাটির লেপ দিয়া তহাদিগকে জ্বালসহ করা হয়। এইরূপ করিতে করিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, শুদ্ধ মাটি হইতেও তদ্রূপ পাত্রের গঠন হইতে পারে। মাটির পাত্রকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়াই প্রথম ব্যবস্থা, তাহার পর তাহাকে পোড়াইয়া লইবার রীতিও প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়। কুম্ভকারের ব্যবসায়ের এইরূপে অল্পে অল্পে উদ্ভব হইয়াছে। এদেশে উহা এই পর্য্যন্তই উন্নতি লাভ করিয়াছে। চীনের বাসন প্রস্তুত করা এবং সে সকল বাসন চিত্রিত ও অতি দিব্যগঠন করা কুম্ভকারব্যবসায়ের চরম উন্নতি।

অগ্নির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে নরগণের যে সকল সৌকর্য্যসাধিত হইয়া গিয়াছে, বারুদের এবং বাষ্পীয় কলের সৃষ্টি হইয়া অবধি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এক্ষণে আগ্নেয় যন্ত্রের প্রভাবে মনুষ্য সর্ব্বজয়ী হইয়াছেন। মনুষ্য মনে করিলেই অন্য যে কোন জীব হউক তাহার ধ্বংস সাধন করিতে পারেন। শুদ্ধ অন্য জীব নহে, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার না জানে এমন কোন নরজাতিও আর আগ্নেয়াস্ত্রধারীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। বাষ্পীয় কলের সহকারিতা লব্ধ হওয়াতে মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক শক্তি সকলের সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ এমন কথা বলা যাইতে পারে যে,

বারুদ এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

(ভাষার পর্য্যায়ক্রম।)

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নরগণের প্রাকৃতিক বর্ণভেদের অনুসারে কোন্ কোন্ মূল ভাষা ছিল তাহা যেমন স্পষ্টরূপে আবিষ্কৃত করিয়াছেন, ভাষার প্রথম সৃষ্টি বিষয়ে তেমন কোন বিশুদ্ধ নিয়ম এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রাচীনদিগের মধ্যে একটী দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী নরজাতি সমূহ এক মাত্র আদিম মনুষ্যদম্পতী হইতে সম্ভূত হইয়াছে, তেমনি একমাত্র মূল ভাষা হইতে সর্ব্ব প্রকার ভাষারও উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বকালের কোন কোন রাজা সেই মুল ভাষা কি, তাহা নিরূপণ করিবার উদ্দেশে এক প্রকার পরীক্ষা-বিধান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মিসরের কোন রাজা সদ্যোজাত দুইটী শিশুকে একটী মূক ধাত্রীর হস্তে পালনার্থ সমর্পণ করিয়া রাখেন। পরে তাহারা সর্ব্বাগ্রে যে ভাষার শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা শুনিয়া স্থির করেন যে, ফ্রিজীয় ভাষাই সকল ভাষার মূল! শুনা যায়, স্কটলণ্ডের কোন রাজা অবিকল ঐরূপে

পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, হিব্রুভাষাই সকলের মূল ভাষা! মোগল সম্রাট্ আকবর সাহ আগ্‌রা নগরের সন্নিহিত,কোন স্থানে বারটী সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া কয়েক জন মূক ধাত্রীর দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, শিশুরা কি মৌলবী, কি পণ্ডিত, কি পাদ্রি কাহার পরিজ্ঞাত কোন ভাষার শব্দই উচ্চারণ করে না—কেবল হাত পা নাড়িয়া এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে অপরিস্ফুট শব্দ করিয়া আপনাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে পারে।

আকবর সাহের অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষা বিধানের বিবরণ সত্য হউক বা না হউক, ইহার মধ্যে একটী প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে। মনুষ্যেরা প্রথমতঃ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারাই আপনাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করে। সেই সকল অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত, যেমন পশ্বাদিরও হইয়া থাকে, তেমনি মনুষ্যেরও মুখবিবর হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপ শব্দ নির্গত হয়। যে প্রকার অঙ্গভঙ্গী এবং শব্দ একই সময়ে উদ্‌ভূত হয়, তদুভয়ই একই ভাবব্যঞ্জক বলিয়া তাহাদিগের পরস্পরে এক প্রকার দৃঢ় সাদৃশ্য থাকে। যে পরিমাণে সেই সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণে শব্দদ্বারা ভাবপ্রকাশ অঙ্গভঙ্গী বা ইঙ্গিত দ্বারা ভাবপ্রকাশের স্থান অধিকার করে।

কিন্তু নূতন শব্দসৃষ্টিরও বিশেষ বিশেষ ক্রম আছে। তাহার মধ্যে একটী ক্রম এই যে, যে দ্রব্য হইতে

যে প্রকার শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, সেই শব্দের অনুকরণেই সেই দ্রব্যের নামকরণ হইয়া থাকে *। আর একটী ক্রম এই যে, যে দ্রব্য যেরূপ কার্য্য করিতেছে বা করিয়া থাকে বলিয়া অনুভূত হয়, সেই কার্য্যের প্রকৃতি এবং নাম হইতে সেই দ্রব্যের নামকরণ হয় †। এই দুইটী নিয়ম বুঝিলেই ভাষাসৃষ্টির মূল কিরূপ, তাহা অনেকটা বুঝায়ায়। কিন্তু কোন ভাষার সকল শব্দই যে, ঐ দুই প্রকারে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। পৃথিবীতে যত ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণতম ভাষাতেও এমন অনেক শব্দ থাকে, যাহাদিগের উৎপত্তির ক্রম উল্লিখিত উভয় নিয়মের কোনটীরই অন্তর্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্বনাম শব্দ, অব্যয় শব্দ এবং অপরাপর অনেক শব্দ ঐরূপ। উহারা কোন স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণজাত অথবা স্বতঃই কোন ক্রিয়াবাচক মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ঐ সকল শব্দ, উচ্চারণসৌকর্য্যের নিমিত্ত কালসহকারে এত দূর রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে, উহাদিগের উৎপত্তির প্রণালী সম্যক্ প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

ভাষার ক্রমোন্নতি বিষয়ে আরও কয়েকটী নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার একটী নিয়ম এই যে,

* যথাঃ—কা শব্দ হইতে কাক।

† যথাঃ—কর্‌ কর্‌ করিয়া কাটার শব্দ হইতে করাত।

ভাষার আদিমাবস্থায় দ্রব্যবাচক, গুণ-বাচক এবং ক্রিয়া-বাচক শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সেই অবস্থায় উপসর্গ এবং বিভক্তির ব্যবহার হয় না। উপসর্গ এবং বিভক্তিগুলি পূর্ণাবয়ব শব্দ সকলের অপভ্রংশ হইতে বহুকাল পরে জন্মিয়া থাকে। তাহাদিগের সৃষ্টি হইয়া গেলে ভাষার প্রগাঢ়তা এবং জটিলতা ক্রমে এতই বর্দ্ধিত হয় যে, উহার বৈয়া-করণবন্ধনগুলি নিতান্ত দৃঢ় হইয়া উঠে। কোন জাতীয় লোকের ভাষা এই জটিল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইলেই যদি সেই জাতি অপর কোন ভিন্ন-ভাষী জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আইসে, তবে কথোপকথনে ঐ জটিল ভাষার ব্যবহার স্বতই রহিত প্রায় হইয়া যায় এবং ঐ ভাষার অনেকানেক অংশ শিথিলবন্ধ নূতন ভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তঃসারতা সম্বর্দ্ধিত করে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের এবং ইউরোপখণ্ডে লাটিন ভাষার অপভ্রংশ সমস্ত এইরূপে আধুনিক ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে। উভয় স্থলেরই আধুনিক ভাষাগুলি বিলক্ষণ সতেজ এবং পরিপুষ্ট—কিন্তু কোনটীই প্রাচীন সংস্কৃত এবং লাটীনের ন্যায় দৃঢ়সম্বদ্ধ নহে।

পঞ্চম অধ্যায়।

[লিপির পর্যায়ক্রম।]

মনুষ্যের মনোগত ভাব প্রকাশের আদিম এবং সাধারণ উপায় অঙ্গভঙ্গী বা ইঙ্গিত। যদিও সকল দেশে এবং সকল বিষয়ে ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গী অবিকল একরূপ হয় না বটে, তথাপি দৃষ্ট হইয়াছে যে, অনেক স্থলেই এবং অনেক বিষয়েই ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত দ্বারা ভাব প্রকাশের রীতি প্রায় একরূপই হইয়া থাকে। ইউরোপ খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বধির এবং মূকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিদ্যালয়ের স্থাপনা হইয়াছে, তাহাতে প্রায় একই প্রকার অঙ্গভঙ্গীর প্রচলন হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর- আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ড প্রভৃতি নানা স্থান হইতে বর্ব্বর লোকদিগকে সময়ে সময়ে আনিয়া একত্র করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যদিও তাহারা কেহ কাহার ভাষা বুঝিতে পারে না, তথাপি অনায়াসেই পরস্পরকৃত ইঙ্গিত বুঝিয়া এক প্রকার আলাপ করিতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত মূক-বধির-দিগের বিদ্যালয়ে ঐ বর্ব্বর লোকদিগকে লইয়া দেখা-গিয়াছে যে, মূক বধির ছাত্রেরা উহাদিগের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে এবং উহারাও ঐ ছাত্রদিগের ইঙ্গিত বুঝিয়া তাহা-দিগের সহিত আলাপে বিশেষ সন্তোষ অনুভব করে। এই সকল এবং অন্যান্য অনেক প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ হয় যে, ইঙ্গিত দ্বারা ভাব প্রকাশ করা মনুষ্যমাত্রেরই

পক্ষে একবিধকার্য্য এবং উহা প্রায়ই এক রীতিতে সম্পাদিত হয়।

বাস্তবিক ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা একরূপ হইবার একটী বিশেষ কারণই বিদ্যমান আছে। অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা কোন বস্তুর বোধ জন্মাইতে হইলে হস্তাদির দ্বারা সেই বস্তুর অনুকৃতি বা ছবি প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করা নৈসর্গিক ব্যাপার। এক বস্তুর ছবি মোটামুটি এক রূপই হইয়া থাকে। এই জন্যই সর্ব্ব দেশের সর্ব্বকালের ইঙ্গিতব্যঞ্জনা সুবহু স্থলেই একবিধ হয়।

ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার সারভূত যে চিত্রকরণ ব্যাপার তাহা হইতেই লিপিকার্য্যের আরম্ভ। দুইটী মনুষ্য পরস্পর সন্নিহিত থাকিলেই ইঙ্গিত দ্বারা অন্যোন্যকে আপনাদিগের অভিপ্রায় অবগত করাইতে পারে। উভয়ের মধ্যে চক্ষুর অগোচররূপ সমধিক দূরত্বের ব্যবধান হইলে, সশব্দ ইঙ্গিতব্যঞ্জনা দ্বারাও প্রয়োজনসাধন হইতে পারে। কিন্তু দূরবর্ত্তী স্বজনদিগকে মনোগত ভাব জানাইবার প্রয়োজন সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত, নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিকে যে ইঙ্গিত প্রদর্শিত হয়—দূরবর্ত্তী ব্যক্তিকেও তাহারই অনুকৃতি চিত্রিত করিয়া পাঠাইতে হয়। বাস্তবিক বর্ব্বর জাতীয় লোকদিগের মধ্যে এই প্রকার চিত্রলিপির প্রচলন সর্ব্বদেশসাধারণ। হঠাৎ বোধ হইতে পারে যে মনুষ্যদিগের যেমন নিকৃষ্টাবস্থায় চিত্রকার্য্যের তাদৃশ বাহুল্য কিরূপে

হয়? কিন্তু শিশুদিগের মধ্যে কয়লা খড়ি প্রভৃতি দ্বারা মাটিতে আঁচড় কাটিয়া খেলা করিবার রীতি যেমন অতি অল্প বয়সেই দেখা দেয়, তেমনি দৃষ্ট বস্তুর অনুকৃতি প্রস্তুত করার প্রবৃত্তি মানবজাতির অতি আদিম অবস্থা হইতেই জন্মে। যেখানে ভূগর্ভনিহিত মনুষ্য-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, সেই খানেই তৎসমকালেও মনুষ্যেরা যে খোদকতাকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল, এবং ঐ কার্য্যে কতকটা দক্ষতাও লাভ করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সশব্দ ইঙ্গিতব্যঞ্জনা এবং বৃক্ষের পত্রে, ত্বকে, কাষ্ঠে, প্রস্তরফলকে এবং স্বশরীরে সেই ইঙ্গিত সকলের চিত্রকরণ বা খোদকতা, একই সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যদিও এমন কথা বলা যাইতে পারে না বটে, তথাপি যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহাতে উহাদিগের অন্তরকাল যে অধিক ছিল, এরূপ অনুমানও করিতে পারা যায় না। প্রায় প্রথম হইতেই সশব্দ ইঙ্গিত এবং চিত্রকরণ—এই উভয় কার্য্যেই যেন একযোগ হইয়া চলিয়াছে বোধ হয়।

কিছুকাল এইরূপ চলিলে এবং শব্দের উচ্চারণ অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ, পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে, দ্রব্য-বোধক ইঙ্গিতে এবং সেই ইঙ্গিতের চিত্রে এবং তদ্বোধক শব্দে একটী অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া যায়। অর্থাৎ চিত্রগুলি যেমন দ্রব্যের তেমনি শব্দেরও পরিচায়ক হইয়া উঠে।

চিত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধে যেমন দ্রব্যের পরিচায়ক, তেমনি সেই দ্রব্যবোধক শব্দেরও পরিচায়ক হইলে, ক্রমে ক্রমে চিত্রের অঙ্গভঙ্গ হইয়া তাহার সংক্ষেপসাধন হইতে থাকে। প্রথমে এক একটী চিত্রাংশ এক একটী পূর্ণাবয়ব পদকেই বুঝায়—পরে ঐ চিত্রাংশ থর্ব্ব হইয়া যায়, এবং পদাংশকে বুঝাইতে আরম্ভ করে এবং পরিশেষে চিত্রাংশগুলি আরও ভগ্ন এবং ক্ষুদ্র হইয়া এক একটী বর্ণমাত্রকে বুঝায়।

লিপি কার্য্যের সৃষ্টি এইরূপে অল্পে অল্পে হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা চিত্রলিপি পর্য্যন্তই করিতে পারিত— প্রাচীন মেক্সিকো এবং পেরু দেশনিবাসী লোকেরা চিত্রলিপি এবং শব্দলিপি দুই প্রকার লিপিকার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারিত। উহারা কেহই বর্ণলিপি করিবার রীতি উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই সামর্থ্য প্রাচীন মিসরীয়দিগের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। মিসরীয় যাজকেরা চিত্রলিপি, শব্দলিপি এবং বর্ণলিপি, তিন প্রকার লিপিকার্য্যই নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত বর্ণমালা য়িহুদী এবং ফিনিকীয়েরা প্রাপ্ত হয় এবং বর্ণলিপিজ্ঞান ক্রমশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র এবং অন্যান্য খণ্ডেও প্রচারিত হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষ, তিব্বৎ এবং ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণলিপি জ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে, মিসরীয় বর্ণ-

লিপি তাহার মূল বলিয়া বোধ হয় না। যদিও বর্ণলিপি-জ্ঞানের উদ্ভাবন প্রণালী একই, তথাপি অনুমান হয় যে তাহার কোন স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক মূল থাকিবে। কিন্তু সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত তেমন কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[সংখ্যালিপির পর্য্যায়ক্রম।]

চিত্ররূপ লিপি, সকল বিষয়েই খাটে। কোন ঘটনাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে, তাহা চিত্রলিপি খানির পূর্ব্বাপর ভাগের অনুক্রমে চিত্রিত করিলেই হয়। কোন বস্তুর সঙ্খ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া তাহার অপেক্ষাও সহজ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুটী চিত্রিত করিয়া তাহার উপরিভাগে তাহার সঙ্খ্যাবোধক দাঁড়ি দিয়া দিলেই চলিতে পারে। কিন্তু নরগণ বস্তুর সঙ্খ্যা বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমে ঐ প্রণালী অবলম্বন করে নাই। তাহারা প্রথমতঃ দড়িতে গাঁইট বাঁধিয়া সঙ্খ্যা বুঝাইত। এই ব্যাপার কোন কোন দেশে (১) এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে রাজকোষের খাজানা ও তহবিলের হিসাব এবং আদমসুমারির হিসাব পর্য্যন্ত দড়ির গাঁইটেই রাখা হইত। হিসাবের দড়ি কখন কখন চারি শত হাত লম্বা এবং অনেকানেক শাখা প্রশাখাযুক্ত হইত, এবং গাঁইটগুলিও

(১) প্রাচীন পেরু ও মেক্সিকোয় দড়ির শাখা প্রশাখা প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশ ও গ্রামাদি বুঝাইত।

বিভিন্ন রূপের এবং বিভিন্ন তাৎপর্য্যের হইত। ইহাও এক প্রকার লিপিকার্য্য এবং ইহার মূল সঙ্খ্যাবিষয়ক জ্ঞান। কিন্তু সঙ্খ্যাবিষয়ক জ্ঞান সুপরিস্ফুট হইতে অনেক কাল লাগিয়াছিল। অদ্যাপি এমন দুই চারিটী বর্ব্বর জাতি আছে, যাহারা পাঁচের অধিক গণনা করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা ছয় বা সাত বলিতে হইলে, পাঁচ আর এক, পাঁচ আর দুই, এইরূপ বলিয়া থাকে। কোন কোন পর্য্যটক বলিয়াছেন যে, এমনও বর্ব্বর-ভাষা আছে যাহাতে এক আর দুই, সঙ্খ্যার নাম ভিন্ন আর কোন সঙ্খ্যার নাম নাই। কিন্তু আবার কোন কোন অসভ্য জাতি এক হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত গণনা করিয়া তাহার পর এক কুড়ি আর এক, এইরূপে গণনা করিত। ফল কথা, সর্ব্বাদৌ নরগণ মনোগত ভাব প্রকাশের নিমিত্ত অপরাপর স্থলে যেমন করিয়াছিল, তেমনি সঙ্খ্যা বুঝিবার এবং বুঝাইবার নিমিত্তও সর্ব্বপ্রথমে ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার আশ্রয় লইয়াছিল অর্থাৎ আঙ্গুলপাঁজি করিয়াই আপনারা সঙ্খ্যার অবধারণ করিত এবং আঙ্গুল দেখাইয়াই সঙ্খ্যার পরিমাণ অঙ্ককে বুঝাইত। এক হাতে পাঁচটী অঙ্গুলি—এই জন্য অনেক জাতি অনায়াসেই পাঁচ পর্য্যন্ত সঙ্খ্যার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম করণ করিয়া সঙ্খ্যা গুলিকে অঙ্গুলি প্রদর্শনের অনুকরণপূর্ব্বক চিত্রিত করিত। এই ব্যাপারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ রোমান সঙ্খ্যা লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—যথা,

এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ
I	II	III	IV	V

এ স্থলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, এক, দুই এবং তিন এই তিনটী সঙ্খ্যা ক্রমান্বয়ে হস্তের এক, দুই এবং তিন অঙ্গুলি প্রদর্শনের অনুরূপ। পাঁচ সঙ্খ্যা দেখাইতে একটী কৌশল প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয় এক হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি এই দুইটীমাত্র অঙ্গুলিকে বিস্তৃতভাবে রাখিয়া এবং মধ্যের তিনটীকে মুড়িয়া রাখিয়া পাঁচ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। চারি সঙ্খ্যাটী যেরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অপর একটী কৌশল আছে। চারি সংখ্যা যে পাঁচ হইতে এক কম উহা সেই ভাবে প্রকাশিত।

পাঁচের পরবর্ত্তী সঙ্খ্যালিপিতেও ঐ প্রকার ইঙ্গিত-চিত্রের এবং কৌশলের লক্ষণ আছে। যথা—

ছয়	সাত	আট	নয়	দশ
VI	VII	VIII	IX	X

এ স্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে, এক হাতে পাঁচ দেখাইয়া তাহার দক্ষিণে অপর হস্তের একটী, দুইটী এবং তিনটী অঙ্গুলির যোগে ক্রমান্বয়ে ছয় সাত আট সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইত। দুইটী হস্তের মণিবন্ধে মণিবন্ধে তির্য্যগ্‌ভাবে সংযুক্ত করিয়া একবারে উভয়েই পাঁচ দেখাইলে যেরূপ হয়, তাহার চিত্র দশ সংখ্যার জ্ঞাপক এবং তাহা হইতে এক বাদ দিয়া নয় সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।

রোমান সঙ্খ্যালিপির পরীক্ষা দ্বারা, কিরূপে যে ইঙ্গিত-চিত্র হইতেই সঙ্খ্যার লিপি সাধিত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সঙ্খ্যার নামকরণ

কিরূপে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। পণ্ডিতেরা অনেক বিচার করিয়া এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন যে, মানবগণ কোন দৃষ্ট পদার্থের নাম হইতেই এক একটী সঙ্খ্যার নামকরণ করিয়াছিল। ক্রমে পুনঃ পুনঃ কথনাধীন সঙ্খ্যাবাচক নামগুলির এত অপভ্রংশ ঘটিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের মূল আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।

ভারতবাসীদিগের সঙ্খ্যালিপির পর্য্যায়ক্রম নির্দ্দেশ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। আর্য্যজাতীয় লোকেরা এত বহুকাল হইতে সঙ্খ্যা সম্বন্ধে সুপরিস্ফুট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং গণনা-কার্য্যে এত পটুতা লাভ করিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের আদিম অবস্থার চিহ্ন সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কৌশলেরউপর কৌশল পড়িয়া যে মূল হইতে যাহা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরাই দশোত্তর গণনার সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহাদিগের স্থানেই পৃথিবীর অন্য সকল সুসভ্যজাতি ঐ গণনারীতির জ্ঞানলাভ করিয়াছে। কিন্তু দশোত্তর গণনা-প্রণালী যতই উৎকৃষ্ট হউক, উহা যে, মানুষের দশটী অঙ্গুলি থাকাতেই জন্মিয়াছে, সুতরাং ইঙ্গিত-চিত্রের অনুকরণেই ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহারসন্দেহ নাই। যদি আর্য্যেরা বা অপর কেহ নিরপেক্ষ বিচার মাত্রকে মূল করিয়া গণনার রীতি অবধারিত করিতে পারিতেন, তবে উহা দশোত্তর

না হইয়া তাহা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতর যে দ্বাদশোত্তর গণনার রীতি সেই রীতিক্রমেই হইত। কোন অতিমানুষ শক্তিদ্বারা গণনার রীতি উদ্ভাবিত হইলেও সেইরূপ হইত, আর মানুষের দুই হাতের আঙ্গুল যদি দশটী না হইয়া বারটী হইত তাহা হইলেও সেইরূপ হইত।

সপ্তম অধ্যায়।

(মুদ্রাদি প্রচলনের পর্য্যায়ক্রম)।

ভাষা এবং লিপি-কার্য্যাদির আদ্যারম্ভ নির্দ্দেশ করা যেমন দুরূহ ব্যাপার, মুদ্রাদি ব্যবহারের প্রবর্ত্তন এবং তাহার ক্রমোন্নতি নিরূপণ করা তেমন কঠিন কার্য্য নহে। যখন দুই চারিটী মনুষ্য পরিবার পরস্পর সন্নিহিত ভূগর্ভে অথবা বৃক্ষশাখায় বাস করিয়াছে, তখন হইতেই সমাজের সৃষ্টি এবং অন্যোন্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় আরম্ভ হইয়াছে। যে পরিবারের কোন বস্তুর অভাব বোধ হইয়াছে, সে পরিবার অপর পরিবারের স্থানে সেই বস্তুটী পাইবার নিমিত্ত আপনাদের অর্জ্জিত অপর কোন বস্তু প্রদান করিতে চাহিয়াছে,এবং যদি এই বস্তুটী ঐ দ্বিতীয় পরিবারের প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, তবে উভয়ের মধ্যে আদান প্রদান সহজেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে ঠিক এরূপ ঘটিয়া উঠে না। অর্থাৎ যাহা একটী পরিবারের

নাই, তাহাই অন্য পরিবারের মধ্যে অধিক পরিমাণে আছে, অথবা একটী পরিবার যাহা চায়, তাহাই অপরটীর স্থানে আছে, এরূপ সদা সর্ব্বদা ঘটে না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে সকল পরিবারের লোকেই স্বোপার্জ্জিত অনেক-গুলি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। তাহা করিতে আরম্ভ করিলেই বিনিময়ের বিশেষ সৌকর্য্যসাধন হইতেথাকে। পাঁচ সাতটী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা বিনিময় সাধন করিতে করিতে দৃষ্ট হয় যে, যে দ্রব্যটী যে জাতীয়ের প্রধান উপজীব্য, বিনিময় কালে তাহাই সমধিক কার্য্যে আইসে। মৃগয়ালু জাতীয়েরা দেখিতে পায় যে, পশুচর্ম্মের দ্বারাই তাহাদিগের অধিক বিনিময় সম্পন্ন হয়; জালজীবী জাতীয়েরা দেখিতে পায় যে, মৎস্যই তাহাদিগের বিনিময় কার্য্যের বিশেষ সাধক; কৃষ্যু-পজীবীরা দেখে যে, ধান্য গোধূম বা অপর কোন শস্য দ্বারা তাহাদিগের বিনিময় সহজে সাধন হয়। এরূপ হইবার কারণ অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে জাতির যে দ্রব্যটী প্রধান উপজীব্য, সে জাতির মধ্যে সেই দ্রব্যটীই সমধিক প্রকার কার্য্যে লাগে। সুতরাং সেই দ্রব্যেরই প্রয়োজন অপর সকল দ্রব্যের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক হয় এবং সেই জন্যই তা-হার দ্বারা বিনিময় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। এই জন্যই মৃগয়ালু প্রাচীনরুসিয় এবং আমেরিকার

ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে পশুচর্ম্মই বিনিময় সাধক ছিল। পাশু-পাল্যোপজীবী প্রাচীন গ্রীক রোমান এবং জর্ম্মণদিগের মধ্যে গো মেষাদি পশুর আদান প্রদান দ্বারা বিনিময় সাধন হইত। কৃষ্যুপজীবী সকল জাতীয়েরাই প্রথমা-বস্থায় কৃষিজাত শস্য দ্বারা বিনিময় সাধন করিয়া থাকে। আবিসিনিয়া দেশে এবং আফ্রিকার অপরাপর স্থানে লবণ একটী বিনিময় সাধন দ্রব্য। আইস্‌লণ্ড এবং নিউফৌণ্ডলণ্ড দ্বীপে শুষ্ক মৎস্য দ্বারাই সকল দ্রব্যাদির বিনিময় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদে-শের কেথাও না কোথাও উল্লিখিত সকল প্রথাই অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

উল্লিখিত প্রয়োজনসাধন দ্রব্যের সহিত আর এক প্রকার দ্রব্যেরও বিনিময় কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। সমাজের আদিমাবস্থায় যখন প্রতি পরিবারকেই বিনিময় সৌকার্য্যার্থে অনেকগুলি করিয়া দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল সেই সময়ে অলঙ্কারের উপযোগী কতক বস্তুও সংগৃহীত হইত। প্রবাল, কড়ি, রঞ্জিত প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি দ্রব্য অলঙ্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত এবং মনুষ্যজাতির আদিমাবস্থাতেও অলঙ্কারপ্রিয়তা বিশেষ প্রবল থাকে বলিয়া সর্ব্বদাই ঐ প্রকার দ্রব্যের সমূহ প্রয়োজন বোধ হইত, এবং তাহাদিগের দ্বারা বিনিময় কার্য্য সুবহু স্থলেই সুসাধিত হইত। বস্তুতঃ সুবহু প্রাচীন যে প্রস্তরযুগ তাহাতেও স্বর্ণ রৌপ্যাদির ব্যবহার নিতান্ত

অপরিজ্ঞাত ছিল না। পরে যখন সমাজের অধিকতর বিস্তৃতি সম্পাদিত হইল—শিল্পাদির উন্নতি সাধিত হইয়া অনেকানেক বহুমূল্য দ্রব্যের আবিষ্কৃতি এবং প্রয়োজন বোধ হইতে লাগিল—তখন অপর সকল বিনিময় সাধন-সামগ্রী অপেক্ষা ধাতুদিগের দ্বারাই উহার বিশেষ সৌকর্য্য অনুভূত হইয়া উঠিল। ধাতু সকল বহুকাল অবিকৃত থাকে—উহাদিগকে অধিক পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করিতে হয়, অতএব উহাদিগের মূল্যও অধিক হয়—উহাদিগকে বিভক্ত করা যায় এবং অগ্নিতে একত্র গলাইয়া আবার সংঘটিত করা যায়। ধাতুদিগের এই সকল অনন্য সাধারণ গুণ থাকায়, কালে উহারাই বিনিময় সাধনের বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠে।

পরন্তু প্রথমে যখন ধাতুদিগের দ্বারা বিনিময় সাধন হইত, তখন উহাদিগের মূল্য ওজনদ্বারা এবং কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে সময়ের অপব্যয় হইত এবং মূল্য-নির্দ্ধারণও সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ববাদিসম্মত হইত না। এই জন্য যখন সমাজ সম্বর্দ্ধিত হইয়া কোন কুলপতি বা রাজার আশ্রয় লাভ করে, তখন বিনিময় সাধক ধাতুখণ্ড গুলি তাঁহার কর্ত্তৃক তুল্যাকৃতি ও তুল্য পরিমাণে স্বনামে অথবা কোন দেবতার নামে মুদ্রিত হইতে থাকে। সেই সকল মুদ্রিত ধাতুখণ্ডের মূল্য রাজকর্ত্তৃক এবম্প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে, কষিয়া বা ওজন করিয়া আর তাহাদের

মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয় না। সেইগুলির দ্বারা বিনিময় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে থাকে। সেই গুলিকেই মুদ্রা বলে।

যতগুলি ধাতু প্রচলিত আছে তাহার সকলগুলি হইতেই কোন দেশে বা কোন কালে মুদ্রা প্রস্তুত করা হইয়াছে। লোহের মুদ্রা প্রাচীন স্পার্টা নগরে এবং অত্যল্পকাল গত হইল জাপান দ্বীপে চলিয়াছিল। সীসক মুদ্রার প্রচলনের কথা গ্রীক এবং লাটিন কবিগণের গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। রঙ্গ বা টীনের মুদ্রা কোন সময়ে ইংলণ্ডে এবং যবদ্বীপে এবং মেক্সিকো দেশে চলিয়াছিল। তাম্র মুদ্রা বহু কালাবধি অনেক দেশেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। রোম সাম্রাজ্যে, রুষিয়াতে এবং সুইডেন দেশে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাম্র মুদ্রারই সমধিক প্রচলন ছিল। রৌপ্য এবং স্বর্ণের মুদ্রা যে এক্ষণে সকল সুসভ্যদেশেই প্রচলিত, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্লাটিনম এবং নিকেল নামক দুইটী ধাতু হইতেও মুদ্রা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সুসভ্যদেশ মাত্রের প্রচলিত মুদ্রা তামার, রূপার এবং সোণারই হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যেমন দিন দিন নূতন নূতন খনির আবিষ্কার হইয়া ধাতুগুলির অধিকতর পরিমাণে উৎপত্তি হইতেছে, তেমনি অল্প মূল্যের ধাতু অধিকতর অল্প মূল্য হইয়া যাইতেছে, এবং এই প্রকার ধাতুর মুদ্রার প্রচলন ন্যূন হইয়া পড়িতেছে। ইউরোপের

অনেক দেশে তাম্র এবং রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন সংক্ষিপ্ত হইয়া সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলনই বর্দ্ধিত হইতেছে।

মনুষ্যসমাজ সুসম্বর্দ্ধিত এবং রাজ্যগুলি অধিক সুবিস্তৃত হইলে স্বর্ণ রৌপ্যাদির মুদ্রা ব্যবহারেও বাণিজ্য কার্য্যের সম্যক সুবিধা হয় না—দূরপ্রদেশে বা দূরবর্ত্তী ভিন্ন দেশে স্বর্ণ রৌপ্যাদির মুদ্রা প্রেরণ করাও অনেক অসুবিধাজনক হয়। কিন্তু সমাজের তাদৃশ অবস্থায় প্রায়ই লিপিকার্য্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব দূরবর্ত্তী স্থানে ধাতুবিনির্ম্মিত মুদ্রাদির প্রেরণের পরিবর্ত্তে বরাতচিঠী এবং হুণ্ডির প্রচলন হইয়া উঠে। কিছুকাল হুণ্ডির প্রচলন হ'তে হইতেই নোটের প্রচলনও আরম্ভ হইয়া যায় এবং তাহা হইলে বাণিজ্য কার্য্যের যৎপরোনাস্তি সৌকর্য্য-সাধন হয়। এক্ষণে সকল সুসভ্য দেশেই নোটের চলন প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তবে কোন কোন দেশে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নিজ নামে নোট প্রচলিত করেন। ভারতবর্ষে এইরূপ হইয়াছে। চীন সাম্রাজ্যেও সম্রাটের নিজ নামাঙ্কিত তাম্রফলকের নোট্ চলে। গবর্ণমেণ্টের নোটকে করেন্সি নোট বলে। কোন কোন দেশে যথা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক হইতেই বিশেষ বিশেষ রাজনিয়মের অনুসারে নোট্ প্রচলিত হয় এবং সেই জন্য ঐ সকল নোটকে ব্যাঙ্কনোট্ বলে।

চতুর্থ প্রকরণ।

মিসরীয়দিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[মিসর দেশ এবং মিসরীয়দিগের প্রকৃতি।]

মিসর দেশ আফ্রিকা খণ্ডের ঈশান কোণে অবস্থিত। এই দেশ ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে যত প্রাচীন জাতি সুসভ্য হইয়া বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মপ্রণালীসংস্থাপন বা শিল্পনৈপুণ্যদ্বারা সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে, মিসরীয়েরা তাহাদিগের কাহা অপেক্ষাও কোন অংশে ন্যূন ছিল না। বিশেষতঃ প্রাচীন মিসরীয়দিগের আচার ব্যবহার, রাজ্য শাসন এবং ধর্ম্মে-প্রণালীর সহিত আমাদিগের আচার ব্যবহারাদির এমত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন অতি পূর্ব্বকালে এই দুই জাতির যে বিশেষ সংস্রব ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে।

মিসর দেশের প্রকৃতি অতি চমৎকার। তথায় বৃষ্টি প্রায় হয় না। আর মধ্যে মধ্যে পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিক হইতে যে বায়ু প্রবহমান হয়, তাহাতেসমূহ বালুকা রাশি উড্ডীন হইয়া আইসে এবং সমুদায়, দেশটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এক নীল নদীর গুণেই এই দেশে

লোকের আবাস হইয়ছে। ঐ নদীতে প্রতি বৎসর বন্যা হয়। সেই বন্যার জলে সমুদায় দেশটী উত্তমরূপে সিক্ত ও কর্দ্দমিত হওয়াতে ক্ষেত্র সকল অত্যন্ত উর্ব্বর হয়। কিন্তু নীল নদীর জল যে অপনা হইতেই সমুদায় দেশটী প্লাবিত করে, এমন নহে। স্বভাবতঃ উহার জল নদী গর্ভ হইতে কোথাও পাঁচ ক্রোশের অধিক দূর পর্য্যন্ত যায় না। কিন্তু প্রচীন মিসরীয়েরা এত বাঁধ বাঁধিয়া এবং খাল কাটিয়া গিয়াছে যে, সেই সকল উপায় দ্বারা অদ্যাপি মিসর দেশে সমূহ শস্য উৎপাদিত হইতেছে। আধুনিক মিসরীয়দিগকে প্রায় কিছুই করিতে হয় না; কেবল বীজ বপন করিয়া পরে যথাকালে শস্য কাটিয়া অনিলেই সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু যখন ঐ সকল বাঁধ এবং জল-প্রণালী না ছিল, তখনকার লোকদিগকে যে কতপরিশ্রম ওনিরন্তর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ফলতঃ ঐরূপ পরিশ্রম এবং যত্ন করিতে হইয়াছিল বলিয়াই যে প্রাচীন মিসরীয়েরা নানা সদ্‌গুণসম্পন্নএবং অতীব বিভব ও কীর্ত্তিশালী হইতে পারিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে জীবিকার নিমিত্ত খাল কাটিতে, বাঁধ বাঁধিতে এবং সুবৃহৎ হ্রদাদি খনন করিতে হইয়াছিল, সুতরাংযখন ঐ সকল কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া লব্ধাবসর হইল, তখনও অভ্যাস গুণে তাহারা জগদ্বিখ্যাত অট্টালিকা এবং পিরামিড্ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ

যাহারা পরিশ্রমী হয়, তাহারা কখনই কেবল নিতান্ত আবশ্যক কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিয়াই নিবৃত্ত থাকিতে পারে না।

ঐ সকল অট্টালিকাদির প্রধ্বস্তাবশেষ অদ্যাপি মিসরের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ থিব্‌স্, মেম্ফিস্, কার্ণাক্ এবং লক্সর্ প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে যে সকল অত্যদ্ভুত শিল্পকৌশল দৃষ্ট হয়, বর্ণনদ্বারা তাহাদিগের সৌন্দর্য্য হৃদগত করাইতে পারা যায় না। তত্রত্য স্তম্ভ প্রাচীরাদি নানা রূপ চিত্র দ্বারা পরিশোভিত। সে চিত্র নিরর্থক নহে। প্রথমতঃ প্রাচীন মিসরীয়দিগের বর্ণময় অক্ষরমালা ছিল না। উহাদিগের বর্ণমালাই চিত্রময়। পশু পক্ষ্যাদির মূর্ত্তি, জ্যোতিষ্কদিগের আকার, মনুষ্য শরীরের বিশেষ বিশেষ অবয়ব, ইত্যাকার বিবিধ চিত্র দ্বারা মিসরীয়েরা লিপিকার্য্য সম্পন্ন করিত। এ পর্য্যন্ত প্রায় নয় শত প্রকার চিত্রময় অক্ষর দৃষ্ট হইয়াছে।

উক্ত চিত্রলিপির যে, কখন অর্থ বোধ হইতে পারিবে, ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স দেশাধিপতি মহাবীর "নেপোলিয়ন বোনাপার্টির" সময়ে 'রসেটা' নামক নীল নদীর মুখবর্ত্তী নগরে এক খানি প্রস্তর-ফলক উৎখাত হইয়াছিল। সেই প্রস্তর খানিতে একই বিষয় তিন প্রকার অক্ষরে লিখিত ছিল। সর্ব্বোপরি চিত্রময় অক্ষর, মধ্যে মিসরীয়দিগের সাধারণ অক্ষর

এবং সর্ব্বনিম্নে গ্রীক অক্ষর। সেই প্রস্তরফলক দেখিয়া 'সাম্পোলিয়ন্' নামা ফ্রান্স দেশীয় এক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত, মিসরীয় চিত্রময় অক্ষর পাঠ করিবার উপায়াবধারণ করিয়াছেন।

প্রাচীন মিসরীয়দিগের প্রণীত গ্রন্থাদি অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই—আর 'পিরামিড' গর্ভে, অথবা অন্যান্য হর্ম্ম্য মধ্যে যে দুই এক খানি পাওয়া গিয়াছে, তাহারও অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে অর্থ বোধ হয় নাই। কিন্তু উক্ত হর্ম্ম্য সকলের গাত্রে যে নানা প্রকার চিত্র দৃষ্ট হয়,তাহার দ্বারাই মিসরীয়দিগের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা অনেক জানা যাইতে পারে। ঐ সকল চিত্রে দেখা যায় যে, কোথাও মিসরীয়েরা হল চালন করিতেছে—কোথাও বীজ বপন করিতেছে—কোথাও শস্য কর্ত্তন করিতেছে—কোন স্থানে উহারা দ্রাক্ষালতার চাষ করিতেছে—কোন স্থানে মেষাদি পশু চারণ করিয়া বেড়াইতেছে—আর কোন স্থানে কুক্কুর বা পোষিত সিংহ সমভিব্যাহারে করিয়া ধনুর্ব্বাণ এবং ফিঙ্গা হস্তে মৃগয়া করিতেছে। চিত্রগুলি দৃষ্টে বিশেষতঃ এই বোধ হয় যে, মিসরীয়েরা মৎস্য ও পক্ষী ধরিতে সমধিক আনন্দ প্রকাশ করিত। আবার নাগরিকদিগের যে সকল চিত্র বর্ত্তমান আছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোথাও মিসরীয়েরা কাষ্ঠফলকে খোদকতা করিতেছে, কোথাও বস্ত্র বয়ন করিতেছে, কোথাও চিত্রকর্ম্মে মনোনিবেশ

করিয়া আছে, আর কোন কোন স্থলে সুবর্ণ, রজত, হীরকাদি যোগে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেছে। মিসরীয়েরা অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক শব রক্ষা করিত। তাহাদিগের শবের গাত্রে যে বস্ত্র সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তাহারা বস্ত্রবয়নে অপরিসীম নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিল। তাহারা কাচ প্রস্তুত করিতেও জানিত। আর এক প্রকার জলজ শরজাতীয় বৃক্ষের পত্র হইতে কাগজ প্রস্তুত করিতে পারিত।

পূর্ব্বোক্ত চিত্র সকল হইতে মিসরীয়দিগের গৃহোপকরণ এবং আহার বিহারের রীতিও অনেক জানিতে পারা যায়। ফলতঃ তদ্দর্শনে ইহা স্পষ্টই বোধ হয় যে, মিসরীয়েরা বাস্তবিক গম্ভীর প্রকৃতি এবং ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়াও সাংসারিক সুখভোগে নিতান্ত বিরত ছিল না। তাহারা পরাধীন জাতীয়দিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে অবরোধ-নিরুদ্ধ করিয়া রাখিত না। গীত, বাদ্য, পশুদিগের পরস্পর যুদ্ধ এবং মল্লযুদ্ধ দর্শন করিতে স্ত্রী পুরুষ অনেকে মিলিত হইয়া পান ভোজনাদির বিলক্ষণ সমারোহ করিত।

মিসরীয়দিগের ভাস্করীয় শিল্প হইতে এতাবৎ সমুদায় অবগত হওয়া যায় এবং তাহারা এই শিল্পকার্য্যে যে কত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাদিগের ভাস্করীয় কর্ম্ম সকল যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তাহা কখনই গ্রীকদিগের তুল্য হইতে

পারে নাই। প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিসরীয় শিল্পিগণ নানা প্রকার অদ্ভুত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেই বিশিষ্ট মনোনিবেশ করিয়াছিল। সিংহের পা এবং মনুষ্যের মস্তক এক শরীরে মিলিত করিয়া উহাদিগের প্রসিদ্ধ 'স্ফিঙ্কস্' নামক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত। এইরূপ আরও অনেক ছিল। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে প্রকৃত মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে, সে স্থলেও উহারা মনুষ্যের আকারগত বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে পারে নাই। শরীর-সংস্থান বিদ্যায় অবগতি প্রযুক্ত বর্ত্তমান ভাস্করগণ এবং প্রাচীন গ্রীক শিল্পিগণ যেরূপে অস্থি ও মাংসপেশী প্রভৃতির কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও নিম্নতা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে, মিসরীয় শিল্পে তাহার কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না। মিসরীয়েরা যে, প্রকৃতির যথোপযুক্ত অনুকরণদ্বারা শিল্প নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এমত অনুভব হয় না। উহারা যেন কতকগুলি কল্পিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই শিল্প নির্ম্মাণ করিত, ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয়। তৃতীয়তঃ মিসরীয়দিগের খোদিত মূর্ত্তিগুলির মুখাবয়ব দেখিয়াও ঐরূপ প্রতীতি হয়। মুখাবয়বগুলি সুন্দর এবং সুবিন্যস্ত বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা আন্তরিক ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না।

মিসরীয়দিগের হর্ম্ম্যও এই দোষে দূষিত। উহাদিগের নির্ম্মিত গৃহাদি অত্যন্ত বৃহৎ, দৃঢ় এবং অদ্ভুত বটে, কিন্তু সমুদায় সৌন্দর্য্যলক্ষণে উপলক্ষিত নহে। ফলতঃ মিসরীয়েরা যে অনেক নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনে সক্ষম

ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা কোন কর্ম্মই তাদৃশ সমীচীন সহৃদয়তা সহকারে নির্ব্বাহিত করিতে পারিত না।

এই বিষয়ের আর এক প্রমাণ এই যে, মিসরীয়েরাই সর্ব্বপ্রথমে অক্ষরের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তাহাদিগের অক্ষর অধিকাংশই চিত্রময়, তদ্দ্বারা লিখন পঠন সামান্য আয়াসসাধ্য নহে। তাহাদিগেরই স্থানে শিক্ষা পাইয়া ফিনিকীয়েরা প্রকৃত বর্ণ মালার সৃষ্টি করে, এবং মিসরীয়েরা আবার উহা দিগেরই স্থানে বর্ণ লিপির উপদেশ গ্রহণ করে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মিসরে দুই প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। একপ্রকার কেবল যাজকবর্গেরই ব্যবহৃত ছিল, তাহা চিত্রময়; আর এক প্রকার সর্ব্বসাধারণের ব্যবহৃত ছিল, তাহা ফিনিকীয় অক্ষরের অনুকৃতি মাত্র এবং বর্ণময়। মিসরীয়দিগের গ্রন্থাদি সমুদায় চিত্রময় অক্ষরেই লিখিত হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের ধর্ম্ম প্রণালী।]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মিসরীয়েরা অতি গম্ভীর প্রকৃতি এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। অনুমান হয়, মিসরীয় যাজকেরা অদ্বৈতবাদী ছিলেন—অর্থাৎ তাঁহারা জগৎকে ঈশ্বরময় জ্ঞান করিতেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদ জনসাধারণের বোধগম্য ছিল না। তাহারা অনেকানেক

দেবদেবীর উপাসনা করিত। তাহার কারণ এই যে, মিসরীয় যাজকেরা ঐশী শক্তির নানা প্রকার প্রতিরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল প্রতিরূপের ভিন্ন ভিন্ন নামও প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণ অজ্ঞ জনগণ ঐ শক্তি এবং নামের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে অক্ষম হইয়া পরিশেষে যে কেবল উক্ত প্রতিরূপ গুলিকেই পূজার্হ জ্ঞান করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। অভ্যন্তরে অদ্বৈতবাদ এবং বাহ্যে প্রতিমূর্ত্তির পূজা এই দুই লইয়া মিসরীয় ধর্ম্মপ্রণালী।

মিসরীয়দিগের মতে ঈশ্বর স্বয়ং দ্বিধাবিভক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই দুই শক্তির মধ্যে একটীর নাম 'নেফ্'। উহা অনন্তকাল ব্যাপক এবং অবিকৃত। দ্বিতীয় শক্তির নাম 'প্থা'। ইনিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আর 'আমন' নামক অপর শক্তি স্বতন্ত্র দেবতাবিশেষের আকারে সমুদায় জগৎপালন করেন। মিসরীয়দিগের আর দুইটী প্রধান দেবতা ছিল—'অসিরিস' এবং 'আইসিস'। আমাদিগের দেশে শিব ভগবতী যে,মূর্ত্তিতে পূজিত হয়েন, ইহাঁরাও সেইরূপে পূজিত হইতেন। বস্তুতঃ অসিরিস এবং আইসিস নামে মিসরীয়েরা প্রকৃতির প্রসবিত্রী শক্তিরই পূজা করিত। আমমাদিগের পৌরাণিকেরা যেমন তমোগুণাত্মক অসুরগণের সহিত দেবতাদিগের যুদ্ধবর্ণনা করিয়াছেন মিসরীয়েরাও সেই প্রকার 'তাইফন' নামক অসুরের সহিত অসিরিস দেবের সংগ্রাম বর্ণনা

করিয়াছে। জন্তুর মধ্যে গো, কুক্কুর, বিড়াল, আইবিস নামক সারস বিশেষ, বাজপক্ষী, এবং কতিপয় মৎস্য মিসরের সর্ব্বত্র পূজা ছিল। অন্যান্য জন্তুর পূজা দেশ সাধারণে প্রচলিত ছিল না। এক প্রদেশে যে জন্তুর পূজা হইত, তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী অপর প্রদেশে সেই জন্তুকে নিতান্ত অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য জ্ঞান করিত। এই প্রযুক্ত কখন কখন দুই প্রদেশের লোকে ঘোরতর বিবাদ এবং তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইত। কোথাও কোথাও মিসরীয়েরা কোন জন্তুর জাতিমাত্রকেই পূজ্য জ্ঞান না করিয়া বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত এক একটি জন্তুকে পূজা করিত। মেম্ফিস্ মহানগরীতে যে 'এপিস' দেবের পূজা প্রচলিত ছিল, তাহা এইরূপ। সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, কেবল ললাটদেশে ত্রিকোণাকার শ্বেত বর্ণের চিহ্নসংযুক্ত এবং পৃষ্ঠদেশে বাজপক্ষীর আকার চিহ্নিত, এমত লক্ষণযুক্ত গোকে 'এপিস' বলে *। এপিসের সেবকেরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

মিসরীয়েরা জন্মান্তর স্বীকার করিত এবং স্বর্গ ও নরক মানিত। তাহাদিগের মতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার জীবাত্মা ক্রমে ক্রমে ভূচর, জলচর, খেচর সকল প্রাণীর দেহ ধারণ করে, এবং পরিশেষে তিন সহস্র বর্ষের পর পুনর্ব্বার মানব শরীর প্রাপ্ত হয়।

* এইরূপ গো যে পুরোহিতেরা কৌশলপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া দিতেন তাহার সন্দেহ নাই।

মিসরীয়দিগের যমলোকের নাম'অমিন্থি'। অসিরিস সেই স্থানের অধিপতি ছিলেন। তিনি পাপ পুণ্য বিচার করিয়া মনুজদিগকে স্বস্ব কর্ম্মের ফল ভোগ প্রদান করিতেন। মিসরীয়েরা ইহলোকেও ঐ পারত্রিক বিচারের অনুকরণ করিত। তাহাদিগের মধ্যে রীতি ছিল যে, কেহ মরিলে পর সমাধির পূর্ব্বে তাহার জীবদ্দশার সুকৃত দুষ্কৃত সমুদায়ের বিচার হইত। যদি মৃতব্যক্তি পুণ্যাত্মা বলিয়া সপ্রমাণ হইত, তবে তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত করা যাইত, নচেৎ বিচারপতিগণ তাহাকে সমাধি প্রদান করিতে নিষেধ করিতেন। কি রাজা,কি যাজক,সকলেই এই বিচারের অধীন ছিলেন। এইরূপ বিচারের রীতি প্রচলিত থাকায় যে মিসরীয়দিগের চরিত্র অবশ্যই পরিশোধিত হইয়াছিল,তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা অনুমান করিত যে, দেহটী নষ্ট হইয়া গেলে জীবাত্মারও ধ্বংস হয়, আর যত দিন শরীরটী বজায় থাকে, তাবৎ উহার সহিত জীবাত্মার বিচ্ছেদ হইলেও আত্মার ধ্বংস হইতে পারে না। সুতরাং মিসরীয়েরা অনেক যত্ন করিয়া মৃত শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। এমত কি, তাহারা যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে, বোধ হয় তাহাদিগের অভ্যন্তরে শব রক্ষা করাই তাহাদিগের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং দুষ্কর্ম্ম করিলে শব রক্ষিত হইবে না, এই ভয়ে জনগণ অবশ্যই সচ্চরিত্র হইবার বিশেষ চেষ্টা করিত, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রাচীন মিসীয়েরা যে কত দূর পর্য্যন্ত বিদ্যোন্নতি করিতে পারিয়াছিল, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এইমাত্র বোধ হয় যে, ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যা তাহাদিগেরই দেশে প্রথম সৃষ্ট হয়। তাহারা জ্যোতিষও জানিত। তাহারা বৎসরকে ১২ মাসে এবং প্রতি মাসকে ৩০ দিনে বিভক্ত করিয়াছিল, আর প্রতি বৎসরে পাঁচ দিন করিয়া ভুক্তি দিত। কিন্তু ইহাতেও যে প্রকৃত বার্ষিক কালের ছয় ঘণ্টা করিয়া ন্যূন থাকে, এবং ১৪৬০ বৎসরে সেই ন্যূনাংশের সমষ্টি ঠিক একটী পূর্ণ বৎসর হয়, মিসরীয়েরা ইহাও জানিত, এবং সেই নিমিত্ত ১৪৬০ বৎসরের পর এক বৎসর অধিক গণনা করিত। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাহাদিগের নৈপুণ্য ছিল। কিন্তু কাব্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে মিসরীয়েরা কখনই উৎকর্ষ লাভ করে নাই। তাহারা সংগীত বিদ্যারও চর্চা করিত. কিন্তু তাহাতেও সমধিক পটুতা লাভ করিতে পারে নাই।

মিসরীয়দিগের ধর্ম্মপ্রণালী ও লৌকিক ব্যবহার সমুদায় অভিনিবেশপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে তাহাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এইরূপ বোধ হয় যে, তাহারা আপনাদিগের মানসিক ভাব সকল অনায়াসেই রূপকালাঙ্কারে ভূষিত করিয়া প্রকাশিত করিতে পারিত। এই শক্তি প্রাচীন হিন্দু ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও যে সমধিক প্রবল ছিল, ইহা স্পষ্টই বোধ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা।]

প্রসিদ্ধ গ্রীক গ্রন্থকার 'হিরোডোটস' এবং 'ডাইও-ডোরসের' গ্রন্থ হইতে প্রাচীন মিসরীয়দিগের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাঁরা উভয়ে মিসরে পর্য্যটনকরিয়া প্রধান প্রধান যাজকদিগের প্রমুখাৎ যেরূপ বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন,তাহাই স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বোধ হয়, এই জন্য তাঁহাদিগের পুস্তক নানা অলীক বর্ণনে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। যাজকগণ যে আপনাদিগের সমুদায় পূর্ব্ববিবরণ ভিন্নদেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি-দিগের নিকট অকপটহৃদয়ে প্রকাশ করিয়া বলিবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভব পর নয়। কিন্তু 'মানিথো' নামে একজন মিসরদেশীয় যাজক স্বয়ং গ্রীক ভাষায় এক খানি ইতিহাস গ্রন্থ বিরচিত করিয়াছিলেন। যদি সেই গ্রন্থখানি সমুদায় প্রাপ্ত হওয়া যাইত,তবে মিসরের প্রকৃত ইতিহাস অনেক অবগত হওয়া যাইত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই পুস্তক সমুদায় পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে অন্যান্য গ্রন্থকারকর্ত্তৃক উহার যে যে ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মিসরীয়দিগের স্থূল স্থূল আদিম বিবরণ যাহা যৎকিঞ্চিৎ জানা হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইবে।

মিসরীয়দিগের ইতিহাস লিখিতে হইলে প্রথমতঃ উহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল, এবং উহারা মনুষ্য-জাতির মধ্যে কোন বর্ণের লোক ছিল, ইহা নির্ণয় করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ বিষয়ের কোন প্রামাণিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নব্য ইতিহাসবেত্তারা নানা অনুসন্ধান দ্বারা এই মাত্র নিশ্চিত করিয়াছেন যে, ককেসীয় বর্ণের অন্তর্গত সেমিটিক জাতীয় লোক, আর আফ্রিকার প্রকৃত অধিবাসী ইথিওপীয় লোক, এইদুই প্রকার লোকের সংযোগে প্রাচীন মিসরীয়েরা, উৎপন্ন হইয়াছিল। সেমিটিকেরা, পারস্যের অন্তর্গত 'কুশস্থান' প্রদেশ হইতে আসিয়া আরবের নৈঋর্ত কোন দিয়া লোহিত সাগর পার হইয়া প্রথমে নিউবিয়া দেশে যাইয়া বসতি করে। তথায় নীল নদীর দুই শাখার মধ্যভাগে তাহারা একটী রাজ্য সংস্থাপিত করে। সেই রাজে-র রাজধানী, 'মেরো' নগর। ঐ নগরের প্রধ্বস্তাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই মাত্র জানা যায় যে, মেরো রাজ্যে যাজক-তন্ত্রতা প্রচলিত ছিল, এবং তথাকার জনগণ অতি স্বল্পকালমধ্যে সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় এবং অতীব পরাক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে উত্তর ভাগে আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। উহারা যত উত্তরে যাইতে লাগিল, ততই তদ্দেশীয় আদিম নিবাসীদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকিল।

এইরূপে প্রাচীন মিসরীয়জাতির উৎপত্তি হয়। যখন কালক্রমে মেরো নগর ক্ষীণবল হইয়া বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন থিব্‌স্ এবং মেম্ফিস অতিশয় প্রবল এবং বিবিধ শিল্পসৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া উঠিল। কোন দেশে ভিন্ন জাতীয় লোক আসিয়া বাস করিলে প্রায়ই বর্ণ-ভেদের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকে। মেরো রাজ্যেও সেই প্রথা ছিল, মিসরেও তাহা রহিল।

মিসরের লোকেরা যাজক, যোদ্ধা এবং অন্যান্য কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে যাজকেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং যোদ্ধারা দ্বিতীয় ছিলেন। এই দুই জাতীয় ব্যক্তিরাই রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন। রাজাসনও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের অধিকৃত হইত। কিন্তু রাজা কদাপি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়মের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইত। ঐ সকল নিয়ম-কর্ত্তা যাজকগণ রাজার নিয়ত উপদেষ্টা ছিলেন। সুতরাং রাজার সহিত যে তাঁহাদিগের মধ্যে মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে।

যাজকেরাও নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। একাধিক দার পরিগ্রহ করা, তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত দোষাবহ হইত। তাঁহাদিগকে অবশ্যই কোন না কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা

দেবসেবায় অপরাগ হইতেন, তাঁহাদিগকে ভিষকের, অথবা স্থপতির, কিম্বা অশ্বশিক্ষাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইত। পরন্ত যেমন তাঁহাদিগের প্রতি ঐ সকল কঠিন নিয়ম প্রচলিত ছিল, তেমন তাঁহারা নিষ্কর ভূমি প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃত্তি পাইতেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্ত কেহ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে পারিত না. এবং তাঁহা-দিগের দ্বারাই সমুদায় ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। যাজকেরা বলিতেন যে আমরা যে সকল ব্যবস্থা-নুসারে বিচার করি, তাহা স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক প্রণীত এবং অতীব পরিশুদ্ধ। মিসরীয়েরা প্রণিধি, কূটসাক্ষী এবং নরহত্যাকারী, এই তিনেরই প্রাণদণ্ড বিধান করিত।

মিসরীয় যোদ্ধৃগণও নিষ্কর ভূমিসম্পত্তি ভোগ করিতেন। তাঁহারা কোন প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়, এবং অস্ত্রশিক্ষায় নৈপুণ্য জন্মে, চিরকালই এই চেষ্টায় থাকিতেন। ফলতঃ মিসরীয়েরা যে বিলক্ষণ যুদ্ধকুশল হইয়াছিল তাহার কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সৈন্যগণ লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম ধারণ করিত। ধনুর্ব্বাণ, ক্ষেপণক, শেল এবং করবাল তাহাদিগের যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল। দুর্গ নির্ম্মাণেও মিসরীয়েরা বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিল। বস্তুতঃ কোন কোন সময়ে মিসরের রাজারা দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া বহুদেশ জয় করিয়া আসিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

[মিসরীয় দিগের স্বাধীনাবস্থার বিবরণ।]

মিসরীয়দিগের স্বাধীনাবস্থার বিবরণ নানা অলীক অদ্ভুত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মিসরের অগ্রিম রাজারা কেহ দেবতা, কেহ দেবাবতার, কেহ বা উপদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ ত্রিশটী রাজবংশের ন্যম উল্লিখিত আছে। ইহাঁরা সকলেই মনুষ্য বটেন, এবং ইহাঁদিগের সর্ব্ব প্রথম 'মিনিস' নামক মহাত্মা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী এবং সমুদায় সদ্‌গুণালঙ্কৃত ছিলেন। এই সকল রাজাদিগের নামাদি যে সকলই কল্পিত, তাহা বোধ হয় না, কিন্তু বিশেষরূপে কিছুই নিশ্চয় করাও যায় না। কথিত আছে, ইঁহাদিগের মধ্যে 'সিসষ্ট্রিস' নামে এক জন পরাক্রান্ত মহীপাল এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চল সমুদায় এবং ইউরোপেরও কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। উপাখ্যানে ইহাঁর দিগ্বিজয়ের বিবরণ সবিস্তর বর্ণিত আছে। বিশেষতঃ কথিত আছে যে, ইনি একদা একান্ত বলদর্পিত হইয়া বহুল বিজিত ভূপাল দ্বারা আপনার শকট বহন করাইতেছিলেন, এমত সময়ে ঐ দুর্ভাগ্যদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি শকট চক্রের প্রতি নির্নিমেশ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছেন দেখিয়া তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন "আমি দেখিতেছি যে, এই চক্রনেমির যে

স্থান একবার সর্ব্বোপরি উন্নত হইয়া উঠে, আবার তাহাই পুনর্ব্বার অবনত হইয়া যায়”। বিচক্ষণ সিসষ্ট্রিস তৎক্ষণাৎ এই কথার গূঢ় তাৎপর্য্যবোধে সমর্থ হইয়া নিজ সৌভাগ্যকেও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মানিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আপনার কুৎসিতাচরণ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ভূপাল সমূহের যথাযোগ্য গৌরব করিলেন।

মানিথো নামক পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসবেত্তা লিখেন যে, ‘ টিমেরস ’ রাজার অধিকার কালে হিক্‌সস্ নামক একজাতীয় লোক আরব হইতে। আসিয়া মিসর দেশ আক্রমণ করে। ইহারা মেম্‌ফিস্ নগরে আপনাদিগের রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিল। ইহারা সেমেটিক বংশসম্ভূত হইবে। ইহাদিগেরই রাজ্যকালে য়িহুদীরা মিসরে আইসে এবং বহু সমাদরে পরিগৃহীত হয়। এই বংশীয় রাজগণ মেষপাল নামে বিখ্যাত ছিল। ইহারা পাঁচ শত একাদশ বৎসরকাল ব্যাপিয়া মিসরে রাজ্য করে; পরে মিসরীয়দিগের কর্ত্তৃক পরাজিত এবং নির্ব্বাসিত হয়।

মেষ পাল রাজাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া যে সকল পরাক্রান্ত মহীপাল মিসরে রাজত্ব করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ‘রামিসেস নামা এক ব্যক্তি সুর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ হয়েন। কথিত আছে তিনি সমুদয় তুরুষ্ক দেশ স্বাধিকার সম্ভুক্ত করিয়া কাস্পিয়ান হ্রদের তীর পর্য্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কাহার কাহার

মতে ইনিই পূর্ব্বোক্ত 'সিসষ্ট্রিস'। ইহার পর অনেকগুলি রাজা মিসরে রাজ্য করেন। থিবস নগর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল, এবং তাঁহাদিগেরই রাজ্যকালে মিসরী-য়েরা বিলক্ষণশিল্পনিপুণ হইয়া প্রধান প্রধান পিরামিড নির্ম্মিত ও অন্যান্য মহতী কীর্ত্তি সংস্থাপিত করে।

এই প্রকার সুখসচ্ছন্দতায় বহুকাল যাপন করিয়া বোধ হয় মিসরীয়েরা হীন-বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়-সুখ-পরা-য়ণ হইয়াছিল। সুতরাং ইথিওপিয়ার রাজা 'সাবাকো' অত্যল্প আয়াসেই তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া আপ-নার অধীন করিলেন। কথিত আছে, ইনি অতিশয় বিচক্ষণতা সহকারে পঞ্চাশৎ বৎসর রাজ্য করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক ইহার কিঞ্চিৎ-কাল পরে 'সিথস' নামে এক জন যাজক রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া যোদ্ধৃজাতীয় লোকের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন। কিন্তু নাগরিক, বণিক ও শিল্পী প্রজা-গণ ইহাঁর অনুকূল পক্ষ হইয়াছিল। যখন খৃষ্টের ৭১২ বৎসর পূর্ব্বে 'আসিরিয়া' দেশের রাজা "সেন্নাকেরিব" মিসররাজের বিরুদ্ধে আগমন করেন, তখন যোদ্ধৃজাতীয় কোন ব্যক্তিই রাজার সহায়তা করে নাই। প্রজা-সাধারণে অস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল। পরন্তু এই সময়ের ইতিহাস অত্যন্ত অনিশ্চিত আছে। এই মাত্র বোধ হয়, "সাবাকো" রাজা একবারে সমুদায় মিসর পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। ইহার দক্ষিণ ভাগ

তাঁহার বংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল, কেবল উত্তরাংশ সিথস নামক যাজকের প্রভুত্ব স্বীকার করে।

"সিথসের" পর মিসরের শাসন-প্রণালী আরও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে দ্বাদশ জন রাজা একদা মিসরে রাজত্ব করেন। প্রথমে ইহাঁদিগের মধ্যে পরস্পর সন্ধি ছিল। পরে ইহাঁদিগের অন্যতম 'সামেটিকৃস' নামক এক রাজা কতকগুলি গ্রীক সৈন্যের সহায়তায় প্রতিযোগী একাদশ জন রাজাকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং সমুদায় মিসরের অধীশ্বর হইলেন। ইনি প্রাচীন মিসরীয়দিগের ন্যায় বৈদেশিক দ্বেষ্টা ছিলেন না। যাহাতে গ্রীস হইতে গুণবান লোক আসিয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করেন, তিনি নিরন্তর এমত চেষ্টা করিতেন। তিনি 'কাইরিণী' নামক স্থানে গ্রীক জাতির একটী উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশীয় গুণী লোকের এমত গৌরব করিয়াও 'সামেটিকস' আপনার জাতীয় ধর্ম্মের এবং সজাতীয় লোকের প্রতি ঘৃণাক্ষরেও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই।

ইহাঁর পুত্র 'নেকো' পিতৃ-প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া গ্রীক ও ফিনিকীয় নাবিকদিগের দ্বারা সমুদায় আফ্রিকার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করাইয়াছিলেন। তিনি একটী সুবৃহৎ জল-প্রণালী খনন করাইয়া লোহিত সাগর এবং নীল নদ উভয়কে মিলিত করিয়া দেন। ঐ পয়ঃপ্রণালীর চিহ্ন অদ্যাপি স্থানে স্থানে বর্ত্ত-

মান আছে। তিনি খ্রীষ্টের ৬০৮ বৎসর পূর্ব্বে সিরিয়া দেশ আক্রমণ করেন, য়িহুদীদিগের রাজাকে পরাভূত করেন, এবং ক্রমে ক্রমে 'বেবিলন' সাম্রাজ্য জয় করিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়াছিলেন। কিন্তু 'বেবিলন' রাজ মহাবীর "নেবুকডনেসের' 'কার্কেসিস' নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ খ্রীষ্টের ৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে।

নেকোর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র 'সামিস' এবং তৎপর তাঁহার পুত্র 'এপ্রিস' মিসরে রাজা হয়েন। ইনি ফিনিকীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের অনেক স্থান স্বাধিকৃত করেন। কিন্তু তাঁহার ঐ সকল অধিকার অনেক কাল স্থায়ী হয় নাই। পরাক্রান্ত বেবিলন সম্রাটেরা অতি শীঘ্রই ঐ সকল স্থান গ্রহণ করেন। আর কাইরিণী উপনিবেশ-বাসী গ্রীকেরাও তৎকালে 'এপ্রিসের' বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সেনাগণকে নিহত করিল। মিসরীয় প্রজাবৃন্দও রাজ্যের এই সকল দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া রাজবিরুদ্ধে মিলিত হইতে লাগিল। রাজা আপন প্রিয়পাত্র 'আমোসিসকে' এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন— 'তুমি গিয়া প্রজাগণকে শান্ত কর'। প্রজারা আমোসিসকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিল।

আমোসিস অতি নীচ বংশজাত এবং পূর্ব্বে অনেক বিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজা হইয়া

উত্তমরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের সহিত তাঁহার সম্যক্ সৌহার্দ্দ হয়। বিশেষতঃ ‘সেমস’ দ্বীপের রাজা ‘পলিক্রেটিস্ ‘আমোসিসের’ পরম বন্ধু ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুর পর ইহাঁর পুত্র ‘সামেনিটস’ রাজা হয়েন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক কাল রাজ্য করিতে হয় নাই। পারস্য রাজ ‘কাম্বাইসিস্’ ছয় মাসের মধ্যেই মিসর আক্রমণ করিলেন, এবং কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি মিসরীয়দিগের পূজ্য জীবসমূহকে যুদ্ধক্ষেত্রে আপন সৈন্যের সম্মুখভাগে রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে ‘পেলুসিয়ম’ নগর অধিকৃত করিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই সমুদায় মিসর দেশ তাঁহার হস্তগত হইল। ৫৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার ঘটে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের পরাধীনাবস্থার বিবরণ।]

পারস্য রাজ ‘কাম্বাইসিস’ মিসর জয় করিয়া তত্রত্য প্রজাসাধারণের যথোচিত দুর্দ্দশা করেন; বিশেষতঃ তিনি মিসরীয় দেবতাদিগের সাতিশয় অগৌরব করিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি মেম্‌ফিস নগর জয় করিয়া তথায় যে, গো-রূপ ‘এপিস্’ দেব ছিলেন, তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আপন সৈন্যগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান করেন। মিসরীয়দিগের ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ নানা প্রকার অত্যাচার করাতে তাহারা পারসিক জাতির

একান্ত দ্বেষ্টা হইয়াছিল, সুতরাং সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহাচরণে নিবৃত্ত হইত না।

যখন প্রথম 'দরায়ুস্' পারস্যের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে মিসরীয়েরা অতি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ করে। তিন বৎসরের পর, পারস্য সম্রাট 'জরক্সিস' ঐ বিদ্রোহ দমন করেন। ইহার পর ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আর একটা বিদ্রোহ হয়। অবিরত পাঁচ বৎসর যুদ্ধের পর মিসরীয়েরা কিছু কাল স্বাধীন থাকে। সেই সময়ে 'আমিটিয়স' নামে এক ব্যক্তি তাহাদিগের রাজা হইয়াছিলেন। 'আমেটিয়সের' মৃত্যুর পর পারসিকেরা পুনর্ব্বার মিসর জয় করে। পুনর্ব্বার দ্বিতীয় 'নক্টানিবস' নামক মিসরের রাজা বিদ্রোহ উত্থাপন করেন। কিন্তু পারসিকেরা অতি মহৎ উদ্যম করিয়া বিদ্রোহের দমন করিল, এবং ইতিপূর্ব্বে মিসরীয় রাজবংশের প্রতি যেরূপ সদয়তা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগেরই হস্তে রাজ্যশাসনের ভার অর্পিত করিয়াছিল, এই বার আর তাহা করিল না। মিসররাজবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। এই অবধি 'আলেক্জাণ্ডারের' আগমন পর্য্যন্ত মিসরে আর বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিরা তদীয় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া লয়েন। মিসর দেশ 'টলমিসোটর' নামক এক জন বিচক্ষণ সেনাপতির ভাগধেয় হইয়াছিল। ইনি অপরাপর সেনানীগণের ন্যায়

নিরন্তর পরস্পর যুদ্ধে বলহানি না করিয়া কেবল আপন রাজ্যের রক্ষা ও উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি 'আলেক জান্দ্রিয়া' নগরে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া তথায় একটী রত্নাগার এবং পুস্তকালয় প্রস্তুত করেন, এবং অতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও কবিগণকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে তথায় বাস করান। ইহাঁর পুত্র 'টলমি ফিলাডেলফস্' ও তৎপুত্র 'টলমি যুর্জেটীস্' উভয়েই ইহাঁর অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও দেশীয় জনগণের বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা যুদ্ধেও ন্যূন ছিলেন না। সিরিয়া কাইরিণী ফিনিকিয়া প্রভৃতি তাবদ্দেশে ইহাঁদিগের অধিকার সম্ভূক্ত হইয়াছিল এবং'যুর্জেটীসের' সৈন্যগণ এক সময়ে বাকৃট্রিয়া পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিল।

টলমি বংশীয় এই তিন রাজা বিবধ সদ্গুণালঙ্কৃত ছিলেন, এবং যদি প্রাচীন মিসরীয়েরা নিতান্ত কুসংস্কারাবিষ্ট এবং একান্ত বৈদেশিকদ্বেষ্টা না হইত, বোধ হয়, তাহা হইলে উহারা গ্রীকদিগের স্থানে নানা সদ্বিদ্যার আলোচনা করিয়া পুনর্ব্বার সুসভ্য এবং পরাক্রান্ত হইতে পারিত। কিন্তু তাৎকালিক মিসরীয়েরা নানা দোষে দূষিত হইয়াছিল। উহারা আপনাদিগের পূর্ব্বকালগত মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া এমনি গর্ব্বিত হইয়াছিল যে গ্রীকদিগের স্থানে কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে চাহিত না। যখন প্রজাগণ বিদ্যোপার্জ্জনে পরাঙ্মুখ;

তখন রাজা একাকী কি করিতে পারেন? ক্রমে ক্রমে রাজাও দেখিলেন যে, মিসরীয়দিগের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। সুতরাং তাঁহারা প্রথমে যেরূপ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা পরিহার করিয়া যাহাতে আপনারা নানা উপভোগ সুখে কালযাপন করিতে পারেন, তাহারই পথ দেখিতে লাগিলেন।

ফলতঃ প্রথম তিন জন 'টলমির' পর ঐ বংশীয় অপর যে সকল রাজা মিসরে রাজ্য করেন, তাঁহারা অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য জঘন্য এবং অতীব ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছিলেন। চতুর্থ টলমির নাম 'ফিলেপোটর—ইনি না করিয়াছিলেন এমন দুষ্কর্ম্মই নাই। ইহাঁর পুত্র 'এপিফেনিস্' অতি বাল্য কালেই রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। সিরিয়া এবং মাসিডোনিয়ার রাজারা মিলিত হইয়া ইহাঁর রাজ্যাপহরণের উপক্রম করেন। তাহাতে ইহাঁর মন্ত্রিগণ রোমীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রোমীয়েরা ইহাঁর রাজ্য রক্ষা করে এবং সিরিয়া রাজকুমারী 'ক্লিওপেট্রার' সহিত ইহাঁর বিবাহ দিয়া সন্ধি বন্ধন করিয়া দেয়। পরে ইহাঁদের পুত্র 'ফিলোবিটর' রাজাসন প্রাপ্ত হয়েন। যতদিন ইহাঁর মাতা 'ক্লিওপেট্রা' জীবিতা ছিলেন, তাবৎ রাজ্যশাসনের এক প্রকার শৃঙ্খলা ছিল। কিন্তু ঐ বুদ্ধিমতী স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আর অত্যাচারের পরিসীমা রহিল না। রোমীয়েরা ক্রমে ক্রমে প্রবল

হইল, এবং পরবর্ত্তী 'টলমিগণ' নিতান্ত মূর্খ ও দুষ্টপ্রকৃতিক হইলেন। সুতরাং টলমি বংশীয় সর্ব্বশেষ মহিষী ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করিলে পর মিসর রাজ্য খৃষ্টের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রোমীয়দিগের হস্তগত হইয়া গেল।

রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হওয়া অবধি মিসর দেশের আর স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। রোমীয়েরা ইহার এমত শাসন করিতে লাগিল যে, প্রজাব্যূহ এক বারও বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারিল না। পরে যখন রোম রাজ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, মিসরীয়েরাও সেই সময়ে খৃষ্টান হইল, এবং যখন রোম সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইল, তখন মিসরীয়েরা আরবদিগের অধীনতা স্বীকার করিল।

পঞ্চম প্রকরণ।

য়িহুদীদিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[পালেষ্টিন দেশের প্রকৃতি।]

পুরাবৃত্তে য়িহুদী জাতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের ইতিহাস প্রাচীন হইয়াও নিতান্ত অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ নহে। বিশেষতঃ ইহারা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; এবং পৃথিবীর সকল দেশে বিকীর্ণ হইয়াও সর্ব্বত্রই আপনাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম, ভাষা, রীতি ব্যবহার প্রচলিত রাখিয়াছে। সুতরাং এই জাতির ইতিহাস পাঠে বিশেষ কৌতূহল জন্মে।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলে 'পালেষ্টিন' নামে একটী ক্ষুদ্র দেশ আছে। উহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে শত ক্রোশ পরিমিত এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তার ২৫ ক্রোশের অনধিক। এই দেশ পর্ব্বতময়। পর্ব্বততলী সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীগণ প্রবাহিত হওয়াতে তৎসমুদয় স্থান যেমন উর্ব্বর ছিল, এক্ষণে আর তেমন নাই। বোধ হয়, কৃষিকার্য্যের বিশৃঙ্খলা হওয়াতেই এইরূপ হইয়া থাকিবে।

এই দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রণেতা যিশুখৃষ্টের জন্ম হয়। অতএব খৃষ্টানেরা ইহাকে পুণ্যভূমি বলে, এবং ইহার অনেক স্থানকে পুণ্যতীর্থ-স্বরূপ জ্ঞান করে। বিশেষতঃ 'রোমান কাথলিক' সম্প্রদায়ের খৃষ্টানেরা পালেষ্টিনের প্রধান নদী 'জর্ডানের' জলের এমত পাবনী শক্তি আছে মনে করে যে, প্রতিবর্ষে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ইউরোপের নানা দেশ হইতে যাইয়া তথায় স্নান দান করিয়া আইসে। পালেষ্টিনের প্রধান নগর 'যিরুসালেম'ও অতি বিখ্যাত পুণ্যধাম। খৃষ্টান যাত্রিকের তথাকার প্রসিদ্ধ মঠ এবং সমাধিস্থান সকল সন্দর্শনাভিলাষে নানা দেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীরাও পালেষ্টিনের অনেক স্থানকে তীর্থস্বরূপে মান্ত করিয়া থাকে।

তীর্থস্থানমাত্রেই নানাপ্রকার কৃত্রিম অদ্ভুত ব্যাপার অবস্থাপিত হইয়া থাকে। পালেষ্টিনেও সেইরূপ চাতুর্য্যের অসদ্ভাব নাই। একটী স্থান আছে, যেখানকার মৃত্তিকা, খড়িসংযোগে কিঞ্চিৎ শুভ্রবর্ণ দেখায়। কিন্তু রোমান কাথলিক যাজকেরা বলেন যে, যিশুখৃষ্টের মাতা 'মেরিয়ম কুমারী' এক দিন যিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময়ে তাঁহার দুগ্ধ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, সেই দুগ্ধসংযোগেই তথাকার মৃত্তিকা অদ্যাপি শুভ্রবর্ণ হইয়া আছে। উহাঁরা আরও বলিলেন যে সে মৃত্তিকার এমত গুণ যে, স্বল্প দুগ্ধবতী প্রসূতিরা তাহা ধৌত করিয়া পান করিলে অচিরাৎ বহুদুগ্ধবতী হইতে পারেন। পালেষ্টিনে একটী

গণ্ডশৈল আছে। প্রাগুক্ত যাজকেরা কহেন যে, তাহার উপলখণ্ড সমুদায় স্বভাবতঃ আঙ্গুর, পেস্তা দাড়িম্বাদি সুখাদ্য ফলের আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই বলিয়া তাঁহারা যাত্রীদিগের স্থানে পাতরের নুড়ি বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পালেষ্টিন দেশটী সমুদায়ই তীর্থস্থান। তথায় পদে পদে এইরূপ আশ্চর্য্যজনক পদার্থ দর্শন, এবং অতি অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়।

এই দেশের প্রাকৃতিক আশ্চর্য্যদর্শনের মধ্যে 'মরুসাগর' সর্ব্বাগ্রেই বর্ণনীয়। এই সাগরের জল অত্যন্ত লবণাক্ত। ইহাতে মৎস্যাদি কোন জলজন্তু বাস করিতে পারে না, এবং ইহার চতুর্দ্দিক জলশূন্য মরুভূমি—কোথাও একটী তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মরুসাগরে 'জর্ডান' নদীর জল আসিয়া পড়ে এবং সেই সাগরের সহিত মহাসমুদ্রের কোন প্রকাশ্য সংযোগ নাই, অথচ মরুসাগর কদাপি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে না। ইহাতে কোন কোন ভূগোলবেত্তা অনুমান করেন যে, মরুসাগরের সহিত কোন প্রকারে পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়া মহাসমুদ্রের সংযোগ অবশ্যই আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[য়িহুদী জাতি কর্ত্তৃক পালেষ্টিন জয়।]

কথিত আছে যে, নোয়ার মধ্যম পুত্র সেমের বংশে 'ইব্রাহিম' নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইব্রা-

হিমের জন্মভূমি কাল্ডিয়ার লোকেরা সেই সময়ে নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া সদসদ্‌জ্ঞান-বিবর্জিত হইয়াছিল। ইব্রাহিম তাহাদিগের মতের দোষোদ্ঘোষণ করত জনসমূহকে ব্রহ্মবাদ এবং প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রণালী শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে তাহারা সকলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তজ্জন্য মহাত্মা ইব্রাহিম নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করত পালেষ্টিন দেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে 'আইজাক' নামে তাঁহার পুত্র পালেষ্টিনেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু আইজাকের পুত্র 'য়াকব্' একদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পালেষ্টিন পরিত্যাগ করিয়া মিসর দেশে যাইয়া বাস করেন। য়াকবের দ্বাদশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ 'যোসেফ' মিসর রাজ্যের মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়া নিজ অসাধারণ বুদ্ধিবলে রাজ্যের সমূহ উপকার এবং সোদরবর্গেরও ভাবি উন্নতির উপায় সাধন করিয়া যান।

য়াকবের দ্বাদশ পুত্র হইতে য়িহুদী জাতির দ্বাদশ গোত্র উৎপন্ন হয়। উহারা বহু কাল মহাসুখে মিসরে নিবাস করে। পরে মিসরীয়েরা উহাদিগের প্রাবল্য দর্শনে মৎসরভাবাপন্ন হইয়া উহাদিগকে বিবিধ প্রকারে পীড়া দিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে 'মুসা' নামে এক মহানুভাব ব্যক্তি য়িহুদীগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বজাতীয় জনসমূহকে মিসরীয়দিগের হস্ত হইতে

পরিত্রাণ করিবার উপায় করেন। তিনি সমুদায় য়িহুদীগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া বর্ত্তমান 'কাইরো' নামক স্থানের নিকট যাত্রা করেন, এবং উহার দক্ষিণ পূর্ব্বদিক্‌স্থ 'গোসেন' নামক প্রদেশ উত্তীর্ণ হইয়া 'সুয়েজ' উপসাগর পার হইয়া আরবের এক স্থানে উত্তীর্ণ হয়েন। ঐ প্রদেশ পর্ব্বতময় এবং ভয়ঙ্কর মরুভূমি। য়িহুদীরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর স্থানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই-রূপে উহাদিগের এক পুরুষকাল গত হয়। পরে যখন উহাদিগের সন্ততিগণ পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অতীব সাহসিক এবং বিক্রমশালী হইয়া উঠিল, তখন মুসা তাহাদিগকে উত্তরাভিমুখে লইয়া গিয়া পালেষ্টিন দেশ দর্শন করাইলেন, এবং সেই দেশ জয় করিবার আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

মুসার মৃত্যু হইলে পর 'জসুয়া' নামক এক জন যুদ্ধবীর য়িহুদীদিগের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শাসনকালে য়িহুদীরা পালেষ্টিন দেশের অনেক ভাগ জয় করে। ক্রমে ক্রমে উহারা তদ্দেশাধিবাসী 'কানানেব' সন্তানগণকে বিনষ্ট নির্ব্বাসিত বা দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া আপনারা সমুদায় দেশ অধিকার করে।

সমুদায় দেশ অধিকৃত হইলে য়িহুদীরা যেমন আপনারা দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত ছিল, তেমনি সমুদায় দেশ-

টীকেও দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া লইল। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, 'লেবির' বংশসম্ভূত যাজকগণ আপনা-দিগের নিমিত্ত কোন স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড লইল না। তাহারা সমুদায় দেশের উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ অবধারিত হইল। আর যোসেফের দুই সন্তান হইতে যে দুই গোত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা উভয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভূমি প্রাপ্ত হইল। পরন্তু উক্তদ্বাদশ ভাগ সমান হয় নাই। যে গোত্রে যত গুলি লোক ছিল, সেই গোত্রে তত অধিক বা অল্প ভূমিসম্পত্তি প্রদত্ত হইল। খৃষ্টের ১৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে য়িহুদীরা পালেষ্টিনে বাস আরম্ভ করে। তখন উহাদিগের লোকসঙ্খ্যা ৬,০১,৭৩০ ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

[য়িহুদী জাতির অভ্যুদয় ও পরে ক্রমশঃ পুনর্ব্বার হীনাবস্থা প্রাপ্তি।]

য়িহুদীরা পালেষ্টিন জয় করিয়া প্রথমে এক প্রকার কুলতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপিত করে। উহাদিগের বার গোত্রে বারজন বিচারপতি নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা স্ব স্ব গোত্রের সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যুদ্ধকালে তাঁহারা সেনাপতি হইয়া স্ব স্ব গোত্রের লোক-দিগকে লইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইতেন, আর শান্তির সময়ে তাঁহারা নিজ নিজ গোত্রীয়দিগের ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি যাবতীয় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু

কোনসাধারণ বিপদ উপস্থিত হইলে সমুদায় দ্বাদশ গোত্রের লোক একত্র মিলিত হইয়া এক জন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিত। তিনি সাধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

পরন্তু উক্ত বিচারপতিগণ স্ব স্ব গোত্রে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিতেন, এমন নহে। তাঁহাদিগকে লেবিবংশসম্ভূত যাজকমণ্ডলীর মত লইয়া কর্ম্ম করিতে হইত। য়িহুদীদিগের এমন বিশ্বাস ছিল যে, যাজকেরা স্বয়ং "য়াভেঃ" (য়িহুদীগের আরাধ্য দেবতা) কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিচারপতিগণকে পরামর্শ প্রদান করেন। সুতরাং জনসাধারণের ঐরূপ বিশ্বাস থাকাতে পালেষ্টিনে যাজকমণ্ডলীর অসীম ক্ষমতা ছিল। অতএব য়িহুদীদিগের এতৎকালিক শাসন প্রণালীকে যাজকতন্ত্রতা বলিলেও বলা যায়।

এইরূপ শাসন প্রণালী ৩০০ বৎসর প্রচলিত থাকে। তন্মধ্যে য়িহুদীরা অনেক সময়ে বিশিষ্ট শৌর্য্যে বীর্য্য প্রকাশ করে, এবং চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুসমূহকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিয়া দিন দিন প্রভূত সম্পত্তিশালী এবং বিলক্ষণ সভ্য হইয়া উঠে। পরে তাহাদিগের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। 'সল্' নামে এক ব্যক্তি সমুদায় পালেষ্টিনের রাজা হইলেন। তাঁহার পর 'দাউদ' রাজা হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ শত্রু সমুদায়কে পরাজয় করত য়িহুদী নামের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। দাউদের পুত্র জগদ্বিখ্যাত

'সলিমান'ভূপতির রাজ্যকালে পালেষ্টিনের সমৃদ্ধির একশেষ হইল। য়িহুদীরা যেমন কৃষিকার্য্যে এবং যুদ্ধে নিপুণ হইয়াছিল,তেমনি বাণিজ্যেও আপনাদিগের প্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ফিনিকীয়দিগের সহায়তায় নানাপ্রকার শিল্প কার্য্যেও মতিমান হইয়া উঠিল।

'সলিমান' রাজার মৃত্যু হইলে পর রাজ্যটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। তন্মধ্যে যে ভাগ উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল, তাহার নাম 'ইস্রাইল' হইল। আর দক্ষিণ দিকস্থ রাজ্যভাগ 'য়িহুদা' নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই দুই ভাগের রাজারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে অপর জাতীয় লোককর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্য্য এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। পরে খৃষ্টের ৭২২ বৎসর পূর্ব্বে 'নিনেবা' নামক বিখ্যাত নগরের রাজা ইস্রাইল রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং তত্রত্য সকল লোককে রণ-বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। সেই বন্দীকৃত দুর্ভাগ্যদিগের অন্তিম দশা যে কি হইল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

য়িহুদা রাজ্য ইহার পরেও কিছুকাল স্বাধীন অবস্থায় ছিল। পরে খৃষ্টের ৫৮৮বৎসর পূর্ব্বে বেবিলন নগরীর রাজা নেবুকডনেসর য়িহুদা আক্রমণ করিলেন,তাহার রাজধানী য়িরুসালেম নগর বিনষ্ট করিলেন, এবং বহু সহস্র লোককে রণবন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। এই ঘটনার ৫০ বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টের ৫৩৮ বৎসর পূর্ব্বে, যখন

পারস্য দেশের দিগ্‌জেতা মহীপাল 'সাইরস্' বেবিলন্ নগর জয় করেন, তখন তিনি য়িহুদীদিগকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেন। উহারা তাঁহার অনুমত্যনুসারে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার যিরুসালেম নগর নির্ম্মাণ করে।* পালেষ্টিন দেশ তদবধি পারস্য রাজা-দিগের অধীন হইয়া থাকে। পরে আলেক্‌জাণ্ডর পারস্য জয় করিলে তৎসহ পালেষ্টীন দেশও তাঁহার অধীন হয়। যখন গ্রীক জাতির প্রাদুর্ভাব শেষ হইল, এবং রোমী-য়েরা প্রবল হইয়া উঠিল, তখন পালেষ্টীন রোম সাম্রা-জ্যের অন্তর্গত হয়। যখন পালেষ্টীনে রোমীয়দিগের অধিকার, সেই সময়ে যিশুখৃষ্টের জন্ম হয়। রোমান-শাসনকর্ত্তার আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু য়িহুদী-রাই তাঁহার নামে জাতীয়ধর্ম্ম দূষক বলিয়া অভিযোগ উপ-স্থিত করিয়া তাঁহার প্রাণবধে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিল। ইহার পর য়িহুদীরা পুনপুনঃ স্বাধীন হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করে। রোমীয়েরা তাহাতে একান্ত বিরক্ত হইয়া পরি শেষে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপেই দমন করিল, এবং একে বারে য়িহুদী জাতিকে স্বদেশ হইতে নির্ম্মূল করিয়া পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। য়িহু-দীরা সেই অবধি আর কখন আপনাদিগের দেশে মিলিত হইতে পারে নাই। কিন্তু উহারা যে যেখানে থাকুক না কেন, সকলেই এমত প্রত্যাশা করে যে, জগদীশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার একত্র করিয়া স্বদেশে স্থান দান করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

[য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম প্রণালী এবং জাতীয় প্রকৃতি।]

য়িহুদীদিগের রাজ্যশাসন প্রণালীর বিবরণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে উহাদিগের ধর্ম্ম প্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। য়িহুদীদিগের প্রধান ধর্ম্ম ব্রহ্ম বাদ। উহারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিত, এবং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অত্যন্ত দূষ্য বোধ করিত। য়িরুসালেম নগরে সলিমান-বিনির্ম্মিত প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে একখানি বেদীর উপর দুই দেবদূতের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। য়িহুদীরা বিশ্বাস করিত যে, তদুভয়ের মধ্যে যে শূন্য স্থান ছিল, তথায় জগদীশ্বর স্বয়ং আবির্ভূত থাকিতেন। যাজকেরা কোন বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বর সেই স্থান হইতে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই স্থানে অন্যান্য বিবিধ অদ্ভুত ব্যাপারও সংঘটিত হইত।

য়িহুদীরা ঈশ্বরকে য়াভেঃ বা 'যেহোভা' নামধেয় করিয়াছিল। যে সকল লোক যেহোভার উপাসনা না করিয়া অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিত, তাহারা উহাদিগের মতে ম্লেচ্ছ বলিয়া গণ্য হইত। অগ্নিতে হোম ও পশূপহার প্রদান করাই যেহোভা উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। কিন্তু সকল পশুর মাংস বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। য়িহুদীরা শূকরমাংসকে অত্যন্ত অপবিত্র জ্ঞান করিত।

বাল্যকালে ত্বক্‌চ্ছেদ করা য়িহুদীদিগের প্রধান সংস্কার ছিল।

য়িহুদীরা আপনাদিগের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী নানাজাতীয় লোকের অনুকৃতি পরবশ হইয়া কখন কখন অন্যান্য দেব দেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইত। তাহাদিগের ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে যে, যখন তাহারা এইরূপ করিয়াছে, তখনই শত্রুগণের নিকট পরাভবপ্রাপ্ত হইয়াছে, ও অন্যান্য প্রকারেও বিস্তর দুঃখ পাইয়াছে।

য়িহুদীদিগের মনে মনে পরকীয় ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ দৃঢ়তর বিদ্বেষ থাকাতে উহারা কখনই অন্য জাতীয় লোকদিগের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ উহাদিগের আচার পদ্ধতি অতি দৃঢ়বদ্ধ এবং যত্নপূর্ব্বক সংরক্ষিত হইয়াছিল। উহারা অপর সকল লোককে ধর্ম্মবিহীন এবং সদাচার জ্ঞানবিহীন বলিয়া অবজ্ঞা করিত। এবং কাহার সহিত মিলিত হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিত না। উহারা ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ন্যায় চিরকাল আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং বস্তুগত্যা অনেকানেক বিষয়েই বিশিষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

য়িহুদীদিগের ধর্ম্মপুস্তকের নাম 'বাইবল্'। ইহার সমুদায় অংশ কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক, অথবা কোন এক সময়ে বিরচিত নহে। য়িহুদীজাতির ইতিহাস লেখাই ইহার কোন কোন ভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ

হয়, আর কোন্ কোন অংশে তজ্জাতীয়দিগের আচার ব্যবহারাদির নিয়মনির্দ্দেশও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ইহার কোন কোন খণ্ড অত্যুৎকৃষ্ট কবিতায় পরিপূর্ণ। এই পুস্তকের কোন্ অংশ কাহা কর্ত্তৃক কোন্ সময়ে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা সমুদায় সবিশেষ নির্ণীত হয় নাই। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহার কোন কোন ভাগ খৃষ্টের অন্যূন তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হয়, আর কোন কোন অংশ খৃষ্টের তিন শত বর্ষ পরে প্রণীত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া খৃষ্টানদিগের 'নূতন বাইবল্' এবং মুসলমানদিগের 'কোরাণ' প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানেরা য়িহুদী বাইবলের মতানুযায়ী কতকগুলি আচার ব্যবহারও গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু খৃষ্টানেরা প্রায় সে সকল আচারগত নিয়ম পরিত্যাগ করিয়াছে।

এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, য়িহুদীরা জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়া মানবসাধারণের কি উপকার করিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্যই উত্তর করা যাইতে পারে যে, তাহারাই ইউরোপ প্রভৃতি পৃথিবীর পশ্চিমাঞ্চলে একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তিত করে। সে সকল দেশের পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কদাপি সে ধর্ম্ম প্রবল হইতে পারে নাই; অর্থাৎ পূর্ব্বে উহা কোন দেশের জাতীয় ধর্ম্ম ছিল না, য়িহুদীরাই ব্রহ্মবাদকে জাতীয় ধর্ম্ম করিয়া যায়;

য়িহুদীরা আপনাদিগের প্রাচীন আচার পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাও দেখাইতেছে যে, আচার প্রণালী বিবর্জ্জিত ধর্ম্মবাদ কদাপি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জনসাধারণের উপকারী হইতে পারে না।

ষষ্ঠ প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[ফিনিকিয়া দেশ এবং ফিনিকীয় লোকের প্রকৃতি।]

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলে ফিনিকিয়া দেশ ছিল। এক্ষণে সে স্থান তুরুস্করাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। এই দেশ অতি ক্ষুদ্র। দক্ষিণে 'টাইয়র' নগরী হইতে উত্তরে 'আরাডস্ নগর পর্য্যন্ত উহা দৈর্ঘ্যে ৬০ ক্রোশ পরিমিত এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্ব্বে 'লিবেনাস্' পর্ব্বত পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার ১০ ক্রোশের অনধিক। এই দেশের জল বায়ু অতি উত্তম, ভূমিও সাতিশয় উর্ব্বরা। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী লিবেনাস্ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া ইহার ভিতর দিয়া সমুদ্রে যায়। সময়ে সময়ে তাহাদিগের জল বৃদ্ধি হইয়া উভয় কূল প্লাবিত

করে। তন্মধ্যে 'আডোনিস্' নামক নদী সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ।

ফিনিকিয়ার প্রান্তবর্ত্তী সমুদ্রভাগে এক প্রকার মৎস্ত জন্মিত। সেই মৎস্ত হইতে প্রাচীন ফিনিকীয় লোকেরা অতি সুন্দর লাল রং প্রস্তুত করিত। এক্ষণে হয় ত, সেই মৎস্ত আর জন্মে না, অথবা কেহই তাহার তাদৃশ গুণ অবগত নহে। ফলতঃ প্রাচীন ফিনিকীয়দিগের ন্যায় এক্ষণে কোথাও কেহই তাদৃশ লাল রং প্রস্তুত করিতে পারে না। ফিনিকিয়ার সমুদ্রকূলের বালুকা হইতে অতি উত্তম কাচ প্রস্তুত হইত। লিবেনস্ পর্ব্বতের খনি হইতে তাম্র এবং লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আর দেবদারু জাতীয় সরল শাল প্রভৃতি অনেক প্রকার উত্তমোত্তম বৃক্ষ ঐ পর্ব্বতে জন্মে। পূর্ব্বোক্ত স্রোতস্বতীর-যোগে অতি অল্প পরিশ্রমেই সেই সকল কাষ্ঠ সমুদ্রতীরে উপনীত করা যায়, এবং তথায় পোতাশ্রয় সকল এমত প্রশস্ত ও সামুদ্রিক উৎপাতশূন্য যে, তাহাতে অব্যাঘাতে অর্ণবযান নির্ম্মিত ও সুরক্ষিত হইতে পারে। এই সকল কারণে প্রাচীন ফিনিকীয়েরা সর্ব্বাগ্রেই বণিক্‌বৃত্তির সোপান অবলম্বন করিয়াছিল।

বিশেষতঃ তাহাদিগের দেশ তাৎকালিক সমুদায় সুসভ্য জনপদকর্ত্তৃক পরিবৃত ছিল। পূর্ব্বদিকে সিরিয়া, বেবিলন্ পারস্ত; দক্ষিণ ভাগে জুডিয়া এবং মিসর; উত্তরে ফ্রিজিয়া, লিডিয়া এবং গ্রীস, আর পশ্চিমে ভূমধ্য-

সাগরের দুই দিকে পৃথিবীর দুই খণ্ড। অতএব স্থলপথে পূর্ব্ব অঞ্চলের দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া জল-পথে যতদূর ইচ্ছা সেই সকল দ্রব্য লইয়া যাইবার নিমিত্ত ফিনিকীয়-দিগের বিলক্ষণ সুবিধা ছিল। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে ফিনি-কিয়াই পৃথিবীর পূর্ব্ব এবং পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্যের দ্বারস্বরূপ হইয়াছিল। প্রাচীন ফিনিকীয় লোকেরা ককেসীয়বর্ণসভুক্ত সেমেটিক জাতীয় ছিল। অতএব বুদ্ধি, বিদ্যা, অধ্যবসায় প্রভৃতি কোন গুণেই কোন জাতি অপেক্ষা তাহারা হীন ছিল না। বর্ত্তমান য়িহুদী এবং প্রাচীন ফিনিকীয় জাতি উভয়েই প্রায় এক প্রকার লোক। উহাদিগের ভাষা এক, জাতীয় লিপিও এক প্রকার, এবং আকারও সমান ছিল।

ফিনিকীয়েরা অধিকাংশই বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর সমূহে আসিয়া বাস করিত। তদিতর স্থানে অতি অল্প লোকের বাস ছিল। ফিনি-কিয়ার প্রধান নগর ছয়টী; যথা আরাডস্, ট্রিপলিস বাইব্রস, বেরাইটস, সাইডন, এবং টাইয়র্। তন্মধ্যে টাইয়র নগর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল নগরের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল ট্রিপলিস্ এবং বেরাইটস বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বকালে যে টাইয়র নগরীর গৌরবের ইয়ত্তা ছিল না, যাহাকে কবিগণ সুবর্ণময়ী বলিয়া বর্ণন করিতেন, যাহারা এক একজন বণিক্ অপরাপর-দেশীয় রাজাদিগের অপে-

ক্সা ও প্রভৃত সম্পত্তিশালী ছিল, এক্ষণে সেই টাইররের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। তথায় এক্ষণে যে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র আছে, তাহার অধিকাংশ লোকেই জালজীবী—তাহারা আপনাদিগের বাসস্থানকে 'সুর' বলে।

নব্য পর্য্যাটকেরা ফিনিকিয়ার প্রাচীন নগরাদির প্রধ্বস্তাবশেষ দেখিয়া বলেন যে, ইতিহাসে এই দেশের যে প্রকার গৌরব প্রকাশিত আছে, তাহার কিছুই অত্যুক্তি নহে, সমুদায়ই স্বরূপ বর্ণন।

পরন্তু ফিনিকীয়দিগের এই সকল কীর্ত্তির অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও ক্রমে ক্রমে যাইতেছে। কিন্তু তাহারা বুদ্ধিবলে যে কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছে, তাহা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে। ফিনিকীয়েরাই ইউরোপে বর্ণলিপিজ্ঞান প্রচারিত করে, তাহারই প্রথমে মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত করে, তাহাদিগের দ্বারাই পরিমাণ-নিয়ম প্রকাশিত হয়, এবং তাহারাই নানা দেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়া চতুর্দ্দিকে বণিগ্‌বৃত্তির বীজ বপন করে। প্রাচীন ফিনিকীয় জাতি, মনুষ্য-সমাজের এইরূপ উপকার করিয়া গিয়াছে বলিয়াই সকলে তাহাদিগের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে অদ্যাপি সমুৎসুক হইতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[ফিনিকীয়দিগের রাজ্য-শাসন এবং ধর্ম্ম প্রণালী।]

ফিনিকীয় জাতির রাজ্যশাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা সবিশেষ জানা যায় নাই। এই মাত্র অবগতি আছে যে, প্রথমে ফিনিকিয়ায় নগরে নগরে এক এক জন কর্তৃত্ব করিতেন, পরে টাইয়র নগরী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর হইয়া অপর সকলকেই আপনার অধীন করিয়াছিল। কিন্তু টাইয়রের প্রাধান্যের পরেই হউক, কি পূর্ব্বেই হউক, ফিনিকিয়াতে কখন কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্তৃত্ব করিতে পারেন নাই। শাসন-কর্তৃগণ সর্ব্বকাল আঢ্য প্রজামণ্ডলীর মতানুবর্ত্তী হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত আছে যে, কোন সময়ে ফিনিকীয়েরা আপনাদিগের শাসনকর্তৃগণের রাজোপাধি রহিত করিয়া উহাদিগকে 'সফেতী' অর্থাৎ প্রধান শান্তিরক্ষক নামে অভিহিত করিয়াছিল। ইহাতেই বোধ হয় যে, এসিয়া খণ্ডের অপরাপর দেশে যে প্রকার রাজতন্ত্রতা চির-প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, বণিগ্‌বৃত্তিপরায়ণ ফিনিকীয়দিগের মধ্যে সেরূপ হইতে পারে নাই।

ফিনিকীয়দিগের ধর্ম্মপ্রথায় অনেক দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে 'বেল্‌সীমন্' 'আষ্টার্টি' এবং 'মেলিকর্টস' নামে তিনটী দেবতাই প্রধান। বেল্‌সীমন

শব্দের অর্থ স্বর্গাধিপতি, অর্থাৎ সূর্য্য। আমাদিগের সন্ধ্যা বন্দন কালে সূর্য্যোপস্থানের যেরূপ প্রথা আছে বেলসীমনের উপাসনাও অবিকল সেইরূপে নির্ব্বাহিত হইত। বেলসীমনের আরও অনেকগুলি নাম ছিল, যথা—'থামজ' 'আডোনিস' ইত্যাদি। আষ্টার্টি শব্দের অর্থ স্বর্গাধীশ্বরী। অনেক প্রাচীন জাতিই স্নিগ্ধরশ্মি চন্দ্রকে স্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে*। ফিনিকীয়েরা চন্দ্রকে আষ্টার্টি দেবী বলিয়া পূজা করিত। কিন্তু আষ্টার্টির অনেক রূপভেদ ছিল। যেমন আমাদিগের ভগবতীর নানারূপ, ফিনিকীয়দিগের আষ্টার্টিরও সেই প্রকার নানা রূপ কল্পিত হইয়াছিল। নূতন বৎসরের প্রথম দিনে অত্যন্ত সমারোহ পূর্ব্বক এই দেবীর পূজা হইত। কথিত আছে, সেই দিন স্ত্রীলোকেরা সকলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া ইহাঁর পূজা করিত।

ফিনিকিয়া দেশে আডোনিস্ নামে একটী নদী ছিল। বর্ষাকালে তাহার জল ঘোর রক্তবর্ণ হইত। তাহার কারণ লিবেনস্ পর্ব্বতে এক প্রকার গিরিমাটি ছিল; বর্ষার জলে সেই মৃত্তিকা ধৌত হইয়া নদীতে পড়িত। কিন্তু ফিনিকীয় কবিগণ তাহার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে, একদা বেল্‌সীমন দেবের অবতারস্বরূপ পরম সুন্দর আডোনিস্ নামা কোন পুরুষকে সন্দর্শন করিয়া বীনস্ দেবী তাঁ-

---

* বেদেও 'রয়ি শব্দোক্ত চন্দ্রমা স্ত্রী প্রকৃতি বোধক।

হার রূপে একান্ত মোহিত হয়েন। 'মার্স' দেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বন্যশূকরের মূর্ত্তি ধারণ করত আডোনিসকে নষ্ট করেন। আডোনিস্ যমলোক গমন করিলে, তথাকার দেবী 'প্রসর্পীন্' তাঁহকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু আডোনিস মরিলেও বীনস্ তাঁহার প্রতি অনুরাগশূন্য হয়েন নাই। তিনিও আডো-নিসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যমলোকে গমন করিলেন। তথায় প্রসর্পীনের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ হইল। পরে উভয়ের সম্মতিক্রমে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে, আডোনিস ছয় মাস বীনসের সহবাস করিবেন, আর ছয় মাস প্রসর্পীনের নিকট থাকিবেন। ফিনিকীয়েরা কহিত যে. বন্য বরাহের দন্ত বিদ্ধ হইয়া আডোনিসের শরীর হইতে যে শোণিত প্রক্ষুত হইয়াছিল, তাহাতেই নদী রক্তবর্ণ হয়। অতএব সেই সময় তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা আডোনিসের অপমৃত্যুর নিমিত্ত নানা প্রকার শোক সন্তাপ প্রকাশ করিত।

পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এই পৌরাণিক বৃত্তা-ন্তের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। তাঁহারা বলেন আডো-নিস অর্থে উত্তরায়ণ এবং প্রসর্পীন অর্থে দক্ষিণায়ন, আর বন্যশূকর অর্থে হেমন্ত ঋতু। অর্থাৎ সূর্য্য হেমন্ত ঋতুকর্ত্তৃক দক্ষিণায়নে প্রেরিত হইয়া ছয় মাস প্রসর্পীনের সহিত বাস করেন, আবার সেই ছয় মাস অতীত হইলে উত্তরায়ণ অথবা বীনস দেবীর সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন।

মেলিকর্টস দেবের উপাসনা অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। কোন অর্ণবযান চড়ায় ঠেকিয়া বদ্ধ হইলে, কিম্বা প্রতিকূল বায়ু কর্ত্তৃক বাণিজ্য কার্য্যের কোন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইলে অথবা অন্য কোন প্রকার দুর্দ্দৈব ঘটিলে, ফিনিকীয়েরা এই দেবতার উদ্দেশে নরবলি প্রদান করিত। অন্যের কথা কি, পিতা মাতারা স্বয়ং আপনাদের প্রিয়তম শিশু সন্তানদিগকে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মেলিকর্টস দেবের তুষ্টি সম্পাদনদ্বারা দুর্দ্দৈব নিবারণের চেষ্টা পাইতেন।

প্রাচীন ফিনিকীয়গণ বাণিজ্য কার্য্যেই মনঃ, প্রাণ, সমর্পণ করিয়া তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। উহারা স্থলপথে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত লোক প্রেরণ করিয়া এতদ্দেশীয় পণ্য সামগ্রী সমুদায় লইয়া যাইত, আর আপনারা জলপথে ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরে 'বৃটন' এবং কদাচিৎ বাল্টিক সাগর পর্য্যন্ত গমন করিত। স্পেনের স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু—ইংলণ্ডের রঙ্গ—বাল্টিক সাগরের অম্বর—'সরকেসিয়ার' স্বরূপ দাস দাসীগণ—আর্ম্মিনিয়ার অশ্ব এবং অশ্বতর সমূহ—ভারতবর্ষের বস্ত্র, হস্তিদন্ত, আবলুস কাষ্ঠ—পালেষ্টিনের শস্য, মধু, তৈল এবং গঁদ—সিরিয়ার উর্ণা এবং এইরূপ নানা দেশের নানা প্রকার উপাদেয় দ্রব্য, ফিনিকিয়ায় আনীত হইত। ফলতঃ ফিনিকীয় জাতি ব্যতিরিক্ত প্রাচীন কালে আর কেহই এমত বিস্তীর্ণ বাণিজ্য-প্রণালী উন্মুক্ত করিতে

পারে নাই। পাছে অন্য কেহ সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ অবগত হয়, এই হেতু তাহারা বিশেষ সতর্ক থাকিত। অন্য কোন দেশের অর্ণবযান তাহাদিগের জাহাজের সমভিব্যাহারী হইয়াছে দেখিলেই তাহারা যে প্রকারে পারুক, ছলে বলে সেই বিদেশীয় জাহাজকে বিপথগামী করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইত। যদি কিছুতেই তাহাকে সঙ্গছাড়া করিতে না পারিত, তবে পরিশেষে আপনারা মৃত্যু স্বীকার করিয়াও বিপথে চলিয়া যাইত, অথবা আপনাদিগের জাহাজ ডুবাইয়া দিত, ইহাতে পরকীয় অর্ণবপোতও স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে না পারিয়া অকূল সমুদ্রমধ্যে বিনষ্ট হইত।

এইরূপে ভূমণ্ডলের তাৎকালিক সমুদায় বাণিজ্য কার্য্যই ফিনিকীয়দিগের হস্তগত হওয়াতে ফিনিকীয়েরা যে অর্ণব গমনে বিশিষ্ট নিপুণ হইবে, তাহার সন্দেহ কি? সেই সময়ে কোন দেশের রাজা যদি অর্ণবযান প্রস্তুত করিবার মনন করিতেন, তবে ফিনিকীয় কারুগণের দ্বারাই তৎকর্ম্ম সম্পন্নকরাইতেন।যদি সমুদ্রপথে কোন দূর দেশে যাইবার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলেও ফিনিকীয় নাবিকদিগের সহায়তা গ্রহণ না করিলে কার্য্য-সিদ্ধ হইত না। নেকো নামা মিসর দেশীয় মহীপাল আফ্রিকা খণ্ডের দক্ষিণ ভাগ কিরূপ, তাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে কতকগুলি ফিনিকীয় নাবিক নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। উহারা লোহিত সাগরে

অর্ণবযান আরোহণ করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ মুখে গমন করত উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া পুনর্ব্বার উত্তর মুখে আসিয়া জিব্রাল্টরপ্রণালী দ্বারা ভূমধ্যসাগরে প্রবিষ্ট হয়, এবং পুনরায় মিসরদেশে নীল নদীর মুখে উপনীত হয়। এই পরিবেষ্টন কর্ম্মে উহাদিগের পূর্ণ তিন বৎসর গত হইয়াছিল।

কিন্তু যদিও ফিনিকীয়েরা অর্ণবগমনে প্রাচীন কালের সকল লোক অপেক্ষা অধিক পটু হইয়াছিল, তথাপি চুম্বক প্রস্তরের গুণ তাহাদিগের জানা ছিল না, এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যাতেও এক্ষণকার ইউরোপীয়দিগের ন্যায় তাহাদিগের জ্ঞান জন্মে নাই। বিশেষতঃ তাহারা এক্ষণকার জাহাজের ন্যায় সুবৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারিত না। এই সকল কারণে তাহারা কদাপি অকূল সমুদ্রের মধ্য দিয়া পোত চালন করিতে সাহস করিত না। যেখানে যাউক না কেন, ক্রমাগত কূলের নিকট দিয়াই যাইত—একবার কূল অদৃশ্য হইলে অমনি পথ-ভ্রান্ত হইয়া মারা পড়িত। এই হেতু তাহাদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যে অত্যন্ত দীর্ঘকাল লাগিত।

সমুদ্রযাত্রায় দীর্ঘকাল লাগিলেই একেবারে অধিক খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে লইবার আবশ্যকতা হয়। কিন্তু তরী সকল ক্ষুদ্র হইলে তাহাতে একেবারেঅধিক পণ্যদ্রব্যও সমধিক খাদ্য সামগ্রী ধরিতে পারে না। ফিনিকীয়দিগের সমুদ্রগমন প্রণালীতে উক্ত দুই দোষই ছিল; সুতরাং

তাহাদিগের পথিমধ্যে অনেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। তাহাদিগের ঔপনিবেশিকেরাও অতি অল্পকাল মধ্যে স্ব স্ব অবস্থানের চতুর্দ্দিকে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া সাতিশয় প্রবল ও অর্থশালী হইয়াছিল। ফিনি-কীয়দিগের উপনিবেশ নানা স্থানে সংস্থাপিত হয়; তন্মধ্যে আফ্রিকাতে 'কার্থেজ' এবং 'উটিকা' আর স্পেন দেশে 'কেডিজ' এই তিনটী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আবার এই সকল উপনিবেশ হইতেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ফিনিকিয়া অতিশয় ক্ষুদ্র দেশ, কিন্তু ইহার বাণিজ্য এবং উপনিবেশ যে প্রকার বিস্তৃত এবং ইহার প্রজাগণ যেরূপ সম্পত্তিশালী এবং বিবিধ কারুকার্য্য ও গণিত জ্যোতিষাদি প্রয়োজনীয় বিদ্যায় যেরূপ নিপুণ হইয়া-ছিল, তৎসমুদায় বিবেচনা করিয়া ঐ দেশকে কোন বর্ত্তমান দেশের সহিত তুলনা করিতে হইলে, কেবল ইংলণ্ডের সহিতই তুলনা করা যায়। যেমন এক্ষণে আমরা কোন সুন্দর শিল্প দেখিলেই তাহাকে 'বিলাতী' বলিয়া অভিহিত করি, সেইরূপ প্রাচীন কালের লোকে-রাও কোন সুন্দর শিল্প দর্শনকরিলে তাহা সাইডোনীয়, অর্থাৎ সাইডন্-প্রসূত বলিয়া আদর করিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

[ফিনিকীয়দিগের আদিম পৌরাণিক বৃত্তান্ত।]

ফিনিকীয় জনগণ অতি পূর্ব্বকালাবধি আপনাদিগের বিবরণাদি লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে 'কাবিরি' নামক একটী পণ্ডিত বংশ ছিল। উহারা অতি যত্নপূর্ব্বক স্বদেশের প্রাচীন বৃত্তান্ত সমুদায় লিখিয়া রাখিত। কিন্তু উহাদিগের সমুদায় লিপি একাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। কিয়দংশ মাত্র সাঙ্কোনিয়াথো' নামক একজন অতি প্রাচীন ফিনিকীয় পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সংগ্রহেরও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যৎকিঞ্চিন্মাত্র 'ফাইলো' নামক কোন গ্রীক জাতীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক গ্রীক্ ভাষায় অনুবাদিত হয়। সেই গ্রীক পুস্তকের যতদূর ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহারই সারাংশ এই অধ্যায়ে সঙ্কলিত হইল।

সাঙ্কোনিয়াথো বলেন যে, পৃথিবী ও পশু পক্ষ্যাদি সমুদায়ের সৃষ্টি হইবার পর 'প্রোটোগোনস্' অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট, এবং 'ইয়ন্' অর্থাৎ জীবন নামা আদিম দুই নরনারীর সৃষ্টি হয়। বৃক্ষের ফল যে মনুষ্যের অদনীয়, তাহা ইয়নই প্রকাশ করেন। ইহাঁদিগের 'জিনস্' নামক এক পুত্র এবং 'জিনিয়া' নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ইহারা কোন সময়ে পিপাসার্ত্ত হইয়া বেলসীমন (সূর্য্য)

দেবের প্রতি হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিয়াছিল। বেলসীমন্ তাহাদিগকে জলদান দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই জিমস্ এবং জিনিয়ার তিন সন্তান হয়। তাহাদিগের নাম ফস্ ('আলোক') ঘর (তাপ) এবং 'ফ্রক্স' (অগ্নিশিখা)। ইহারা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করণের উপায় প্রকাশ করে এবং বায়ু ও অগ্নির পূজা আরম্ভ করে। কথিত আছে, ইঁহাদিগের সন্তানেরা অতি প্রকাণ্ড কায় হইয়াছিল। তাহাদের নামেই লিবেনস্ প্রভৃতি পর্ব্বতের নামকরণ হয়। এই সকল অসুরগণের সন্তানেরা সর্ব্ব প্রথমে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, পশুচর্ম্ম পরিধান করে, এবং ভেলায় অধিরোহণ করিয়া জলের উপর গমনাগমন করে। ইহাদিগের বংশে ষষ্ঠ পুরুষে যাহারা জন্মে, তাহারা মৃগয়া এবং মৎস্য ধারণ করিতে শিখে। সপ্তম পুরুষীয় লোকেরা প্রথমে লৌহের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করে, এবং ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। অষ্টম পুরুষে টালি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। নবম পুরুষে ভূমিকর্ষণ আরম্ভ হয়। দশম পুরুষে পাশুপাল্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। একাদশ পুরুষে 'য়ুরেনস্' (আকাশ) নামক পুত্র এবং 'জি' (পৃথিবী) নাম্নী কন্যা জন্মে। ইহাদিগের সন্তান 'ক্রোনস' (শনৈশ্চর) এবং আষ্টার্টি (চন্দ্র)। ক্রোনসের আর তিনটী বৈমাত্রেয়ী ভগিনী ছিল; যথা 'এমামীন' 'হোরা' এবং 'রীয়া' (অর্থাৎ

দূরাদৃষ্ট, সৌন্দর্য্য এবং বিশুদ্ধ-মতি। ইহাদিগের গর্ভে ক্রোনসের অনেক সন্ততি হয়। ক্রোনস্ আপনার যে সন্তানকে যে দেশে রাজ্যাভিষিক্ত করেন, তিনি সেই দেশের প্রধান দেবতা। ক্রোনসের প্রধান মন্ত্রীর নাম ‘থথ্’। ইনি কোন দেবতার আদেশানুসারে এই সকল গুহ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ এবং উক্ত দেবতাগণের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন। ক্রোনস্ দেবের মূর্ত্তি এই প্রকার ছিল—তাঁহার চারি চক্ষুঃ দুই সম্মুখে, দুই পশ্চাদ্ভাগে; তন্মধ্যে দুইটী উন্মীলিত, দুইটী নিমীলিত; তাঁহার পৃষ্ঠে চারি খানি পক্ষ, তন্মধ্যে দুই খানি মাত্র বিস্তৃত, অপর দুইখানি সঙ্কুচিত। ক্রোনসের মস্তকেও পক্ষ ছিল।

সাঙ্কোনিয়াথো বলেন, এই সকল কথার গূঢ় তাৎপর্য্য কোন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ জানিতেন। তাঁহার স্থানে সুবিজ্ঞ ফিনিকীয় পণ্ডিতেরা তাহা শিক্ষা করেন। সেই সকল তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ হইবার নহে; স্ব স্ব আচার্য্য সন্নিধানে প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমুদায় অবগত হই- তেন। যাহা হউক যদিও সে সকল গূঢ় অর্থ জানিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত এই সকল বৃত্তান্তের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এবং ফিনিকীয়দিগের পৌরাণিক বিবরণ যে অপরাপর লোকদিগের তুল্য, তাহাতেও সন্দেহ থাকে না। কতক প্রকৃত বিবরণ, কতক সদুপদেশ-মূলক উপাখ্যান, এবং কতক রূপক

বিভূষিত আধ্যাত্মিক বিষয়, এইরূপ নানাপ্রকার কথা একত্র সম্বদ্ধ হইয়া সর্ব্ব জাতিরই প্রাচীন বিবরণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ফিনিকিয়ার সর্ব্ব প্রথম রাজার নাম 'আজিনর'। তিনি মিসর হইতে এই দেশে আসিয়া সাইডন নগর নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে যে, ক্রীট দ্বীপের 'যুপিটর' নামক রাজা, আজিনর্ ভূপতির 'ইউরোপা' নাম্নী পরমাসুন্দরী কন্যাকে হরণ করিয়া লয়েন। তাহাতে আজিনর্ আপনার পুত্র 'কাডমস্‌কে' অনুমতি করেন, তুমি যাইয়া ইউরোপার উদ্ধার কর; যত দিন তাহাকে প্রত্যানয়ন করিতে না পারিবে, আমার নিকট আসিও না। কাড্‌মস্ স্বীয় স্বসার উদ্ধারে আপনাকে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া কতকগুলি সহচর সমভিব্যাহারে স্বদেশ পরিত্যাগ করত গ্রীসের অন্তর্গত বিওসিয়া প্রদেশে যাইয়া একটী উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত নগরীর নাম কিছু কাল পরে 'থিব্‌স্' হইল। গ্রীস দেশের ইতিহাসে এই নগরী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কাড্‌মস প্রাচীন গ্রীসবাসী অসভ্য লোকদিগকে কৃষিকর্ম্মের উপদেশ দেন এবং তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখান।

আজিনরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র 'ফিনিকস' রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে বিখ্যাত ফিনিকীয় লাল রং প্রস্তুত করিবার

উপায় আবিষ্কৃত করেন। বোধ হয়, তিনি অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকিবেন, যেহেতু সমুদায় দেশ তাঁহারই নামানুসারে ‘ফিনিকিয়া’ নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ফিনিক্সের পর যে, কোন্ ব্যক্তি রাজ্যাধিকারী হইয়াছিল, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গ্রীক জাতীয় প্রধান কবি হোমর তাঁহার এক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যখন গ্রীকেরা ‘ট্রয়’ নগর আক্রমণ করে, তখন সুবিখ্যাত ফিনিকীয় রাজা ‘কালিস’ তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী রাজার বিবরণ গ্রীকদিগের গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহার সহিত এত অলীক গল্প মিশ্রিত আছে যে উদ্ধৃত ভাগও সম্পূর্ণ সত্য বটে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহজন্মে; এই হেতু উহা ফিনিকীয়দিগের পৌরাণিক বিবরণের সহিত একত্র নিবদ্ধ হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

[ফিনিকিয়ার রাজাদিগের পুরাবৃত্ত।]

কোন জাতির পৌরাণিক বৃত্তান্ত এবং প্রাচীন ইতিবৃত্ত তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে পৌরাণিক বিবরণটীই অধিকতর স্পষ্ট এবং পূর্ণ বলিয়া বোধ

হয়। পুরাণ কর্ত্তারা দেবানুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অনন্ত সহায় হইয়াও অক্লেশে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় জানিতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহারা ইতিবৃত্ত লিখেন, তাঁহাদিগকে প্রাচীন পুস্তক সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়—জীর্ণ কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং পুরাতন মুদ্রাদি লইয়া অনেক অনুসন্ধান এবং অনেক বিচার করিতে হয়—এই সকল করিয়াও তাঁহাদিগের গ্রন্থ বহু স্থলে অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। কারণ বহুস্থলে প্রাচীন পুস্তকাদি কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না—প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য হইয়া উঠে না—আর কীর্ত্তিস্তম্ভাদি সকলও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের লিখিত বিবরণের অনেক স্থানই অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ থাকে।

ফিনিকীয়দিগের পৌরাণিক বিবরণ, যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইল,থথ্ দেবের অনুগ্রহে তাহার সর্ব্ব স্থানই প্রায় সম্পূর্ণ রহিয়াছে, বলিলে বলা যায়। ফিনিকিয়ার প্রথম নগরীর স্থাপনকর্ত্তার নাম ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের পুরুষানুক্রমিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ফিনিকীয়দিগের প্রকৃত ইতিহাস বর্ণন করিবার অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিলে তদ্দেশীয় রাজাদিগের নাম ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে,

নোয়ার প্রপৌত্র 'সাইডন' কর্ত্তৃক ফিনিকিয়ার সাইডন নগর স্থাপিত হয়। এই ব্যাপার খৃষ্টের ১৫৮০ বৎসর বৎসর পূর্ব্বে ঘটে। কিন্তু ইহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত সাইডন নগরের আর কোন রাজার কোন বিবরণই নাই। একেবারে খৃষ্টের ১৪৮১ বৎসর পূর্ব্বে শুনা যায় যে একজন সাইডোনীয় মহীপাল পারস্য সম্রাট্ জরাক্সিসের সমভিব্যাহারে গ্রীস দেশে ক্ষেত্র যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার পর আবার কিছু কাল সাইডনের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। খৃষ্টের ১৩৫১ বৎসর পূর্ব্বে একজন সাইডোনীয় রাজা, পারস্য মহীপাল 'দরায়ুস্ অকসের' সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন। কিন্তু এইরূপ বিবরণ লিখিয়া কোন ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। কতকগুলি মৃত রাজার নাম মাত্র নির্দ্দেশ করায় কি উপকার হইতে পারে? অতএব যে কয়েকটী প্রকৃত বিবরণ পাঠে সদুপদেশ বা তাৎকালিক ফিনিকীয়দিগের রীতি চরিত্রের বিষয় বোধ হইবার সম্ভাবনা তাহাই সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

১০৪৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'হাইরাম' নামক এক রাজা টাইয়র নগরীতে রাজ্য করিতেন। তিনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সময়ে প্যালেষ্টিনের রাজা সলিমান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। এই দুই রাজায় অত্যন্ত সম্প্রীতি হইয়াছিল। কথিত আছে তাঁহারা উভয়ে উভয়কে অতি কঠিন কঠিন সমস্যা

পূরণ করিতে দিতেন। এবং যিনি তাহা পূরণ করিতে না পারিতেন, তাঁহাকে অর্থদণ্ড স্বীকার করিতে হইত। পূর্ব্বকালে এইরূপ বাক্‌কূট লইয়া যে বিশিষ্ট আমোদ করা হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। তথন হিঁয়ালির অর্থ করাই পাণ্ডিত্যের প্রধান পরীক্ষা ছিল। সে যাহা হউক, এই দুই রাজার লিখিত দুইখানি পত্রিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেই পত্রিকাদৃষ্টে তাৎকালিক ফিনিকীয়দিগের শিল্প নৈপুণ্যের উত্তম প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফিনিকীয় কারুগণের সাহায্যেই পালেষ্টিনের রাজা তাঁহার রাজধানী যিরুসালেম নগরে তত্রত্য জগদ্বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হাইরাম ও স্বদেশে অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ এবং সাধারণের প্রয়োজনীয় জলপ্রণালী প্রভৃতি প্রস্তুত করেন।

৯৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'পিগ্মেলিয়ন' নামে এক ব্যক্তি টাইয়রে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীপতি, মেলিকর্টস দেবের পুরোহিত ছিলেন। এবং পৌরহিত্য দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। রাজা তৎসমুদায় আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে ভগিনীপতিকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনী 'ডাইডো' সেই সমুদায় অর্থ লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করত কার্থেজ নামক নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় বাস করিলেন। এই কার্থেজ নগর পরে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল।

৭৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ইলুইলিয়স্' নামে একজন রাজা

টাইয়রে রাজ্য করিতেন। তৎকালে আসিরীয় মহীপাল বিক্রান্ত 'সলমানস্বর' ফিনিকিয়া দেশ আক্রমন করেন। তিনি ষাইটখানি যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিয়া টাইয়রীয়-দিগের সহিত অর্ণব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্র-যুদ্ধকুশল টাইয়রীয়গণ বার খানি মাত্র জাহাজ লইয়া তাঁহাকে পরাভব করে। 'সলমানস্বর' তাহাতে ভীত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

৫৭২ পূঃ খৃষ্টাব্দে বেবিলনের রাজা 'নেবুকডনেসর' টাইয়র নগর আক্রমণ করেন। তাঁহারা সৈন্য সংখ্যা অতি বিপুল ছিল। তথাপি টাইয়রীয় লোকেরা ত্রয়োদশ বর্ষ কাল ক্রমাগত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে। পরিশেষে তিনি টাইয়র নগরের বহির্ভাগে এক দিকে এমত এক সুবৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ প্রস্তুত করিলেন যে, তাহা নগরের প্রাচীর অপেক্ষাও উচ্চতর হইয়া উঠিল। সেই মৃত্তিকা-স্তূপের উপরিভাগ হইতে তাঁহার সৈনিকেরা নগরমধ্যে অবিরত অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন টাইয়রীয়েরা আর নগর মধ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া আপনাদিগের অর্ণবযান যোগে পলায়ন করিল এবং অনতিদূরে একটী দ্বীপ মধ্যে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নির্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিল। এই নগরের নাম 'নবটাইয়র'। পরন্তু নবটাইয়রের লোকেরা নেবুকডনেসরের সমীপে অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিল,এবং সেই অবধি ফিনিকিয়া দেশ আসিরিয়া

রাজ্যের অধীন হইয়াছিল। সুতরাং যখন পারসিকেরা বেবিলন সাম্রাজ্য জয় করিল, তখন তৎসহ ফিনিকিয়া দেশও তাহাদিগের অধিকৃত হইল। কিন্তু পারস্ত ভূপালেরা চিরকাল ফিনিকীয়দিগের বিশিষ্ট গৌরব করিতেন। ফিনিকীয় কারুগণের দ্বারাই তাঁহাদিগের রণতরী প্রস্তুত হইত, এবং তজ্জাতীয় নাবিকেরাই সমুদ্রে সেই সকল তরী বাহন করিত। পরন্তু কি আসিরীয় কি পারসিক উভয় জাতিরই রাজত্ব কালে ফিনিকীয় জাতীয় এক এক ব্যক্তিরই কর্ত্তৃত্বাধীনে ফিনিকিয়ার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। বিজয়ী সম্রাটেরা কখনই স্বজাতীয় কর্ম্মচারী দ্বারা ফিনিকিয়ার রাজকার্য্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করেন নাই।

৪৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ষ্ট্রেটো' নামা এক জন রাজা ফিনিকিয়ায় রাজ্য করিতেন। তিনি যেরূপে রাজা হয়েন, তাহা কথিত হইতেছে। টাইয়র নগরের লোকেরা বাণিজ্য কার্য্যদ্বারা প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়াছিল। ধন সম্পত্তি হইলে লোকের সুখাভিলাষ এবং শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা হইয়া থাকে। ফিনিকীয়েরা ক্রমে ক্রমে ক্লেশাসহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমের কর্ম্ম ক্রীতদাসগণের দ্বারাই নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাতে তাহাদিগের প্রধান নগর টাইয়রের মধ্যে দাসসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, একদা দাসগণ, একত্র পরামর্শ করিয়া এক রাত্রি

মধ্যেই সকল নাগরিকদিগকে বধ করিল, এবং স্ব স্ব গৃহস্বামিনীগণের পাণিগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব প্রভুর বাটীর কর্ত্তা হইয়া বসিল। দাসগণের মধ্যে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। অতএব তাহারা একজনও প্রকৃত নাগরিককে রক্ষা করে নাই। কেবল ষ্ট্রেটোর দাস আপন প্রভুর প্রাণ-রক্ষা করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত গোপন ভাবে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিল। দাসেরা এইরূপে সমুদায় নগরের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া আপনাদিগের মধ্যে কাহাকে রাজা করিবে এই চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহাদিগের এই মন্ত্রণাবধারণ হইল যে, আমরা সকলে রাত্রি দুই প্রহরের সময় আসিয়া নগরের পূর্ব্বভাগে যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে, সেই স্থানে মিলিত হইব, এবং পর দিন প্রাতেঃ সূর্য্যদেব যাহাকে সর্ব্বাগ্রে দর্শনদিবেন তাহাকেই রাজা করিব। ষ্ট্রেটোর দাস তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করিলে তিনি বলিলেন, তুমি ঐ মাঠে যাইয়া পশ্চিমমুখ হইয়া নগরের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিও, সর্ব্বাগ্রে তোমারই সূর্য্যদর্শন হইবে। সেই দাস তাহাই করিল, এবং পূর্ব্বদিকে সূর্য্য দর্শন না হইতে হইতেই টাইয়রের অত্যুচ্চ প্রাসাদ সকলে সূর্য্য-রশ্মি আসিয়া লাগিয়াছে, ইহা সকলকে দেখাইল। তখন অন্য দাসগণ চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, এ ব্যক্তি কখনই আপনা হইতে এইরূপ সুবুদ্ধির কর্ম্ম করিতে পারে নাই—ইহার উপদেষ্টা আর কেহ অবশ্যই আছে।

এই ভাবিয়া তাহারা উক্ত দাসকে অনেক উপরোধ করিলে সে সমুদায় স্বীকার করিল। তখন দাসগণ বিবেচনা করিল, যিনি এমত সমূহ বিপদ হইতেও রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহার অদৃষ্ট অবশ্যই অত্যন্ত প্রসন্ন হইবে; অতএব তাঁহাকেই আমাদিগের রাজা করা উচিত। ষ্ট্রেটো এইরূপে রাজপদাভিষিক্ত হইলেন।

কিছুকাল ষ্ট্রেটোর বংশীয় রাজারা টাইয়রে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করেন। পরের ৩৩৩ পূঃখৃষ্টাব্দে আলেক্জাণ্ডার সসৈন্যে টাইয়র নগরের নিকট আসিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। নগরবাসীরা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। টাইয়র নগর দ্বীপ মধ্যে অবস্থিত ছিল। সুতরাং জলপথে ভিন্ন তাহাতে যাইবার উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু অর্ণব যুদ্ধে ফিনিকীয়েরা অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং আলেক্জাণ্ডর অনন্যোপায় হইয়া পরিশেষে অনেক কষ্টে সমুদ্রে একটা সেতু বন্ধন করিলেন, এবং সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া টাইয়র নগর আক্রমণ করিয়া স্বকরকবলিত করিলেন। তাঁহার সেই সেতু অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এবং তাহা থাকাতেই টাইয়র নগর পূর্ব্বে যেমন দ্বীপ রূপে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। উহার তিন দিকে জল একদিকে আলেক্জাণ্ডরের নির্ম্মিত সেতু রহিয়াছে। আলেক্জাণ্ডর এই প্রকারে টাইয়র জয় করিয়া সেই নগরকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন।

আলেক্জাণ্ডরের 'হেপিষ্টিয়ন' নামা একজন প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। আলেক্জাণ্ডর ফিনিকিয়ার অন্তর্গত সাই-ডন নগর জয় করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া এই নগরের রাজা কর। যে দিন এই কথা হয়, হেপিষ্টিয়ন তাহারই পূর্ব্ব দিবস এক জন ফিনিকীয় ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হইয়া-ছিলেন। তিনি তাহাকেই রাজপদ দিবার ইচ্ছা করি-লেন। কিন্তু সে ব্যক্তি রাজ্যলোভে মুগ্ধ না হইয়া বলি-লেন, মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন; আমি রাজবংশীয় নহি, অতএব রাজ্যগ্রহণ করা আমার পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য হয় না। হেপিষ্টিয়ন্ তাঁহার সাধুতা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, ভাল, তুমি যদি স্বয়ং রাজা হইতে অস্বীকার কর, তবে রাজবংশীয় অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া দেও, আমি তাহাকেই রাজা করিব। তিনি 'বলেয়িমস' নামক এক মহাত্মার নাম করিলেন। বলেয়িমস্ রাজবংশোদ্ভব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এমন দরিদ্র দশা হইয়াছিল যে, স্বহস্তে কৃষকের কর্ম্ম করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। যখন হেপিষ্টিয়নের প্রেরিত দূতগণ তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান এবং রাজপরিচ্ছদে ভূষিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে আগমন করিল, তখন তিনি জীর্ণ চেলখণ্ড মাত্র পরিধান করিয়া স্বয়ং কূপ হইতে জলগ্রহণ করিতে ছিলেন। পরন্ত হঠাৎ তাদৃশ উচ্চ পদাভিষিক্ত হইলেও

তাঁহার প্রকৃতির কি আকারের কিছু মাত্র বিকার লক্ষিত হইল না। প্রজাগণ পূর্ব্বাবধি তাঁহার সাধু-প্রকৃতিকতার বিষয় বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত ছিল। অতএব তাদৃশ ব্যক্তি রাজা হওয়াতে সকলকেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

সপ্তম প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[আসিরীয় এবং বেবিলোনীয়দিগের বিবরণ।]

প্রকৃত আসিরিয়া দেশ টাইগ্রিস নদীর পূর্ব্বপারেঃ অবস্থিত ছিল। আসিরিয়ার অধিকাংশ এক্ষণে কুর্দ্দিস্থান প্রদেশ সম্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আসিরীয়েরা টাইগ্রিস ও ইউক্রেটিসের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দেশ আর ইউক্রেটিসের পশ্চিম পারবর্ত্তী কিয়দ্ভাগ আপনাদিগের সাম্রাজ্য সম্ভুক্ত করে। সুতরাং আসিরিয়া বলিলে কখন কখন উক্ত জনপদ সমুদায়ই বুঝায়।

টাইগ্রিস নদীর পূর্ব্ব পারবর্ত্তী দেশ 'আর্য্য' জাতির বাসস্থান এবং তাহার পশ্চিম পারে সেমেটিক জাতির আদি নিবসতি ছিল। অতএব আসিরীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে দুই জাতীয় লোক বাস করিত। তন্মধ্যে আর্য্যেরা কোন সময়ে সমধিক প্রবল হইয়া সমীপবর্ত্তী সেমেটিক লোক সমূহকে আপনাদিগের অধীন করে। আর্য্যদিগের রাজধানীর নাম 'নিনেবা' নগর। এক্ষণে আসিয়িক তুরস্কের মধ্যে যে স্থানে 'মোসল' নগর দৃষ্ট হয়, তাহারই

নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নিনেবা রাজধানী সন্নিবেশিত ছিল। 'বটা' নামক একজন ফরাসী গ্রন্থকার এবং 'লেয়ার্ড' নামক একজন ইংরাজ উহার নানা স্থান খনন করিয়া প্রাচীন নিনেবা নগরের অনেক চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত সেই অতি পূর্ব্বকালের ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তি ও অন্যান্য নির্ম্মাণ কার্য্য দেখিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে যে, এক কালে নিনেবা নাগরিকেরা অতিশয় শিল্পনিপুণ হইয়াছিল। উক্ত নির্ম্মাণ কার্য্যে পূর্ব্বকালিক অনেকানেক বিবরণও খোদিত আছে। সেই সকল খোদিত অক্ষরের শিরোভাগ সূক্ষ্ম এবং নিম্ন দিক্ অপেক্ষাকৃত স্থূল। এই জন্য তাদৃশ অক্ষরকে সূচ্যগ্র বলা যায়। অদ্যাপি উক্ত 'সূচ্যগ্র অক্ষর' পাঠ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বোধ হয়, তাহার কোন উপায় প্রকাশিত হইলে আসিরীয় জাতির প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনেক অংশ সুস্পষ্ট হইবে। অধুনা আসিরীয়দিগের বিবরণ নিতান্ত অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। উহা এতদূর অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে যে, কোন কোন পণ্ডিত আসিরিয়াকে অসুরদিগের রাজ্য বলিয়া কল্পনা করত ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক আখ্যায়িকার সহিত আসিরিয়া দেশের ইতিহাসকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে সকল কথা নিতান্ত কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়।

য়িহুদি জাতির সুপ্রসিদ্ধ বাইবল গ্রন্থে লিখিত আছে

যে, 'আসর' নামে কোন ব্যক্তি বেবিলন হইতে গমন করিয়া নিনেবা নগর সংস্থাপিত করেন। কিন্তু গ্রীক গ্রন্থকারেরা কহেন যে, নিনেবা নগর বেবিলনেরও পূর্ব্বে সংস্থাপিত হয়। তাঁহাদিগের মতে ইহার সংস্থাপনকর্ত্তা 'নাইনস্' নানা দেশ জয় করিয়া পরিশেষে 'বাক্‌ট্রা' নগর আক্রমণ করেন। তথায় তিনি সমূহ বিপদে পড়িয়াছিলেন। কেবল তাঁহার একজন সেনানীর পত্নী 'সেমিরেমিসের' বুদ্ধি কৌশলে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। নাইনস্ তৎকৃত সেই মহোপকার স্মরণ করিয়া অচিরাৎ সেমিরেমিসের পাণিগ্রহণ করেন এবং মৃত্যু-কালে সেই বুদ্ধিমতী পত্নীকেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া যান। সেমিরেমিস্ কর্ত্তৃক বহু দেশ বিজিত এবং প্রসিদ্ধ বেবিলন নগর বিনির্ম্মিত হয়।

গ্রন্থকারবর্গের এইরূপ মতভেদ প্রযুক্ত আসিরীয়দিগের আদিম বৃত্তান্ত অবগত হইবার কোন উপায় নাই। বাইবল গ্রন্থদৃষ্টে বোধ হয় যে, আসিরীয়েরা অতীব বিক্রমশালী হইয়া বেবিলন, সিরিয়া পালেষ্টিন, ফিনি-কিয়া প্রভৃতি নানাদেশ জয়লব্ধ করত সময়ে সময়ে মিসরের প্রতিও আক্রমণ করিত। কথিত আছে যে, 'ফল্' নামে একজন আসিরীয় মহীপাল পশ্চিমে পালে-ষ্টিন পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা 'টীগ্লথ্ পাইলেসর' সিরিয়ার রাজধানী ডামাস্কাস নগর অধিকৃত এবং য়িহুদিদিগের স্থানে কর-

গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পর 'সলমানস্থর' নামে কোন রাজা অনেক দেশ জয় করিয়া ইস্রাইল রাজ্য নষ্ট করেন, এবং তদ্দেশ নিবাসী য়িহুদিদিগকে বন্দীকৃত করিয়া লইয়া যান। এই রাজার উত্তরাধিকারী 'সান্‌হেরিব্' মহীপাল মিসর আক্রমণ করেন। তৎপরে 'আসারহাডন্' নামে কোন রাজা নিনেবা নগরীতে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়াবধি আসিরীয় দিগের বল বিক্রম ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। পরিশেষে বেবিলন নগরের অধিপতি 'নবপলাসর' এবং মিডিয়ার রাজা 'কাইয়াক্সারস্' উভয়ে মিলিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করত একেবারে নিনেবা নগরকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। খৃষ্টের ৬০৫ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা হয়।

বাইবল গ্রন্থ হইতে আসিরীয় রাজ্যের এই সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীক গ্রন্থকারেরা বলেন যে, সেমিরেমিস্ নানা দেশ জয় করিয়া পরিশেষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু মহাপরাক্রান্ত ভারতবর্ষীয় ভূপাল 'ষ্টাবের্টিস্' কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন। সেমিরেমিস্ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ এবং হীনবল হইয়া বেবিলন নগরে প্রত্যাগমন করিলে পর তাঁহার পুত্র পাপাত্মা 'নিনিয়াস্' মাতৃহত্যা করে। নিনিয়াস এইরূপে রাজা হইয়া কেবল ভোগ সুখেই কাল যাপন করিয়াছিল। তাহার উত্তরাধিকারী আর উনত্রিংশৎ জন রাজাও ঐরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল।

বিশেষতঃ সর্ব্বশেষে 'সার্ডনাপালস্ নামা যে ব্যক্তি রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার ন্যায় অকর্ম্মণ্য এবং কেবল ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ মহীপাল কখন কোন দেশে জন্মে নাই। সে স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ ভূষা করিত, সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই থাকিত, এবং কোনরূপ রাজকার্য্য বুঝিতও না, দেখিতও না। সুতরাং বেবিলনের এবং মিডিয়ার শাসনকর্তৃদ্বয় এই সুযোগে বিদ্রোহ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। সার্ডনাপালস্ যুদ্ধ না করিয়া আত্মহত্যা করিল। ইহাতেই নিনেবার প্রাধান্য নিঃশেষিত হইয়া গেল।

আসিরিয়ার এই দুই বিবরণের মধ্যে বাইবল প্রণীত বিবরণই অধিক শ্রদ্ধেয় বোধ হয়। কারণ গ্রীক প্রণীত আসিরীয় বৃত্তান্তের মধ্যে অনেক ভাগে উপাখ্যানদোষ দৃষ্ট হয়। সেমিরেমিস এবং নাইনস্ যে বাস্তবিক কোন দুই ব্যক্তি ছিল, তাহাই সম্ভবপর বোধ হয় না। বস্তুতঃ নাইনস্ কেবল নিনেবা নগরেরই প্রতিরূপ স্বরূপ, এবং সেমিরেমিস্ সিরিয়া দেশের আরাধ্যা দেবী বিশেষ। উহাদিগের যে দিগ্বিজয়ের বিবরণ তাহাও আসিরীয় জাতির পূর্ব্বকালিক প্রাধান্যসূচকমাত্র—উহা ব্যক্তি বিশেষের কীর্ত্তি বর্ণন নহে।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, বাইবলের মতে বেবিলন নগর নিনেবা অপেক্ষা প্রাচীন। জলপ্লাবনের অত্যল্পকাল পরেই এই নগর সংস্থাপিত হয়। ইহার প্রথম

রাজা 'নিম্‌রদ্' অভিধেয় ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে এই নগর নিনেবা নগরীয় রাজাদিগের অধীন হইয়াছিল। এইরূপে পাঁচ শত বৎসরেরও কিঞ্চিদধিককাল আসিরীয়দিগের অধীনে থাকিয়া পরে বেবিলন স্বাধীন হয়। আসিরীয়েরা পুনর্ব্বার এই নগর জয় করে। পরিশেষে খৃষ্টের ৬০৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহার রাজা নবপলাসর নিনেবার ধ্বংস করিয়া স্বাধীন হয়েন।

নবপলাসের পুত্র 'নেবুকডনসর' অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সরসেসিয়মের যুদ্ধে মিসররাজ 'নেকোকে' সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন। তৎপরে জুডা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান য়িহুদিদিগকে রণবন্দী করিয়া লইয়া যান। তাহার পর ফিনিকিয়া ও তৎপরে মিসর দেশ ইহাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হয়। কিন্তু নেবুকডনসরের পরবর্ত্তী রাজারা তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী হয়েন নাই, সুতরাং 'বালথাজারের' রাজ্যকালে পারস্য দেশের সম্রাট সাইরস্ বেবিলন জয় করিলেন।

বেবিলন নগর অতি সুবিস্তৃত ছিল। এই নগরের আকার সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র। ইহার মধ্যভাগে ইউফ্রেটিস্ নদী প্রবাহিত ছিল। ইহার চতুর্দ্দিক ইষ্টকময় প্রাচীর ও তদ্বহির্ভাগে সুবিস্তৃত পরিখা দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল। নগরের পরিধি ৩০ ক্রোশের ন্যূন ছিল না। ইহার মধ্য দেশে অনেক গুলি সুরম্য উদ্যান ছিল। বিশেষতঃ কতকগুলি অত্যুচ্চ অট্টালিকার উপরিভাগে নানা

জাতীয় বৃক্ষ রোপিত করিয়া যে একটী কেলিকানন প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা জগতের কতিপয় আশ্চর্য্য দর্শনের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কথিত আছে, রাজা নেবুকডনসর মিডিয়াধিপতির কন্যা 'আমুহিয়া' নাম্নী নিজ প্রেয়সীর প্রীতির নিমিত্ত উক্ত কেলিকানন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু কালে উহা সেমিরেমিসের 'অনবলম্বোদ্যান' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। বেবিলনের আর একটী পরম শোভা তত্রত্য বিলস্ দেবের মন্দির। উহা অন্যূন তিন শত ফীট উচ্চ; এবং মিসরীয় পিরামিডের আকারে নির্ম্মিত ছিল। বেবিলন নগরের প্রধ্বস্তাবশেষ সমুদায় অদ্যাপি পর্য্যাটকগণের দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে ইউফ্রেটিসের পশ্চিম পারে পিরামিডের আকারে যে একটী ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হইয়াছে, কেহ কেহ উহাকেই বিলস দেবের মন্দির বলিয়া অনুমান করেন।

বেবিলোনীয়েরা অধিকাংশই সেমেটিক জাতীয় লোক ছিল এবং এক প্রকার আরামীয় (সিরিয়া প্রচলিত) ভাষায় কথোপকথন করিত। তাহাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় লোককে কাল্ডীয় কহিত। কাল্ডীয়েরা জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলনে তৎপর হইয়া চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ গণনা করিতে পারিত, ও চান্দ্র ও সৌর বৎসরের গণনায় যেরূপ প্রভেদ হয়, তাহা বুঝিত; তাহারা নক্ষত্রমণ্ডলকে দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত করিয়াছিল, এবং গ্রহগণের সঞ্চার গণনা করিতে পারিত।

প্রাচীনকালে যাহারা প্রকৃত সিদ্ধান্তজ্যোতিষের অনুশীলন করিত, তাহারা ফলিত জ্যোতিষের অনুশীলনেও নিবৃত্ত থাকিত না। সিদ্ধান্ত জোতিষের জ্ঞান থাকিলে জ্যোতিষ্কঘটিত অনেক ভাবী বিবরণ নিশ্চয় করিতে পারা যায়। কিন্তু জন সাধারণ অনুমান করে যে, তাদৃশ জ্ঞান কদাপি দৈবশক্তি ব্যতিরেকে সমুদ্ভূত হইতে পারে না। এই ভাবিয়া তাহারা জ্যোতিজ্ঞদিগের স্থানে আপনাদিগের ভাবী শুভাশুভ জানিবার চেষ্টা পায়। জ্যোতিজ্ঞেরাও দেখেন যে, এইরূপ ভ্রম থাকিলে প্রজাগণ তাঁহাদিগের একান্ত বাধ্য এবং বশীভূত থাকিবে। সুতরাং তাঁহারা উক্ত ভ্রম সংশোধন করিবার চেষ্টা পান না। বরং এমত কৌশল করিয়া চলেন, যাহাতে সেই ভ্রমময় সংস্কার আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়। প্রাচীন জ্যোতিজ্ঞদিগের ঐরূপ চেষ্টাতে এবং ভাবী ব্যাপার জানিবার নিমিত্ত সাধারণ লোকের আত্যন্তিক অভিলাষ বশতঃ যে ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

কাল্ডীয় পণ্ডিতেরা ফলিত জ্যোতিষকে বহুশাখায় বিস্তৃত এববং বদ্ধমূল করেন। ইহাঁদিগের মতে বৃহস্পতি, এবং শুক্র শুভ, এবং মঙ্গল ও শনি অশুভ গ্রহ বলিয়া গণ্য হইত; আর বুধ গ্রহ স্বয়ং কোন বিশেষ শক্তিমান্ নহে—শুভগ্রহের সঙ্গে থাকিলে শুভ হয়, অশুভের সংযোগে অশুভোৎপত্তি করে।

এবম্বিধ অনেকানেক নিয়ম অবলম্বন করিয়া কাল্ডীয়েরা জনগণের ভাবী শুভাশুভ গণনা করিত।

ইহারা কালপরিমাণের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে জলঘড়ী নির্ম্মাণ করে; এবং দ্রব্যের পরিমাণের নিমিত্ত বিবিধ পরিমাণ সূত্র নির্দ্দিষ্ট করে।

অনেক গ্রন্থকর্ত্তা অনুমান করেন যে, কাল্ডীয়েরা সেমেটিক জাতীয় লোক ছিল না—আর্য্যবংশীয় ছিল। অন্যান্য আর্য্য ধর্ম্মবলম্বীদিগের ন্যায় উহারা প্রথমতঃ প্রতিমাপূজা করিত না--চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির পূজা করিত। পরিশেষে উহারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যকে 'বিলস্' দেব নামে এবং চন্দ্রকে 'মিলিতা' দেবী নামে পূজা করিতে আরম্ভ করে।

অষ্টম প্রকরণ।

পারসিকদিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

অসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগে যে অধিত্যকা দৃষ্ট হয়, তাহাই আর্য্য বা ইরাণী জাতির আদি নিবাস স্থান। উক্ত অধিত্যকা তুরুষ্কের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া আছে। মিডিয়া, ফার্শ এবং বাথ্ এই তিনটী প্রদেশ উক্ত অধিত্যকার অংশ বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে ফার্শ প্রদেশে যে আর্য্য জাতি বাস করিত তাহাদিগকে পারসিক কহা যায়।

প্রাচীন পারসিকদিগের বংশীয়েরা অদ্যাপি পারস্য দেশে নিবাস করিতেছে। এক্ষণকার পারসিকেরা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, তাহারা কোন বিশেষ কীর্ত্তিশালীও নহে। কিন্তু একবাটানা, সুসা পার্শপলিস প্রভৃতি প্রাচীন পারসিক নগর সকলের ভগ্নাবশেষ দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তন্নির্ম্মাতৃগণ কোন সময়ে অতীব কীর্ত্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী ছিল।

বোধ হয়, প্রথমে পারস্য দেশ আসিরিয়া রাজ্যের অধীন থাকে, পরে মিডিয়া দেশের রাজা আসিরিয়া রাজ্য ধ্বংস করিলে ইহা মিডিয়ার অধীন হয়। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই সাইরস নামক এক মহাত্মা এই দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধন করিলেন। তিনি যে কেবল পারস্য দেশকে স্বাধীন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এমত নহে। তিনি অতি শীঘ্র দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া বেবিলন, মিডিয়া, আর্মিনিয়া এবং আসিয়িক তুরুষ্কের পশ্চিমাংশ সমুদায়, যাহাকে এক্ষণে আসিয়া মাইনর বলে, তাহাও নিজ অধিকারসভূক্ত করিলেন। পরিশেষে সিথীয় বা তাতার জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি হত হয়েন এই ব্যাপার খৃষ্টের ৫২৯ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে।

সাইরসের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পুত্র কাম্বাইসিস্ পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। ইহাঁ কর্ত্তৃক মিসর দেশ বিজিত হইয়া পারস্য-রাজ্য সম্ভুক্ত হয়।

কাম্বাইসিসের পর প্রথম দরায়ুস্ পারস্যের রাজা হইলেন। তিনি গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজয় করে। সমর্থ হয়েন নাই। ভারতবর্ষের কিয়দ্ভাগ (বোধ হয়, সমুদায় পঞ্জাব) তাঁহার অধিকার সম্ভুক্ত হয়। দরায়ুস্ রাজা পারস্যের শাসনপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া যান। তিনি সমুদায় সাম্রাজ্যকে বিংশতি 'সেট্রাপিতে' (মণ্ডলরাজ্যে) বিভক্ত করেন। ঐ সকল খণ্ড-রাজ্যের

অধিপতিগণ 'সেট্রাপ' (মণ্ডলেশ্বর) উপাধি বিশিষ্ট হইয়া স্ব স্ব অধিকারে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিতেন; কেবল বর্ষে বর্ষে সম্রাটের নিকট নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কর প্রদান করিলেই হইত। সম্রাট প্রতি সেট্রাপির কর আদানের নিমিত্ত এক এক জন দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। সেই ব্যক্তি সম্রাটের গূঢ় চর স্বরূপে সেট্রাপের নিকটে অবস্থান করিয়া তদাদিষ্ট কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু সেট্রাপ এবং তাঁহার দেওয়ান এই দুই জন মাত্র হইতেই কদাপি কোন প্রদেশের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত না। ইহাঁরা আবার প্রতি গ্রামের, প্রতি নগরের, প্রতি জমিদারির প্রধান প্রধান ব্যক্তি নিকরের হস্তে আপনাদিগের ক্ষমতার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ অর্পিত করিয়া সমুদায় প্রদেশ শাসনাধীন করিতেন। কিন্তু পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অধিকার সকল পরস্পর দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ ছিল না। এক সেট্রাপির প্রজার সহিত অন্য সেট্রাপির প্রজা সর্ব্বতোভাবে নিঃসম্পর্ক হইয়া থাকিত। সুতরাং পারস্য সাম্রাজ্য মিসরাদি পূর্ব্বোক্ত সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষাবহু-দেশ বিস্তৃত এবং সমধিক পরাক্রান্ত হইয়াও বস্তুতঃ যথোচিত দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয় নাই।

প্রথম দরায়ুস্ রাজার পর তাঁহার পুত্র জরকৃসিস্ পারস্যের রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু গ্রীকদিগের পরম সাহসিক মহোৎসাহশালী বীর সমূহ

কর্ত্তৃক পারসিকসৈন্য নিকর ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। এই সময় অবধি গ্রীক এবং পারসিক জাতির চির-বৈর সংস্থাপিত হইয়া যায়। এই বৈরিতাপ্রযুক্ত গ্রীকেরা পুনঃ পুনঃ পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। পরিশেষে 'মাসিডোনিয়ার' রাজা মহানুভাব অলেকজাণ্ডর গ্রীস দেশান্তর্গত নানা জনপদ নিবাসী সৈনিকগণকে মিলিত করিয়া পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিলেন। পারসীকেরা তাঁহার নিকট পরাজিত হইল, এবং এসিয়া খণ্ডে ইউরোপীয়দিগের প্রভুত্ব সেই প্রথম সংস্থাপিত হইল।

আলেক্জণ্ডরের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে পূর্ব্ব প্রদেশে 'বাক্ট্রিয়া' নামে যে রাজ্য সংস্থাপিত হয়, পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষের সহিত তহার বিশিষ্ট সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অনুমান হয়, যে 'বাক্ট্রিয়া' দেশের গ্রীক রাজারাই আমাদিগের পুরাণে 'যবন' বা 'কাল যবন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বাক্ট্রিয়ার গ্রীক রাজাদিগের মধ্যে 'যুক্রেটিডাস্' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। ইনি খৃষ্টের ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিতেন। এই যবন রাজগণের কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কেবল ইহাঁদিগের নামাঙ্কিত ও কীর্ত্তিবিবরণ সম্বলিত মুদ্রা দর্শনে কথঞ্চিৎরূপে ইহাঁদিগের বিবরণ অবগত হওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[পারসীকদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী।]

প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্মপ্রণালী এবং ভাষা যে প্রকার ছিল, তাহা এক্ষণে কেবল একখানি গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। ঐ গ্রন্থের নাম 'ভেস্‌দা'। উহা জেন্দ ভাষায় লিখিত। এই হেতু উহাকে জেন্দাভেস্‌দা কহে। জেন্দ ভাষা সংস্কৃত মূলক না হউক, কিন্তু সংস্কৃত এবং জেন্দ উভয়েই যে একমূল হইতে উৎপন্ন তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ; আর ভেস্‌দাপ্রণীত ধর্ম্মপ্রণালী যদিও সর্ব্বতোভাবে বেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের সমান না হউক, তথাপি উভয় ধর্ম্মই যে এক প্রকৃতিক ইহাও নিঃসন্দেহ।

ভেস্‌দার মতে 'জবৈন অকরণ' (অর্থাৎ অনাদ্যনন্ত কাল) হইতে 'অর্ম্মস্‌দ্‌' এবং 'অহ্রিমান' জন্মে। সেই দুই জনে নিরন্তর বিবাদ হয়। অর্ম্মস্‌দ্‌ হইতে আলোক, তাপ, জ্ঞান, বুদ্ধি, ক্রিয়া, গার্হস্থ ধর্ম্ম সমুদায় সমুৎপন্ন হয়। অহ্রিমান হইতে অন্ধকার, শৈত্য, মোহ, জড়তা, বন্য দশা, প্রভৃতি উৎপত্তি হয়। অর্ম্মস্‌দদেবের পারিষদ অমর সকলের নাম 'অম্‌সম্পন্দ'। এই অম্‌সম্পন্দদিগের অধীন সামান্য দেবতানিকর জগতের সকল স্থানেই এক একজন অধিষ্ঠাতৃ স্বরূপে অবস্থিতি করেন। অহ্রিমানের পারিষদ দৈত্যগণ সর্ব্বদা অর্ম্মস্‌দের অনুচর সমূহকে স্থানভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এইরূপে জগতে ঐ দুই

দলে অনুক্ষণ বিবাদ চলিতেছে। কিন্তু পরিশেষে অর্ম্মসদ অহ্রিমানকে জয় করিয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে আলোক, জ্ঞান ও সুখ বিস্তৃত করিবেন।

গ্রহনক্ষত্রগণ সকলেই আলোকময়। অতএব পারসীকেরা উহাদিগকে সাক্ষাৎ অর্ম্মসদের প্রতিরূপ ভাবিয়া পূজা করিত। অগ্নিও সেই কারণে তাহাদিগের পূজ্য ছিল। প্রাচীন পারসীকেরা কোন মন্দির বা অন্য প্রকার দেবালয় মধ্যে মূর্ত্তি বিশেষের উপাসনা করিত না। উহারা বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যভাগে ও পর্ব্বতশিখরে প্রাতে ও মধ্যাহ্নে জ্ঞান ও আলোক প্রদাতা অর্ম্মসদের উদ্দেশে সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া স্তুতি বন্দনাদি করিত।

প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্ম যে কত পুরাতন তাহা কেহই স্থির করিতে পারেন না। কিন্তু অনুমান হয় সেই ধর্ম্মের সংহিতা-নিবন্ধকার জরদস্ত বা জোরোয়াস্তর খৃষ্টের ১০০০ বর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। জোরোয়াস্তর মিডিয়া দেশে জন্ম গ্রহণ করেন।

নবম প্রকরণ।

গ্রীক জাতির বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[গ্রীস দেশের প্রকৃতি এবং প্রদেশ বিভাগ।]

গ্রীস্ একটী প্রায়দ্বীপ। উহা ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব দিকে যে সমুদ্র শাখা আছে, তাহার নাম 'ইজিয়ান্' সাগর এবং পশ্চিম দিকে যে সমুদ্র আছে তাহার নাম 'আইওনিয়'ন্' সাগর। গ্রীস দেশটী পর্ব্বতময়। সেই সকল পর্ব্বতের কোন কোন শৃঙ্গ এমত উচ্চ যে, তাহাদিগের শিখরদেশ চির-নীহার মণ্ডিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের দ্রোণীভূমি সমুদায় অতিশয় উর্ব্বরা, এবং সর্ব্ব স্থানেরই জল বায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। গ্রীসের উপকূল ভাগে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগর শাখা প্রবিষ্ট হওয়াতে দেশটী বণিগ্ বৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত এবং সাগর শাখাসমূহ কর্ত্তৃক বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাজিত হওয়াতে গ্রীস দেশ অতি পূর্ব্ব কালাবধি নানা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হইয়া ছিল। ইহার দক্ষিণ ভাগ 'পিলোপনিসসের' মধ্যে সাতটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। উহাদিগের নাম 'করিন্থ' 'আর্গলিস্' 'লেকোনিয়া' 'মেসিনা' ,ইলিস্ ,আর্কেডিয়া' ও 'একেয়া'। মধ্য-গ্রীসের মধ্যেও আটটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ ছিল। তাহাদিগের নাম 'মিগারিস্' 'আটিকা' 'বিওসিয়া' 'ফ্রোকিস্' 'লোক্রিস্' 'ডোরিস্' 'ইটোলিয়া' এবং 'আকার্ণানিয়া'। উত্তর গ্রীসও 'থেসালি' 'ইপাইরস' এবং 'মাসিডোনিয়া' এই দেশত্রয়ে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে ,মাসিডোনিয়া' প্রদেশ প্রথমে গ্রীসের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত না।

মহাদেশান্তর্গত গ্রীস এইরূপে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রীসের উভয়োপকূলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহাও পূর্ব্বকালে গ্রীসের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে 'রোড্স্' 'সাইপ্রস্' 'সাইক্লেডিস্ পুঞ্জ' 'কিফালোনিয়া' 'সিথিরা, 'ক্রীট' 'কর্সাইরা' প্রভৃতি কতিপয় দ্বীপ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রীকেরা সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তার সহকারে অনেকানেক দূরদেশে অনেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করে। বিশেষতঃ 'এসিয়া-মাইনরে', 'সিসিলি' দ্বীপে, 'ইটালির' দক্ষিণভাগে এবং মিসরের বায়ু কোণে ইহাদিগের কতিপয় অতি প্রসিদ্ধ উপনিবেশ ছিল।

গ্রীস এইরূপে নানা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হওয়াতে সুতরাং ইহার ইতিহাসও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সকল জনপদনিবাসিগণ এক ধর্ম্মাক্রান্ত, এক বর্ণোদ্ভব এবং প্রায় সকলেই এক ভাষা ভাষী হইয়াও আপনারা সকলে যে এক জাতি তাহা প্রথমে স্বীকার করিতনা। এমন কি উহারা আপনাদিগের সমুদায় দেশটীর কোন একটী সাধারণ নাম প্রদান করে নাই। কিন্তু ক্রমে যখন উহাদিগের অধিকতর সম্মিলন হইল, তখন উহারা আপনাদিগকে 'হেলেনীয়' এবং স্বদেশকে হেলাস্ নামে অভিহিত করে। 'রোমীয়েরা' প্রথমে এই দেশকে গ্রীস বলে, তদনুকরণে বর্ত্তমান ইউরোপীয় লোকেরাও ইহাকে গ্রীস বলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[প্রাচীন গ্রীসের বিবরণ—পৌরাণিক বৃত্তান্ত—হরকুলিস।]
থিসিউস্—কল্‌কিস্ এবং ট্রয়ে যুদ্ধযাত্রা।

খৃষ্টের ১৮০০ শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে গ্রীসদেশের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু প্রথম ৯০ বর্ষের ইতিহাস যদিও সম্পূর্ণরূপে অলীক না হয়, তথাপি উহা যে নানা অদ্ভুত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ তাহার সংশয় নাই। ঐ ভাগ গ্রীকপুরাণ হইতে সংগৃহীত।

উক্ত পুরাণ মতে গ্রীসের প্রাচীন অধিবাসিগণ 'পিলাস্‌জী' নামে আখ্যাত ছিল। ইহারা নিতান্ত

অসভ্যাবস্থাপন্ন ছিল, পর্ব্বত গুহা মধ্যে বাস করিত, মৃগয়া-লব্ধমাংসে উদরপূর্ত্তি করিত, এবং পশু চর্ম্মের অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিয়া কথঞ্চিৎ শীতাতপ এবং লজ্জানিবারণ করিত। এইরূপে বহুকাল গত হইলে মিসর হইতে 'য়ুরেনস্' নামা কোন 'মিসরীয়' রাজপুত্র গ্রীসে আসিয়া তথায় সভ্যতার বীজ বপন করিলেন। কিন্তু তিনি 'টাইটান' নামক নিজ পুত্রগণকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন। টাইটান-দিগের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ 'সাটরন্' সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, পাছে আপনিও নিজ পুত্রগণ কর্ত্তৃক সেইরূপে অবমানিত হয়েন, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে জাতমাত্র বধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার 'যুপিটর' নামক একটী পুত্র জন্মিল। যুপিটর নিজ মাতা কর্ত্তৃক 'ক্রীট দ্বীপে নীত হইয়া রক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন। তিনি তথায় প্রাপ্ত-বয়স্ক হইয়া পুনর্ব্বার 'গ্রীসে' প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অতি শীঘ্রই নিজ পিতা ও তৎসপক্ষ টাইটান-দিগকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকারী হইলেন। কিন্তু যুপিটর সমুদায় রাজ্য একাকী গ্রহণ করেন নাই। তিনি 'নেপচুন্ এবং 'প্লুটো' নামক সোদর-দ্বয়ের সহিত সমুদায় রাজ্য বিভাগ করিয়া অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও পরিণামদর্শিতা সহকারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

এই পৌরাণিক বিবরণের যে কত ভাগ সত্য তাহা এক্ষণে নিশ্চয় করা যায় না। 'সাটরন' 'যুপিটর'

প্রভৃতি যাঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইল গ্রীসে তাঁহারা সকলেই দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। তৎসংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত বিবরণ যে রূপকালঙ্কারে বিভূষিত, তাহারও সন্দেহ নাই। 'সাটরন' দেব বাস্তবিক কলের প্রতিরূপ। যেমন কাল যাহা আপনি উৎপাদন করে, আবার আপনিই তাহার ধ্বংস করিয়া থাকে, সেইরূপ সাটরন্ ও নিজ সন্ততিগণকে বিনাশ করিতেন। অতএব উক্ত বিবরণের যদিও কোন ঐতিহাসিক মূল থাকে, তাহা যে অতি অকিঞ্চিৎকর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এসিয়া হইতে কোন অনির্ণেয় বহু প্রাচীনকালে 'হেলেনীয়'নামে এক জাতি আসিয়া গ্রীসের পূর্ব্ব নিবাসী 'পিলাসজীয়' দিগকে যুদ্ধে পরাভূত করত তাহাদিগের অনেককে বিনষ্ট এবং নির্ব্বাসিত করে। আর কতকগুলি 'পিলাসজীয়, উহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। হেলেনীয়েরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। সেই তিন ভাগের মূল ভাষা একই ছিল। কিন্তু অবান্তর ভেদে তাহার নাম-ভেদ হইয়াছিল। এক প্রকার হেলেনিক ভাষার নাম 'ইয়োলীয়', দ্বিতীয় প্রকারের নাম 'ডোরীয়' এবং তৃতীয় প্রকারের নাম 'আইয়োনীয়'।

হেলেনীয়দিগের আগমনের বহুকাল পরে ১৮৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দে 'ইনেকস্' নামা এক ব্যক্তি 'ফিনিকিয়া' হইতে আসিয়া 'আর্গস্' নামে এইটী নগর সংস্থাপিত করেন। ইহার ৩০০ বৎসর পরে, ১৫৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দে সিক্রপ্স'

নামে এক জন 'মিসরীয়' রাজপুত্র 'আটিকা' প্রদেশে উপস্থিত হইয়া তথায় 'এথেন্স' নগর স্থাপিত করেন। 'কাডমস' নামে আর এক ব্যক্তি ১৪৯৩ পূঃ খৃঃ অব্দে 'ফিনিকিয়া' হইতে আসিয়া 'বিওসিয়া' প্রদেশে 'থিবস' নগর নির্ম্মাণ করেন। ১৫২০ পূঃ খৃঃ অব্দে 'ফিনিকস্' নামক কোন মহাত্মা 'করিন্থ' নগরীর মূল পত্তন করেন। সেই সময়ে 'লিলেক্স' নামক এক ব্যক্তি মিসর হইতে আসিয়া 'লেকোনিয়া' প্রদেশে 'স্পার্টা' নগরের আদ্যারম্ভ করিয়া যান। ১৪৮৫ পূঃ খৃঃ অব্দে 'ডানায়স' নামে আর এক জন 'মিসরীয়' রাজা গ্রীসে আসিয়া 'আর্গস' নগরে অবস্থান প্রাপ্ত হন।

১৩৫০ পূঃ খৃঃ 'ফ্রিজিয়া' দেশের অধিপতি 'পিলপস' গ্রীসে আইসেন। তিনি এবং তাঁহার বংশীয়েরা ক্রমে ক্রমে এমত প্রবল হইছিলেন যে, তাঁহাদিগের দ্বারা গ্রীসের প্রায় সকল প্রদেশই অধিকৃত হয়। বোধ হয়, তজ্জন্য গ্রীসের সমুদায় দক্ষিণভাগ 'পিলপ্সের' নামানুসারে 'পিলপনিসস্' নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

'পিলপ্সের' বংশে জগদ্বিখ্যাত 'হরকুলিস' নামক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, 'মাইসিনি' নগরাধিপের কন্যা 'আল্কমীনার' সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া দেবরাজ 'যুপিটর' তাঁহাকে হরণ করেন। তাঁহারই গর্ভে যুপিটরের ঔরসে হরকুলিসের জন্ম হয়। কিন্তু যুপিটরের পত্নী যুনো দেবী নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া

সেই সপত্নীসন্তানের প্রাণবিনাশার্থ দুইটী অজগর সর্প প্রেরণ করেন। হরকুলিস সূতিকাগারেই সর্পদ্বয়কে নিধন করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি এক পরাক্রান্ত সিংহকে মল্লযুদ্ধে বিনাশ করেন, এক বহুশীর্ষ ভয়ঙ্কর বিষধরকে সংহার করেন, এবং এক অতি অপরিষ্কৃত পূতি গন্ধ-পূর্ণ পীড়াকর স্থানে নদীমুখ নির্ম্মুক্ত করিয়া দিয়া তৎসমুদায় পরিষ্কৃত করেন। এইরূপে বিবিধ প্রকারে লোকসাধারণের হিতসাধনও দিগ্‌বিজয় করিয়া পরিশেষে সস্ত্রীক স্বদেশে আগমন করিলে পর, তাঁহার পত্নী তাঁহাকে স্ববশীভূত করণাভিপ্রায়ে এমত একটী বিষাক্ত অঙ্গাবরণ পরিধান করিতে দেন যে, তদ্ধারণে নিতান্ত যন্ত্রণাযুক্ত ও অধীর হইয়া 'হরকুলিস' জলন্ত চিতারোহণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। যুপিটর দেব তৎক্ষণাৎ দিব্য রথ প্রেরণকরিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান।

থিসিউস গ্রীসের আর একটী প্রসিদ্ধ মহাবীর। ইনি এথেন্স রাজ ইজিউসের পুত্র ছিলেন। কোন সময়ে এথেন্স বাসীরা ক্রীট রাজ মাইনসের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি এথেনীয়দিগকে বর্ষে বর্ষে সাতটী কুমারী এবং তৎসংখ্যক কুমারকে ক্রীট দ্বীপে করস্বরূপে প্রেরণ করিতে হইত। বোধ হয়, তাহারা ক্রীটের রাজা কর্ত্তৃক দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইত। কিন্তু এথেন্স নগরের

লোকেরা বলিত যে, ক্রীটদ্বীপে ডিডালস নামক কোন শিল্পি কর্তৃক নির্ম্মিত এক রাক্ষসগৃহমধ্যে গো--নরাকার মিনোটার নামে যে একটী অসুর বাস করিত, সেই অসুরের আহারের নিমিত্ত কুমার কুমারীগণ প্রেরিত হইত। রাজকুমার থিসিউস স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া ক্রীট দ্বীপে গমন করিলেন, এবং মল্লযুদ্ধে মিনোটারকে নিহত করিয়া ক্রীটের রাজকুমারী আরিয়াড্‌নীকে বিবাহ করতঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে তিনি রাজা হইয়াও দেশের মঙ্গলোন্নতি সাধনের নিমিত্ত সমূহ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফলতঃ তিনিই এথেন্স নগরবাসিগণের ভাবি সভ্যতার মূলপত্তন করিয়া যান। তাঁহার পূর্ব্বে এথেন্স নগর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র পল্লীতে বিভক্ত ছিল। তিনি উহাদিগকে একত্র করিলেন, এবং প্রজাগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ধনবানদিগকে শাসনকর্তৃত্ব, মধ্য-বিত্তদিগকে শিল্পকর্ম্ম এবং দীন প্রজা-বৃন্দকে কৃষিকার্য্য অর্পণ করিলেন।

থিসিউসের এই প্রধান কীর্ত্তি ব্যতীত গ্রীক পৌরাণিকেরা তাঁহার আরও অনেক অদ্ভুত কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আর্গো নামক জল-যানারোহণে কৃষ্ণসাগর পারে কলকিস দেশ গমনের যে অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ আছে, তাহা অতীব চমৎকারজনক। কিন্তু এই ব্যাপারে থিসিউসের প্রধান কর্তৃত্ব ছিল না; থেসালী প্রদেশের রাজা জেসন্ ইহাতে সর্ব্বাধ্যক্ষ-

স্বরূপ ছিলেন। কথিত আছে থিবস নগরের রাজকুমার ফ্রিক্স এবং তাঁহার সহোদরা হেলি বিমাতার ঈর্ষায় পরিপীড়িত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিবার বাসনা করিলে দেবরাজ যুপিটর তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সুবর্ণ-লোমযুক্ত এক অলৌকিক মেষ প্রেরণ করেন। হেলি এবং ফ্রিক্স উভয়ে সেই মেষপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া আকাশপথে গমন করিতে করিতে রাজকুমারী হেলি হঠাৎ মহাভয়ে ভীত হইয়া স্খলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি যে স্থানে পড়েন, সেই সমুদ্রভাগকে অদ্যাপি হেলিস্পণ্ট বলে। ফ্রিক্সস নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণসাগর পার হইয়া কল্কিস দেশাধিপতির নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু কল্কিস দেশাধিপতি, ফ্রিক্সসের সুবর্ণময় উর্ণা পাই-বার লোভে তাঁহাকে নষ্ট করিলেন।

কলকিস রাজকৃত ঐ অপরাধের দণ্ডবিধানার্থ জেসন গ্রীস দেশীয় মহাবীর সকলকে একত্রিত করিয়া আর্গো নামক জল-যানারোহণে কলকিস দেশে গমন করেন, এবং কলকিসরাজের বিনাস সাধন পূর্ব্বক তদপহৃত সুবর্ণময় উর্ণা এবং রাজকন্যা মিডিয়াকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, জেসনের সমুদ্রযাত্রা ১২৬৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

ইহার কিছুকাল পরে, অর্থাৎ আনুমানিক ১১৮৪

পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আর একবার সমুদায় গ্রীস দেশের রাজগণ একমত হইয়া একত্র যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ যাত্রাকে 'ট্রয়ের-যুদ্ধ যাত্রা' কহে। ইহা মহাকবি 'হোমার' প্রণীত জগদ্বিখ্যাত ইলিয়ড' নামক মহাকাব্যে সবিস্তার বর্ণিত আছে। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, 'স্পার্টার' রাজা 'মেনেলেয়সের' পত্নী অপরূপ রূপবতী 'হেলেনা' ট্রয়-রাজকুমার 'পারিস' কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, 'মেনেলেয়স' পত্নীর উদ্ধারের নিমিত্ত আপন ভ্রাতা 'আগামেম্নন' ও অন্যান্য গ্রীক রাজাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। ইহাঁরা সকলে একমত হইয়া অন্যুন লক্ষ সৈনিক পুরুষ সমভিব্যাহারে গিয়া এসিয়া মাইনরের অন্তর্বর্ত্তী 'ট্রয় নগর' আক্রমণ করিলেন। একাদিক্রমে দশ বৎসর কাল নিরন্তর যুদ্ধ হইলে পর ট্রয়নগর পরাজিত হইল, এবং গ্রীকেরা তত্রত্য সকল লোককে বিনষ্ট, নির্ব্বাসিত, বা দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া নিবৃত্ত হইল।

কিন্তু যে সকল গ্রীক রাজারা ট্রয়নগর ধ্বংস করিলেন, তাঁহারা সুখসচ্ছন্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। অনেকে পথিমধ্যেই নানা ক্লেশ পাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন, আর যাঁহারা প্রাণে প্রাণে দেশে আসিয়া পৌঁছিলেন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিতে শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া তাঁহাদিগের সমুদয় অধিকার আপনাদিগের হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে—পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তির আর কোন সম্ভাবনা নাই।

'ট্রয়' যুদ্ধের অশীতিবর্ষ পরে 'গ্রীস' দেশে আর একটী ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। হরকুলিসের বংশী-য়েরা আপনাদের কুলপতির মৃত্যুর পর 'ডোরিস্' প্রদেশে যাইয়া বাস করে। তথায় 'ডোরীয়দিগের' আশ্রয় লাভে উঁহারা দিন দিন প্রবল হইতেছিল। প্রথমে 'হরকুলিসের' জ্যেষ্ঠ পুত্র 'হাইলস্' 'ডোরিস্' হইতে আসিয়া পিলপনিসস্ অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার পর আরও একবার তদ্বংশীয়েরা ঐরূপ উদ্যম করেন। কিন্তু দুইবারই উহারা ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে ১১০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'টিমিনস্' ক্রেস্ফন্টিস্' এবং 'আরিষ্টডিমস্' নামক 'হাইলসের' পৌত্রত্রয় 'আর্কেডিয়া' ভিন্ন 'পিলপনিসসের' অন্ত সমুদায় অংশ অধিকার করিয়া লইলেন। 'টিমিনস্' 'আর্গসের' রাজা হয়েন, 'ক্রেস্ফন্টিস্' মেসিনিয়া প্রদেশের রাজা হয়েন, এবং 'আরিষ্টডিমসের' দুই পুত্র 'য়ুরিস্থিনিস্' এবং 'প্রক্লিস্' উভয়ে মিলিত হইয়া 'স্পার্টার' সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ডোরীয়েরা যে যে দেশ জয় করে, তথাকার ভূমি-সম্পত্তি সমুদায় আপনাদিগের হস্তগত করে। তাহাতে তত্তদ্দেশের পূর্ব্বাধিবাসিগণ দলে দলে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'আসিয়া মাইনরের' উপকূলভাগে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া বাস করিতে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

গ্রীসে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী এবং মহোৎসব সংস্থাপনের বিবরণ।]

ডোরীয়দিগের আগমন হওয়াতে পিলপনিসসের পূর্ব্ব অধিবাসিগণ অনেকেই এসিয়ামাইনরের উপকূলভাগে গিয়া নিবাস করে। কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি লোক মধ্যগ্রীসের অন্তর্গত এথেন্স নগরে যাইয়া শরণ লয়। এথিনীয়েরা উহাদিগকে বাসস্থান এবং অভয়প্রদান করাতে ডোরীয়েরা ক্রুদ্ধ হইয়া এথেন্স নগর আক্রমণ করে। কিন্তু পরাক্রান্ত এথিনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিলে পরিণামে জয় পরাজয় কিরূপ হইবে, ইহা জানিবার নিমিত্ত ডোরীয়েরা, ডেলফির সুপ্রসিদ্ধ 'আপলো' দেবতার সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিয়াছিল। দূতের প্রতি তাঁহার এই আদেশ হইল যে, যদি ডোরীয়েরা এথিনীয় ভূপালের প্রাণসংহার না করে, তাহা হইলেই উহারা শত্রুকে পরাজয় করিতে পারিবে, নচেৎ আপনারাই পরাজিত হইবে। এই দেবাদেশ শ্রুতিপরম্পরায় এথিনীয়দিগের কর্ণগোচর হইল, এবং তাহাদিগের রাজা উদারচেতা 'কোড্রস্' নিতান্ত স্বদেশহিতৈষিতাপরবশ হইয়া শত্রুদ্বারা আত্মনিধনের সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে তিনি এক জন সামান্য কৃষকের বেশধারণপূর্ব্বক ডোরীয়দিগের শিবিরে প্রবেশ করিয়া কোন সৈনিকের সহিত ঘোরতর বিবাদ করত

অচিরাৎ তৎকর্ত্তৃক হত হইলেন। ডোরীয়েরা সকলেই শীঘ্র জানিতে পারিল যে, এথিনীয় রাজা তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অতএব তাহারা অবশ্য পরাজিত হইবে জানিয়া আর যুদ্ধ করিতে সাহস করিল না— অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

এথেন্সবাসীরা ইতঃপূর্ব্বেই স্বদেশে প্রজা-তন্ত্র-শাসন প্রণালী সংস্থাপিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল। এখন এই সুযোগ পাইয়া তাহারা তদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিল যে, কোড্রসের তুল্য উৎকৃষ্ট রাজা আর কেহ হইবে না; অতএব অদ্যাবধি দেবরাজ যুপিটরই আমাদিগের রাজা হইবেন। আর নগরের শান্তি-রক্ষার ভার কোড্রসের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'মিডনের' প্রতি সমর্পিত হইবে; পরন্তু তাঁহার উপাধি রাজা না হইয়া 'আর্কন' (আর্থাৎ শাসন কর্ত্তা) হইবে। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, এথিনীয়েরা প্রথমে কতিপয় ব্যক্তিকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত 'আর্কন' পদাভিষিক্ত করে কিন্তু কিছু কাল পরে আর্কনেরা দশ বর্ষ মাত্র প্রভুত্ব করিতে পাইতেন, এবং তৎপরে আর্কনের পদ প্রতিবর্ষেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইত।

কোড্রসের মৃত্যুর পর প্রায় দুই শত বর্ষ কাল গ্রীসে নানা উপদ্রব ও রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিতে লাগিল। সেই সময়ের ইতিবৃত্ত সুস্পষ্ট বা সুনিশ্চিত নহে। যেমন কোন বাটী নির্ম্মাণের আরম্ভ হইলে সেই স্থান ধূলিময় এবং

নিতান্ত অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারই মধ্যে ক্রমশঃ নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, এবং পরিশেষে সুন্দর সৌধ বিশেষ তথায় উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক সুশোভিত করে, গ্রীসের এই সময়টী ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল। ইহারই মধ্যে নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ দুষ্কর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম সমূহ সংঘটিত হইয়া পরিশেষে সমুদায় গ্রীসে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়া উঠিল।

গ্রীসের প্রজাতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ঐকমত্য সংস্থাপনেরও এই সময়ে প্রথম সূত্রপাত হয়। তাহার বিবরণ এই। পিলপনিস্নসের নৈঋ্ঁত ভাগে 'ইলিস' নামে একটী ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। তথাকার রাজা মহাত্মা 'ইফিটস' আপন রাজধানী 'ওলিম্পিয়া' নগরে যুপিটর দেবের এক মন্দির এবং প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া ডেলফির আপলো দেবের স্থানে এইরূপ প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিলেন যে, চতুর্ব্বর্ষান্তর সকল গ্রীসীয় নগর হইতে শ্রাবণ মাসে ওলিম্পিয়া নগরে দূত গমন করিবে, এবং তথায় যুপিটর দেব ও হরকুলিসের উদ্দেশে কেবল গ্রীকজাতীয় যাত্রিকেরা চারি দিবস নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিবে। যদিও কোন দুই নগরের পরস্পর বিবাদ থাকে, তাহা ঐ চারি দিন নিবৃত্ত থাকিবে, এবং ওলিম্পিয়া সাক্ষাৎ দেবভূমি ও সাধারণের নির্ব্বিবাদ স্থান বলিয়া গণ্য হইবে। এই নিয়ম গ্রীসের সর্ব্বত্র

প্রচলিত হইয়া ৭৭৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্রথম ওলিম্পীয় মহোৎসব হইল। এই মহোৎসব হইতেই গ্রীসীয়েরা আপনাদিগের অব্দ গণনা করিত। গ্রীকইতিহাসলেখকেরা কোন ঘটনার কাল নির্দ্দেশ করিতে হইলে উহা প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ইত্যাদি যে কোন মহোৎসবের মধ্যে ঘটিয়াছিল, তাহাই লেখেন।

ওলিম্পীয় মহোৎসব সংস্থাপিত হইলে পর ক্রমে ক্রমে করিন্থ, ডেলফি এবং আর্গস নগরে আরও তিনটী মহোৎসব সংস্থাপিত হয়। এই চারি মহোৎসবে মল্লক্রীড়া, অশ্বক্রীড়া, রথচালন, সংগীত, বাদ্য, কবিতা ইত্যাদি বিবিধ রমণীয় ব্যাপারের প্রদর্শন ও পরীক্ষা হইত। যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহাকে সর্ব্বজনসমক্ষে বৃক্ষ পত্রবিনির্ম্মিত মুকুট প্রদান করা হইত। তাহাতে তাঁহার যেরূপ গৌরব হইত, স্বর্ণমুকুট বিভূষিত কোন চক্রবর্ত্তী রাজারও তেমন গৌরব হইত না। এই সময় গ্রীক জাতির অভ্যুদয়কাল। জাতীয় অভ্যুদয়কালে লোকে অস্বার্থপর উদারচরিত এবং কেবল যশোলুব্ধ হইয়া সৎক্রিয়ানুষ্ঠান করেন। ধন বই যে আর কিছুই কিছু নয়—গাছের পাতার মুকুটে যে কোন উপকারই নাই—ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারে না। যাহারা নিতান্ত দুর্ভাগা এবং নীচানুকরণপ্রিয়, কেবল তাহাদিগেরই এইরূপ বুঝিবার ক্ষমতা হয় যে, ধন সঞ্চয় করাই মানবজন্মের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তৎকালে গ্রীক জনপদ মাত্রের লোক নাগরিক, গ্রাম্য, এবং দাস—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যে যে প্রদেশে প্রজাতন্ত্রশাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তথাকারও কেবল নাগরিকেরাই প্রবল ছিল; গ্রাম্য লোক এবং দাসেরা রাজশক্তির সহিত কোন সম্পর্কই রাখিত না। গ্রাম্য লোকেরা স্বাধীন ছিল এবং কৃষি বাণিজ্যাদি ব্যবসায়দ্বারা দিনপাত করিত। কিন্তু দাসেরা প্রভুদিগের নিতান্ত অধীন ছিল; এমন কি কোথাও কোথাও তাহাদিগকে মারিয়া ফেলি-লেও প্রভুদিগকে দণ্ডার্হ হইতে হইত না।

চতুর্থ অধ্যায়।

[লাইকর্গস এবং সোলন।]

গ্রীস দেশের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র বিপ্লব এবং তুমুল অন্তর্ব্বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে স্পার্টা নগর সর্ব্বপ্রথমে বিমুক্ত হইয়া আপনার শ্রী এবং গৌরব সাধনে সমর্থ হইল। কথিত আছে যে, একজন মহানুভব পুরুষের প্রযত্ন এবং ধর্ম্মপরায়ণতা দ্বারাই এই কল্যাণকর ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহাঁর নাম 'লাইকর্গস'। ইনি ক্রীট ও আসিয়া মাইনর প্রভৃতি নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করত বিলক্ষণ

বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই সকল দোষের আকর। কোন জাতি যদি কখন ইন্দ্রিয়সুখভোগে নিতান্ত তৎপরিমতি না হয়, তবে তাহাদিগের গৌরবের কদাপি হানি হইতে পারে না। অতএব স্পার্টার লোকেরা লাইকর্গসকে আপনাদিগের দেশের নিমিত্ত ব্যবস্থা-প্রণালী নিরূপিত করণের অনুরোধ করিলে, তিনি এই কয়েকটী অভূতপূর্ব্ব নিয়ম সংস্থাপিত করিলেন। প্রথমতঃ তিনি স্পার্টার সকল লোকের সম্পত্তি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন, তাহাতে কেহ সম্পন্ন কেহ বিপন্ন এমন প্রভেদ রহিল না। দ্বিতীয়তঃ তিনি ধন সঞ্চয় নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে অকুপা মুদ্রার ব্যবহার রহিত করিলেন। কেবল দীর্ঘাকার লৌহখণ্ড মুদ্রার স্বরূপ প্রচলিত হইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ স্পার্টার নাগরিকেরা কেহ আপনার বাটীতে যথেচ্ছ পান ভোজনাদি করিতে পারিবে না—সকলকেই সাধারণ ভোজন গৃহে আসিয়া সাধারণ পাকশালায় প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ পিতা মাতা নিজ নিজ ইচ্ছাক্রমে সন্তান সন্ততি প্রতিপালন করিতে পারিবেন না; কৌমারাবধি শিশুগণ সাধারণ শিক্ষাচার্য্য এবং ধাত্রীগণের নিকট সমর্পিত হইবে। উহারা যথানিয়মে সকলকে লালন পালন এবং সুশিক্ষা দান করিবে। লাকর্গস ইহাও নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, কোন শিশু হীনাঙ্গ বিকলাঙ্গ অথবা নিতান্ত

দুর্ব্বল শরীর হইলে তাহাকে প্রতিপালন না করিয়া 'টেজিটস্' পর্ব্বতের গুহামধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

লাইকর্গসের ব্যবস্থাপিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কিয়ৎকাল থাকিতে থাকিতেই স্পার্টানগরবাসীরা আপনাদিগকে অন্যাপেক্ষা এমত প্রবল পরাক্রান্ত বোধ করিতে লাগিল যে, অনতিবিলম্বে উহারা আর্গস এবং মেসিনিয়া নামক দুই দেশের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। আর্গস্‌রাজ 'ফেটন্' অতি বিচক্ষণ এবং সমরদক্ষ ছিলেন। অতএব স্পার্টীয়েরা তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না। কিন্তু মেসিনীয়েরা উহাদিগের কর্ত্তৃক পরাভূত হইল। স্পার্টানিবাসিগণ মেসিনীয়দিগের যৎ-পরোনাস্তি দুর্দ্দশা করিয়াছিল। এই হেতু ইহার কিছু কাল পরেই মেসিনীয়েরা বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের সেনাপতি যুদ্ধবীর 'অরিষ্টমিনিস্' অতি উদারস্বভাব এবং ধর্ম্মশীল ছিলেন। তাঁহার কৌ-শলে এবং বিক্রমে বহুকাল অবধি স্পার্টার জনগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও ভয়ব্যাকুল হইয়াছিল। পরিশেষে তিনিও যুদ্ধে নিহত হইলেন, এবং তাঁহার অনুচরবর্গ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইটালীর দক্ষিণাংশে এবং সিসিলি দ্বীপের উত্তর ভাগে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। মেসিনীয়দিগের সেই উপনিবেশ-স্থান অদ্যাপি 'মেসিনা' নামে বর্ত্তমান আছে।

এইরূপে স্পার্টা নগর সাতিশয় পরাক্রান্ত হইলে

পর মধ্যগ্রীসের অন্তর্গত আট্টিকা প্রদেশের রাজধানী এথেন্স নগরীও অতি শীঘ্র প্রসিদ্ধি লাভ করিল। এথেন্স নগরে পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া পরিশেষে “সাইলন” নামা কোন ব্যক্তি কতকগুলি সামান্য প্রজাকে স্বদলস্থ করিয়া আপনি সর্ব্বাধিপত্যলাভের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিল। ইহাতে নাগরিক কুলীনবর্গ তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া উঠে। সাইলন উহাদিগের সহিত সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে কতিপয় অনুচর সমেত প্রাণভয়ে পলায়ন করত এক দেবমন্দিরে শরণ লইল। গ্রীকজাতির মধ্যে এমত প্রথা ছিল যে, কেহ কোন দেবতার শরণ লইলে সে সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও ঐ দেবতার মন্দির মধ্যে কদাপি দণ্ডার্হ হইত না। কিন্তু সাইলনের শত্রুপক্ষীয়েরা নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া সে প্রথার বিপরীতাচরণ করিল। সানুচর সাইলন্ দেবালয় মধ্যেই নিহত হইল।

কিন্তু অত্যল্প কাল পরেই এথেন্স নগরে আবার প্রজা সাধারণ প্রবল হইয়া উঠিল, এবং যে সকল কুলীনগণ বিধর্ম্মাচরণ সহকারে সাইলনের প্রাণবধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। এই রূপে দুই প্রতিপক্ষ দলের পরস্পরের প্রতি বিবিধ অত্যাচার হওয়াতে প্রজামাত্রেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ‘ড্রেকো’ নামক এক মহাত্মাকে ব্যবস্থাপকের পদে অভিষিক্ত করিল। ড্রেকো পরম জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন,

সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিতেন না যে, লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি সাধারণের যেরূপ দ্বেষ হওয়া আবশ্যক, তাহা কোন প্রকারেই না হইয়া বরং তাদৃশ অনুচিত ব্যবস্থার প্রতিই বিরাগ জন্মে। এইটী না বুঝিয়া ড্রেকো এই নিয়ম বরিলেন যে, দোষী মাত্রেরই প্রাণদণ্ড বিধেয় হইবে। ঈদৃশ কঠিন ব্যবস্থা প্রণালী যে কখন কোন দেশে প্রচলিত থাকিতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য।

এথিনীয়েরা অত্যল্প কাল মধ্যেই ড্রেকোর প্রণীত নিয়ম সকল অপ্রচলিত করিয়া 'সোলন্' নামক কোন অতীব বিচক্ষণ ব্যক্তিকে আপনাদিগের ব্যবস্থাপকরূপে বরণ করিল। সোলন ব্যবস্থাপক পদে অভিষিক্ত হইয়া যে সকল নিয়ম প্রচলিত করিলেন তাহার গুণেই এথেন্স নগর গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ এথিনীয়দিগের সাধারণী সভাতে কেবল বংশ-মর্য্যাদানুসারে সভ্যগণের অধিষ্ঠান হইত। সোলন তৎপরিবর্ত্তে উক্ত সাধারণী সভাকে বিভবানুসারিণী করিলেন। এইরূপ করাতে উচ্চ পদবীলাভ সকল ব্যক্তিরই স্ব স্ব যত্নের অধীন হইয়া আসিল। সোলন্ এথিনীয় নাগরিকদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। তন্মধ্যে যাহারা সর্ব্বপ্রধান শ্রেণী সম্ভুক্ত ছিল, তাহারা প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইত। যাহারা দ্বিতীয় শ্রেণী সম্ভুক্ত, তাহারা অশ্বারোহণে যুদ্ধে গমন করিত। তৃতীয়

শ্রেণীর লোকেরা বর্ম্মধারী পদাতিক হইত। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা লঘু অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ করিত। এই শ্রেণীচতুষ্টয় মিলিত হইয়া যে সভা হইত, তাহাতে সকল শ্রেণীরই সমান শক্তি ছিল। প্রথম শ্রেণীর লোক-সংখ্যা অল্প বলিয়া যে সেই শ্রেণীর অভিমত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হহবে এমন ছিল না। এই মহতী সভাতে রাজকীয় সকল বিষয়েরই বিচার এবং মীমাংসা হইত। কিন্তু ইহা ভিন্ন এথেন্সে আর দুইটী প্রসিদ্ধ সভা ছিল। তাহার একটীর নাম 'বুলি' বা 'চতুঃশতের সমাজ'। সাধারণ সভাতে কেমন সকল বিষয়ের বিচার হইবে, কি কি নিয়ম প্রস্তাবিত হইবে, কোন্ কোন্ প্রাচীন বিধি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রসঙ্গ হইবে, উক্ত বুলি নামক সভাতে তাহাই নির্দ্ধারিত হইত। দ্বিতীয় সভার নাম 'এরিওপেগস্'। এই সভাতে দেওয়ানী এবং ফৌজ-দারী উভয় প্রকার অভিযোগেরই নিষ্পত্তি হইত। কিন্তু সকল সভা হইতেই সাধারণী সভাতে 'আপীল' অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা হইতে পারিত। সুতরাং ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সকল শক্তিই সাধারণী সভার হস্তগত হইয়া পড়িল।

কিন্তু প্রথমেই সেরূপ হয় নাই। প্রত্যুত 'পিসি-ষ্ট্রেটস্' নামক কোন ব্যক্তি কৌশল করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় রাজশক্তি আপনার কর কবলিত করত এথেন্সে রাজ্য করিতে লাগিলেন। পরন্তু তাঁহার অন্যায়োপাত্ত

রাজশক্তি ন্যায়পরায়ণতা সহকারে কার্য্যকারিণী হইয়াছিল। তাঁহার শাসনাধীন হইয়া এথিনীয় প্রজাগণ বহু কালের পর সুখ সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিয়াছিল। তিনি বিদ্বান্ লোকদিগের অতিশয় গৌরব করিতেন, এবং স্বয়ং কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় মহাকবি হোমর প্রণীত কাব্যের সন্দর্ভ শোধন করিয়া তাহার বর্ত্তমান আকারে বিন্যস্ত করেন।

পিসিষ্ট্রেটসের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র ‘ হিপিয়াস’ এবং ‘হিপার্কস’ এথেন্স নগরে নির্ব্বিবাদে রাজা হইলেন। কিন্তু এথিনীয়েরা চিরকাল অস্থির মতি ছিল। বিশেষতঃ উহারা কখন দীর্ঘকাল পরাধীনতা সহ্য করিতে পারিত না। অতএব একটী সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল,এবং হিপার্কসকে বধকরিয়া হিপিয়াসকে দেশ হইতেদূরীকৃত করিয়া দিল। হিপিয়াস স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পারস্যরাজ প্রথম দরায়ুসের শরণাপন্ন হইলেন। দরায়ুসের সহিত এথিনীয়দিগের বিবাদের অন্য সূত্রও সেই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব তিনি হিপিয়াসের সমীপে অঙ্গীকার করিলেন যে, গ্রীসদেশ জয় করিয়া তাঁহাকে সেই দেশের রাজা করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

[গ্রীকদিগের সহিত পারসীকদিগের যুদ্ধ।]

গ্রীকদিগের সহিত পারস্যরাজ দরায়ুসের বিবাদের প্রথম সূত্রপাত ইহার বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কথিত হইয়াছে যে, গ্রীস হইতে সময়ে সময়ে অনেকানেক লোক যাইয়া এসিয়া মাইনরের উপকূলভাগে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। সেই সকল উপনিবেশস্থান অতি শীঘ্রই ধনে জনে সমৃদ্ধি লাভকরিয়া বিদ্যাচর্চ্চায় এবং শিল্প নৈপুণ্যে গ্রীস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর হইয়া উঠে। যেমন কলমের গাছে মূল বৃক্ষ অপেক্ষাও শীঘ্র ফল ধরে, উপনিবেশ মাত্রেই প্রায় তদ্রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রীক ঔপনিবেশিকেরা তাদৃশ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াও আপনাদিগের গৃহ বিবাদ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। উহারা কখনই ঐকমত অবলম্বন করিল না। প্রত্যুত ডোরীয়, আইওনীয় এবং ইয়োলীয়দিগের মধ্যে স্বদেশে যেরূপ বিবাদ ছিল, উপনিবেশ মধ্যেও সেইরূপ বিবাদ রহিয়া গেল। সুতরাং উহারা প্রতিবেশী 'লিডিয়া' রাজ 'ক্রীসস্' কর্ত্তৃক একে একে পরাজিত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া রহিল।

ক্রীসস পারস্যরাজ সাইরসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সেই অবধি গ্রীকদিগের উপনিবেশ সমস্তও পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত

হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীকেরা সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিত, কোন সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহাচরণ করিয়া স্বাধীন হয়। কিয়ৎকাল পরে একদা দরায়ুস 'ডন' নদীর তীরবর্ত্তী 'সিথিয়' জাতির বিরুদ্ধে সৈন্য যাত্রা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আসিলে, উক্ত গ্রীকেরা তাঁহাকে হীনবল বোধ করিয়া বিদ্রোহাচরণ করে, এবং প্রথমে স্পার্টার এবং তৎপরে এথেন্সেরনিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এথিনীয়েরা উহাদিগকে সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত কতক গুলি রণতরী প্রেরণ করিয়াছিল। তত্রত্য যোদ্ধৃগণের সহায়তায় বিদ্রোহীরা 'সার্ডিস' নগর আক্রমণ করিয়া অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিল। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই দরায়ুস ঐ বিদ্রোহ দমন করিলেন।

দরায়ুস সেই অবধি গ্রীক জাতির প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব এথেন্স রাজ হিপিয়াস তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে সাতিশয় আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সমুদায় গ্রীস দেশ জয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমে তিনি স্বীয় জামাতা 'মার্ডোনিয়সকে' সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া বহু সংখ্যক রণতরী এবং স্থলচর সেনা গ্রীসে প্রেরণ করেন। কিন্তু 'থ্রেসের' দক্ষিণ উপকূল ভাগে "এথস্" পর্ব্বতের সন্নিধানে এক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবায়ু উত্থিত হইয়া অনেক রণতরী ও তৎসহ বহু সৈনিক বিনষ্ট করে। সুতরাং ঐ যুদ্ধযাত্রা সর্ব্বতোভাবে বিফল হইয়া যায়।

কিন্তু দরায়ুস এইরূপ দৈবাঘাত দর্শনে ভীত হইলেন না। তিনি ৪৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর যত্ন সহকারে এক মহতী সেনা সংগ্রহ করিলেন, এবং 'ডেটিস' ও 'আর্টাফর্নিস' নামক দুই জন সেনাপতির প্রতি তৎপরিচালনের ভার সমর্পিত করিয়া গ্রীসে প্রেরণ করিলেন। এই সেনাকর্ত্তৃক গ্রীসের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দ্বীপ পরাজিত হইল, এবং পরিশেষে এথেন্সের সমীপবর্ত্তী 'ইউবিয়া' দ্বীপও অধিকৃত হইল। এথিনীয়েরা এই আসন্ন বিপৎ কালে স্পার্টার স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু অদূরদর্শী ও একান্ত স্বার্থপর স্পার্টাবাসীরা আপনাদিগের উপর তৎকালে কোন বিপৎপাতের শঙ্কা নাই দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল না। যাত্রার শুভ দিন নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল। এথিনীয়েরা কি করে, শত্রু সমুপস্থিত দেখিয়া অনন্যসহায় আপনারাই যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইল। কথিত আছে যে উহাদিগের সর্ব্বশুদ্ধ দশ হাজার লোক ছিল, পারসীকেরা তিন লক্ষের ন্যূন নয়; সুতরাং পারসীকেরা বিবেচনা করিল, যে তাহারা অবশ্যই জয়ী হইবে। কিন্তু এথিনীয়দিগের সেনাপতি 'মিলটাইডিস' আপন সেনাদিগকে 'মারাথন' নামক স্থানে এমন সুকৌশলে ব্যবস্থাপিত করিলেন, এবং তাহারাও আপনাদিগের ধন, প্রাণ, স্বাধীনতাদি রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব শৌর্য্য প্রকাশ করিল যে পারসী-

কেরা অল্পক্ষণ মধ্যেই ক্ষত বিক্ষত এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়ন করিল।

দরায়ুস এই ঘটনার সংবাদ পাইয়াও নিরুদ্যম হইলেন না। তিনি গ্রীস বিজয়ের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে মিসরীয়েরা বিদ্রোহ উত্থাপন করাতে তিনি গ্রীসের প্রতি শীঘ্র দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিতে পারিলেন না, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে গ্রীসদেশ পূর্ণ দশ বর্ষকাল নিরুপদ্রব রহিল। এই সময়ের মধ্যে এথেন্স এবং স্পার্টার সৈন্যগণ মিলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পারসীকদিগের অধিকৃত সমুদয় গ্রীসের দ্বীপ আক্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীন করিয়া দিল।

পরে ৪৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দে দরায়ুসের পুত্র জরাক্সিস অন্যূন বিংশতি লক্ষ সেনা এবং তদুপযুক্ত রণপোতসমূহ লইয়া গ্রীস দেশ আক্রমণ করিলেন। উত্তর ভাগের সমুদায় গ্রীসীয় নগর তাঁহার নিকট জল মৃত্তিকা প্রেরণদ্বারা অধীনতাস্বীকার করিল। কিন্তু মধ্য এবং দক্ষিণ গ্রীসের জনগণ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্ব প্রথমে পেসালি প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে 'থর্মপিলি' নামক একটী দুর্গম গিরিসঙ্কট মধ্যে কতকগুলি পিলপনিসীর সেনা স্পার্টার রাজা 'লিওনিডাস্' কর্ত্তৃক সমানীত হইয়া জরক্সিসের গতিরোধ করিল। ইহারা এমত সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিল যে, এক জন বিধর্ম্মী গ্রীক একটী গোপনীয় পথদ্বারা পারসিক

সৈন্যকে উহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে আনয়ন না করিলে, বোধ হয়, এই স্থানেই জরক্সিসকে পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত। যাহা হউক, পারসীকেরা রহস্য বর্ত্মের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া গ্রীক বীরগণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, এবং স্পার্টা মহীপতি স্বদেশ প্রচলিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করা একান্ত অবজ্ঞাস্পদজ্ঞানে সানুচর নিহত হইলেন।

জরক্সিস্ এইরূপে থর্মপিলি উত্তীর্ণ হইয়া অতি দ্রুতগমনে এথেন্স নগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। এথিনীয়েরা তাদৃশ ভয়ঙ্কর বিপক্ষের হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করা নিতান্ত অসাধ্য জ্ঞানে বিজ্ঞবর 'থেমিষ্টক্লিসের' পরামর্শানুসারে সপরিবারে জাহাজারোহণ করিয়া সালামিস্ ট্রেজিন্' এবং ইজাইনা প্রভৃতি উপনিবেশে প্রস্থান করিল। জরক্সিস তাহাদিগের জনশূন্য নগর অধিকার করিয়া অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন।

এই সময়ে পারসীকদিগের রণতরী সকল গ্রীকদিগের যুদ্ধপোত সমূহকে আক্রমণ করিল। সালামিস দ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্রে এই যুদ্ধ হয় বলিয়া ইহাকে সালামিসের যুদ্ধ বলে। ইহাতে পারসীকেরা থেমিষ্টক্লিসের কৌশলে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় প্রাপ্ত হইল, এবং পারস্য সম্রাট্ উপকূলভাগে একটী গণ্ডশৈলের উপর অবস্থিত হইয়া স্বচক্ষে আপন রণতরী ও সেনাসমূহের

নিপাত দর্শন করিলেন। এই নৌযুদ্ধে গ্রীকদিগের বিক্রম দর্শনে তাঁহার মনে এমত ভয়ের উদ্রেক হইল যে, তিনি আপন সেনাপতি 'মার্ডোনিয়সের' পরামর্শানুসারে তাঁহার নিকট তিন লক্ষ সৈন্য রাখিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিতে স্বল্প কালও বিলম্ব করিলেন না।

জরক্সিস চলিয়া গেলে এথিনীয়েরা স্বদেশে ফিরিয়া আসিল, এবং অতি শীঘ্রই আপনাদিগের নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক এমত সুদৃঢ় প্রাকারদ্বারা পরিবেষ্টিত করিল যে, উহা একেবারে শত্রুর দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল। থেমিষ্টক্লিসের পরামর্শানুসারে এই সময় অবধি এথিনীয়েরা অনেকানেক সমুদ্রপোতও নির্ম্মাণ করিতে লাগিল; তাহাতে এথেন্স নগর অচিরকাল মধ্যে সামুদ্রিক যুদ্ধে এবং বাণিজ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল।

ইহার পূর্ব্বে স্পার্টার রাজা, 'পসেনিয়স' এবং এথেন্স নগরের সেনাপতি সুসাধু 'আরিষ্টাইডিস' উভয়ে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অতি শীঘ্রই বিওসিয়া প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং তথায় 'প্লেটিয়ার' যুদ্ধে মার্ডোনিয়সকে পরাজয় করিয়া গ্রীস দেশ পারসীকদিগের উপদ্রব হইতে নিঃশেষে পরিত্রাণ করেন। যে দিন প্লেটয়ার যুদ্ধ হয়, সেই দিবস স্পার্টার অপর রাজা 'লিয়োটিকিডিস' মিকেলির যুদ্ধে অবশিষ্ট আর এক পারসিক সৈন্যেরও বিনাশ করিয়াছিলেন।

যে সময়টীর স্থূল স্থূল বিবরণ বর্ণিত হইল, ইহা নিঃসন্দেহই গ্রীকজাতির মহামাহাত্ম্যের কাল। এই সময়ে গ্রীকেরা একান্ত অস্বার্থপরচিত্তে স্বদেশের হিত-সাধনার্থ ধন প্রাণ পণ করিয়াছিল, এবং এই জন্যই তাহারা তাদৃশ বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ বিদ্যানুশীলনদ্বারা জগতের উপকারসাধনে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু যাহার যে দোষ থাকে, তাহা কখনই নিতান্ত অস্ফুটভাবে থাকে না; সেই দোষের কোন কোন চিহ্ন সকল সময়েই অবশ্য প্রকাশ পায়। গ্রীকদিগের মধ্যে যে পরস্পর নিরতিশয় বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, তাহা স্পার্টীয়-দিগের মারাথনের যুদ্ধে আসিতে অস্বীকার করায় একবার স্পষ্টীভূত হয়। আবার যখন থেমিষ্টক্লিস এথেন্স নগর পুনর্নির্ম্মাণ করেন, তখন স্পার্টার লোকেরা তাঁহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করে, ইহাতেও উক্ত বিদ্বেষ-বুদ্ধি স্পষ্ট প্রকাশ পায়। এথিনীয়েরাও যে নিতান্ত লঘুচিত্ত এবং অব্যবস্থিত বুদ্ধি ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, তাহারা আপনাদিগের পরমোপকারী এবং সুবিজ্ঞ সেনানীপরম্পরার প্রতি সাতিশয় ঈর্ষাপরবশ হইয়া উহাদিগকে একে একে নির্ব্বাসিত ও অন্যান্য প্রকারে দণ্ডিত করে। প্রথমে তাহারা মারাথন যুদ্ধজেতা বিখ্যাত 'মিল্টায়েডিস'কে কোন সামান্য অপরাধে অপরাধী করিয়া কারাগৃহমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে। মিল্টাইডিস কারাগারেই প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইহার পর 'মহাত্মা

আরিষ্টাইডিসকে'ও তাহারা অকারণে নির্ব্বাসিত করে। পরিশেষে রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষ 'থেমিষ্টক্লিস' ও এথিনীয়দিগের কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হয়েন। গ্রীকেরা এই সকল দোষেই পরিণামে অন্যকর্ত্তৃক পরাজিত এবং গৌরবচ্যুত হইয়া হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।
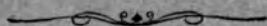
ষষ্ঠ অধ্যায়।

[পসেনিয়স—কাইমন—পেরিক্লিস—এথেন্সের চূড়ান্ত বৃদ্ধি।]

পরিণামে যাহাই হউক, সম্প্রতি পারস্যসম্রাটকে পরাজিত করিয়া অবধি কিছুকাল গ্রীকজাতির মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা ছিল না। তাহারা সমীপবর্ত্তী সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপগুলিকে অতি শীঘ্রই পারস্যের অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিল, এবং মধ্যে মধ্যে এসিয়াখণ্ডের ও নানা স্থানে সশস্ত্র অবতীর্ণ হইয়া পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিল। এই সময়ে স্পার্টার রাজারাই মিলিত গ্রীক সৈন্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্লেটিয়ার যুদ্ধজেতা 'পসেনিয়স' কর্ত্তৃক পারস্য মহারাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। এই জন্য জরক্সিস তাঁহাকে গোপনে নানা প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে সমুদায় গ্রীস দেশের একাধিপত্য এবং আপনার

একটী কন্যা প্রদানের অঙ্গীকার করিলে, দুর্ম্মতি পসেনিয়স নিজ জন্মভূমির অপকার করণে সম্মত হইল। কিন্তু তাহার কুমন্ত্রণা সফল না হইতে হইতেই স্পার্টার লোকেরা তাহার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিয়া সাধারণী সভাতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। পসেনিয়স প্রাণভয়ে ভীত হইয়া একটী দেবালয়মধ্য শরণ লইল। স্পার্টার নাগরিকেরা তাহার বধার্থে নিতান্ত উৎসুক হইয়া ঐ দেবালয়সমীপে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দেবালয়মধ্যে নরহত্যা করিলে মহাপাপ হয়, এই জন্য সকলেই ইতিকর্ত্তব্যতানির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া কি করিবে চিন্তা করিতে লাগিল। এমত সময়ে পসেনিয়সের মাতা সেই স্থানে যাইয়া একখণ্ড প্রস্তর দেবালয় দ্বারে সংস্থাপিত করিলেন। লোকে তৎক্ষণাৎ সেই সঙ্কেতের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া প্রস্তরগ্রথিত করিয়া দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলল। পসেনিয়স অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

পসেনিয়সের এই দুরাচরণে স্পার্টার সুমহতী হানি হইয়াছিল। অপরাপর গ্রীক নাগরিকেরা স্পার্টার প্রতি বীতবিশ্বাস হইয়া আর তাহার অধীনে আপনাপন সেনা নিযুক্ত করিয়া রাখিল না। এথিনীয়েরাই এখন সকলের বিশ্বাসভাজন হইয়া গ্রীস দেশে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব লাভ করিল, এবং আপনাদিগের সেনাপতি ‘কাইমনের’ পরার্শানুসারে পারস্য রাজ্যের প্রতি মধ্যে

মধ্যে আক্রমণ করিয়া বিপুল অর্থ এবং যশোলাভ করিতে লাগিল। কাইমন মহাবীর মিল্টাইডিসের পুত্র ছিলেন। ইনি বহু যুদ্ধে পারসীকদিগকে পরাজিত করেন, বিশেষতঃ ৪৬৫ পূঃখৃষ্টাব্দে 'ইউরিমিডনের' যুদ্ধে পারসীকদিগের অনেক রণপোত এবং বহুল স্থলচর সৈন্য এক দিবস মধ্যেই পরাভূত করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সময়ে কেবল কাইমনই যে এথেন্সের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এমত নহে। কাইমনের পিতৃশত্রু 'জান্টিপসের' পুত্র 'পেরিক্লিস' নামা অতি সদ্বক্তা ও রাজনীতিজ্ঞ একব্যক্তি সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া কাইমনের প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন। কাইমন এথেন্সের কুলীনদিগের এবং পেরিক্লিস তত্রত্য প্রজা সাধারণের সপক্ষ ছিলেন। এই দুই ব্যক্তিকে লইয়া এথেন্সে মহাদলাদলী উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত দলাদলী আরও বদ্ধমূল হইবার হেতু এই যে এথিনীয় কুলীনগণ স্পার্টার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া রাখিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিল। প্রজাসাধারণের ইচ্ছা তাহার বিপরীত ছিল। এই সময়ে লেকোনিয়া প্রদেশে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া স্পার্টার অনেক ক্ষতি হওয়াতে সুযোগ পাইয়া হেলট নামক দাসবর্গ এবং মেসিনীয়েরা স্পার্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্পার্টাবাসীরা সেই সময়ে এথিনীয়দিগের স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিল। সুতরাং উহাদিগকে সাহায্য প্রদান করা যাইবে কি না, এই বিষয়

লইয়া পূর্ব্বোক্ত দুই দলে ঘোরতর বিসম্বাদ হইতে লাগিল। পরিশেষে কাইমনের মতাবলম্বীরাই জয়-লাভ করিল। স্পার্টীয়েরা অনেক যুদ্ধের পর দাস-বর্গকে দমন এবং মেসিনীয় বিদ্রোহীদিগকে নির্ব্বাসিত করিল। উক্ত মেসিনীয়েরা আবাসবিরহিত হইয়া এথিনীয়দিগের নিকট প্রার্থনা করিল, এথিনীয়েরা উহাদিগকে 'নপাক্টস' নগরে বাসস্থান প্রদান করিল। এই যুদ্ধের নাম তৃতীয় মেসিনীয় যুদ্ধ। ইহা ৪৫৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

এই যুদ্ধের শেষাবস্থায় এথিনীয়দিগের সহিত স্পার্টার বিবাদের সূত্রপাত হয়। স্পার্টার লোকেরা অকারণে এথিনীয়দিগের অপমান করে। এথিনীয়েরা সেই আক্রোশে তৎক্ষণাৎ স্পার্টার চিরবৈরী 'আর্গসের' সহিত সন্ধি করে। তাহাতে করিন্থ নগর স্পার্টার সপক্ষ বলিয়া এথেন্সের প্রতি বিরূপ হয়, আর থিবসও তাহা-দিগের সহিত যোগ দেয়। ফলতঃ গ্রীস দেশের চিত্র লইয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, যে দেশ যাহার অব্য-বহিত পরবর্ত্তী,সে তাহার অরিপক্ষ ও তৎপরবর্ত্তী দেশের মিত্রপক্ষ হইয়াছিল। এইরূপ হওয়া একটী সাধারণ নি-য়ম। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে ইহা প্রচলিত আছে। যাহা হউক,এই বিবাদে দুই তিনটী যুদ্ধ হয়,কিন্তু তদ্দ্বারা কোন বিশেষ ফল দর্শে নাই। পরিশেষে 'কাইমন' এবং 'পেরিক্লিস' উভয়ে একমত হইয়া ঐ শুষ্ক বিবা-

দের নিষ্পত্তি করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে পুনর্ব্বার সকল নগরে পরস্পর সন্ধিবন্ধন হইয়া সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

এইরূপ শান্তি ৪৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত থাকে। তাহার পর 'ডেল্‌ফি' দেবালয়ের অধিকারিত্ব লইয়া ফোসীয় এবং ডেলফীয়দিগের মধ্যে বিবাদ হইলে স্পার্টীয়েরা ডেল্‌ফীয়দিগের এবং এথিনীয়েরা ফোসীয়দিগের সপক্ষ হইল। তিন বৎসর ধরিয়া এই বিবাদ চলে। পরে ৪৪৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার উভয় প্রতিপক্ষ দলে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে 'থুসিডিডিস্' নামা জনৈক সুবিদ্বান ব্যক্তি এথেন্স নগরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি পেরিক্লিসের প্রতিযোগী হইয়া যাহাতে সে সন্ধিসংস্থাপন না হয়, এথিনীয়দিগকে এমত পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পেরিক্লিসের মতই রক্ষা পাইয়াছিল। থুসিডিডিস্ অতি সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি সর্ব্বপ্রধান ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

এই সন্ধি সংস্থাপনের পর পেরিক্লিস্ সেমস্ দ্বীপ জয় করেন, এবং অপরাপর বহু স্থলে এথিনীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত করেন। তাহার পর তিনি এথিনীয়দিগের সহকারী অপরাপর গ্রীকদিগকে বলিলেন, যদি তোমরা পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধার্থ আপনারা সেনা ও রণতরী প্রস্তুত করিতে অনিচ্ছু হও তবে আমাদিগকে বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান কর,

আমরা সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সাধারণ শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিব। এই প্রস্তাবে অনেকেই সম্মত হইল, সুতরাং সেই অবধি এথেন্সের নাগরিকেরা অপর গ্রীকদিগের স্থানে করগ্রহণ করিতে লাগিল। এই প্রকারে সংগৃহীত অর্থ সমুদায়ই কিছু সংগ্রাম কার্য্যে ব্যয়িত হইত এমত নহে। উহার অধিকাংশই এথেন্সের শোভাবর্দ্ধনে পর্য্যবসিত হইত। এই এথেন্সের চূড়ান্ত বৃদ্ধির কাল। এই সময়ে এথিনীয়দিগের যেমন বল বিক্রম, তেমনি প্রভুত্ব আর ততোধিক শিল্পনৈপুণ্য এবং বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। তখন যে সকল-বিচিত্র প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহাদিগের ভগ্নাবশেষ এথেন্সে দৃষ্ট হয় এবং যাঁহারা তদ্দর্শন করেন, তাঁহারা সকলেই কহিয়া থাকেন যে, তেমন দিব্য নির্ম্মাণ কার্য্য পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই। পেরিক্লিসের সময়ে যেমন হর্ম্ম্যশিল্পের উন্নতি হইয়াছিল, তেমনি চিত্রবিদ্যা, ভাস্করীয় বিদ্যা নাট্য বিদ্যা এবং কাব্যেতিহাস প্রভৃতি বিবধ শাস্ত্রেরও সম্যক্ আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে ‘ফিডিয়াস্’ নামক পৃথিবীর অদ্বিতীয় শিল্পকর এবং ‘এস্কিলস্’ সফোক্লিস্’ ‘য়ুরিপিডিস্’ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নাটক রচয়িতৃগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কিন্তু ‘পেরিক্লিস্’ এথিনীয়দিগের উপকারার্থ এমত যত্ন করিয়াও উহাদিগের নৈসর্গিক কৃতঘ্নতা দোষের

ফল ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার নিমিত্ত অভিযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁহার সদ্বক্তৃতাগুণে প্রজা সাধারণ অতি শীঘ্রই পুনর্ব্বার তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িল এবং যাহারা তাঁহার নামে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিল, তাহারাই লজ্জা প্রাপ্ত হইল। পরন্ত পেরি ক্লস্ এথেন্সের সমূহ উপকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময়ে আস্পেসিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বারবনিতাদিগের এবং স্বদেশ প্রচলিত ধর্ম্ম দ্বেষ্টা দার্শনিকপণ্ডিতগণের প্রাদুর্ভাব দর্শনে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, অপরিসীমসম্পত্তিশালী এথিনীয়দিগের মধ্যে বিলাসলালসা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা সেই সময় হইতেই আরদ্ধ হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়।

[পিলপনিসীয় যুদ্ধ—নিকিয়াসকৃত সন্ধি।]

এথিনীয়েরা যে স্বাভিসন্ধি সাধন নিমিত্ত অপরাপর গ্রীক নাগরিকদিগের স্থানে কর সংগ্রহ করিয়াছিল, সেই অন্যায়াচরণের ফল অতি শীঘ্রই ফলিল। গ্রীক নাগরিকগণ এথেন্সের দৌরাত্ম্যে পরিপীড়িত হইয়া অনেকেই স্পার্টার সহায়তাবলম্বনদ্বারা এথেন্সের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার মনন করিয়াছিল। গ্রীকদেশে আইওনীয় এবং ডোরীয় নামক দুই জাতীয় লোক তৎকালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে আইওনীয়গণ সর্ব্বদাই

এথেন্সের সপক্ষ এবং তদ্দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া সাধারণ-তন্ত্র-শাসন প্রণালী অবলম্বন করিতে সমুৎসুক হয়। আর ডোরীয়গণ স্পার্টার সপক্ষ এবং তৎপ্রচলিত রীত্যনুসারে কুলীনতন্ত্র শাসনপ্রণালী গ্রহণ করিতে একান্ত যত্নবান থাকে। সুতরাং গ্রীসদেশ যে অতিশীঘ্রই দুই প্রতিপক্ষ মহাদলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর ঈর্ষা দ্বেষ এবং অবশেষে বিবাদ বিসম্বাদে এবং সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ফলতঃ এই সকল কারণে প্রসিদ্ধ পিলপনিসীয় যুদ্ধের আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ বহুকাল-ব্যাপী হইয়াছিল এবং ইহার পরিণামে উভয় দলই এমত ক্ষীণবল হয় যে, অতি সহজেই সাধারণ শত্রুর কবলিত হইয়া পড়িল। প্রায়ই জ্ঞাতি বিবাদের ফল এই। তদ্দারা কাহারও কোন লাভ হয় না। চরমে উভয় প্রতি-পক্ষেরই সমূহ হানি ঘটিয়া থাকে।

এই মহাযুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত অতি সামান্যরূপেই হইয়াছিল। 'কর্সাইরা' দ্বীপ এবং 'এপিডাম্নস' নগর উভয়ই করিন্থের উপনিবেশস্থান। ঐ দুই স্থানের লোকেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া কর্সিরীয়েরা এথে-ন্সের এবং এপিডাম্নসের লোকেরা করিন্থের সাহায্য প্রার্থনা করে। করিন্থ স্বয়ং এথেন্সের সহিত বিরোধ-করণে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া স্পার্টার শরণাপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আর্গস্ ব্যতীত আর সকল পিলপনিসীয় নগর এবং মধ্য গ্রীসের অন্তর্গত

'মেগারা' 'ডোরিস' 'লোক্রিস' 'বিওসিয়া' ও অন্যান্য কতিপয় প্রদেশ স্পার্টার দলস্থ হইল। তদ্ভিন্ন ইহারা পারস্য সম্রাটের স্থানেও সাহায্য প্রার্থনা করিল। এথি-নীয়েরা 'কাইয়স' 'লেস্‌বস্' 'প্লেটীয়া' নপাকটস' 'আকার্ণানিয়া' প্রভৃতি কতিপয় জনপদবাসীদিগের স্থানে সাহায্য প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে দুইদল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে স্পার্টার রাজা 'আর্কিডেমস' ৪৩১ পূঃ খৃষ্টাব্দে বহুল সৈন্য সমভি-ব্যাহারে আটিকা প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। পেরিক্লি সের পরামর্শানুসারে এথিনীয়েরা আপনাদিগের সুদৃঢ় প্রাকারবেষ্টিত নগর মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া রহিল; আর্কি ডেমস অরক্ষিত তাবদ্দেশ বিলুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করি-লেন। কিন্তু সেই সময়ে এথিনীয়েরাও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ছিল না। উহারা আপনাদিগের রণপোত সমস্ত সুসজ্জিত করিয়া পিলপনিসসের উপকূলভাগে গিয়া অবতীর্ণ হইল, এবং স্পার্টীয়েরা উহাদিগের যত ক্ষতি করিয়াছিল, উহারা তাহার শত গুণ অধিক ক্ষতি করিয়া আসিল। ফলতঃ প্রথম বৎসরের যুদ্ধে এথিনীয়দিগেরই জয় স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় বৎসর পুনর্ব্বার আর্কিডেমস্ আটিকা আক্রমণ করিলেন। এথিনীয়েরা পুনর্ব্বার এথেন্স নগরাভ্যন্তরে শরণ লইল এবং রণতরীদ্বারা স্পার্টা-পক্ষীয়দিগকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ এথেন্সের মধ্যে বহু-

লোক সমাগম জন্যই হউক বা কারণান্তর প্রযুক্তই হউক, তথায় অতি ভয়ঙ্কর মারীভয় উপস্থিত হইল। এই মহামারীতে চারি সহস্র নাগরিক এবং অন্যূন দশ সহস্র দাসের মৃত্যু হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহাত্মা পেরিক্লিসেরও লোকান্তর গমন হয়। এই জন্য ইহার পর বৎসরেও এথিনীয়েরা বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। বিক্রম প্রকাশ করিবে কি? যখন আর্কিডেমস্ এথেন্সের চির সুহৃদ প্লেটীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন এবং বহু পরিশ্রমের পর তাহাদিগের নগর উৎসন্ন করিলেন, তখনও এথিনীয়েরা প্লেটীয়দিগের সাহায্যার্থে গমন করিতে পারিল না।

পিলপনিসীয় যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ৪২৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে লেস্‌বস দ্বীপের লোকেরা স্পার্টার সপক্ষ হইয়া এথেন্সের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু 'পাচিস' নামক এথিনীয় পোতাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক উহাদিগের প্রধান নগর 'মিটিলীনি' অধিকৃত হইল। সেই অবধি লেসবস দ্বীপ এথেন্সের মিত্ররাজ্য না হইয়া অধীন বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। এই বৎসর সিসিলি দ্বীপনিবাসী আইওনীয় এবং ডোরীয় নাগরিকদিগের মধ্যেও গ্রীসের অন্তর্ব্বিবাদ সংক্রামিত হইয়াছিল। অর্থাৎ উক্ত দ্বীপস্থিত সিরাকুস এবং লিয়ণ্টিন নামক দুই নগরের মধ্যে প্রথম নগরটী স্পার্টার সপক্ষ এবং দ্বিতীয়োক্তটী এথেন্সের সপক্ষ হইয়া পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

৪২৬ পূঃ খৃষ্টে এজিস নামা স্পার্টার রাজা পুনর্ব্বার সসৈন্যে আটিকা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই স্বদেশরক্ষার্থ প্রতিগমন করিতে হইল। তাহার কারণ এই ডিমস্থিনিস্ নামা একজন এথিনীয় পোতাধ্যক্ষ মেসিনিয়া প্রদেশে সসৈন্য অবতীর্ণ হইয়া তথাকার প্রাচীন নগর পাইলসে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাহাত চতুর্দ্দিকস্থ মেসিনীয়েরা অনেকে আসিয়া মিলিত হয় এবং স্পার্টার লোকেরা সমূহ যত্ন করিয়াও সে দুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই। আপনাদিগের গৃহদ্বারে এমন প্রবল শত্রুর সমাবেশ দেখিয়া স্পার্টার জনগণ সাতিশয় সন্ত্রাসযুক্ত হইল এবং যে কোন প্রকারে হউক; অবশ্যই পাইলস জয় করিতে হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া উহার অনতিদূরবর্ত্তী স্ফাক্টিরিয়া দ্বীপে আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিল। এথিনীয়েরাও সেই সময়ে যুদ্ধস্থলে কতকগুলি রণতরী প্রেরণ করে। সুতরাং স্ফাক্টিরিয়া দ্বীপস্থ স্পার্টার সেনাগণ কোথায় পাইলস লইবে, না আপনারাই দুই দিকে শত্রুসৈন্যদ্বারা রুদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু রুদ্ধ হইলে কি হয়, উহারা অনেকেই স্পার্টার প্রধান প্রধান বংশের সন্তান, মানভয়ে ভীত এবং সকলেই রণপণ্ডিত। অতএব তাহারা এমত বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, এথিনীয়েরা দুই দিক হইতে একেবারে আক্রমণ করিয়াও তাঁহাদিগের অধিকৃত দ্বীপে দন্তস্ফুট করিতে পারিল না।

এই সময়ে এথিনীয়দিগের সভাতে দুই ব্যক্তি অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের নাম ক্লিয়ন অপর ব্যক্তির নাম নিকিয়াস। ক্লিয়ন নিতান্ত গর্ব্বিত মূর্খ অব্যবস্থিত চিত্ত ছিল। নিকিয়াস শান্তস্বভাব বিজ্ঞ এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। যখন স্ফাক্টিরিয়া জয় হইতেছে না, এই সংবাদ এথেন্সে পৌঁছছিল তখন ক্লিয়ন বলিয়া উঠিল, যদি আমি সেনাপতি হই, তবে রণস্থলে গমন মাত্র স্পার্টীয় বীরগণকে পরাজিত ও নিগড়-বদ্ধ করিয়া আনিতে পারি। এথিনীয়েরা জানিত যে, ক্লিয়নের কোন ক্ষমতাই নাই। তথাপি লঘু চিত্ত ব্যক্তিগণের কি বিচিত্র কার্য্য! তাহারা তামাসা দেখিবার বাসনায় তৎক্ষণাৎ সকলে একমত হইয়া ক্লিয়নকেই সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করিল। কিন্তু কেমন দৈব ঘটনা! ক্লিয়ন স্ফাক্‌টিরিয়া দ্বীপে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে স্পার্টীয়দিগের শিবির সন্নিহিত বনে অগ্নি লাগিল,সুতরাং উহারা যুদ্ধে যথোচিত বিক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়া পরাজিত এবং বন্দীকৃত হইল এবং ক্লিয়নের প্রতিজ্ঞা পূরণ হইল।

ইহার পর ক্লিয়ন আর একটী যুদ্ধে যায়। মাসিডোনিয়ার সন্নিহিত সমুদ্রের উপকূলভাগে কতিপয় নগর এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিল। বিশেষতঃ স্পার্টার রাজা মহাবীর সাধুশীল ব্রাসিডাস তৎপ্রদেশে

উপস্থিত হইয়া এথিনীয়দিগের অনেক হানি করিতেছিলেন। ক্লিয়ন্ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপেই পরাস্ত এবং স্বয়ং নিহত হইল। কিন্তু স্পার্টীয়দিগের রাজাও ঐ সময়ে বিজয়লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমরশায়ী হইলেন।

এইরূপে উভয় পক্ষের বিবিধ অপকারদর্শনে উভয় দলের লোকেই সমরপরাঙ্মুখ হইয়া পরিশেষে ৪২১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সন্ধিবন্ধনে সম্মত হইল। নিকিয়াস এই সন্ধির প্রধান প্রয়োজক ছিলেন বলিয়া ইহাকে নিকিয়াসের সন্ধি বলে।

অষ্টম অধ্যায়।

[সিসিলি আক্রমণ—আল্কিবাইডিস্—এথেন্সের স্বাধীনতা বিলোপ।]

গ্রীসে কোন সন্ধিই অধিক কাল স্থায়ী হইবার নহে। বিশেষতঃ এই সময়ে নিকিয়াসের প্রতিযোগী 'আল্কিবাইডিস্' নামক নানা গুণসম্পন্ন কিন্তু নিতান্ত স্বার্থপর এবং সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত যে যুবা পুরুষ এথিনীয়দিগের সভামধ্যে আপন ক্ষমতাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহার একান্ত বাসনা হইল যে পুনর্ব্বার দুই দলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কারণ তাহা হইলে তিনি সেনাপতি হইয়া খ্যাতি এবং সম্পত্তি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারেন। ফলতঃ তাঁহার কৌশলে পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে 'মিলস্' দ্বীপ এথিনীয়দিগের অধিকৃত হয়।

এথিনীয়েরা ইহারই কিয়ৎকাল পরে সিসিলিদ্বীপ-জয়াভিলাযে বহু রণতরী এবং সমূহ সেনা প্রেরণ করে। প্রথমে আল্‌কিভিবাইস, 'লামাকস্' এবং নিকিয়াস্ তিন জনে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া সিসিলি যাত্রা করেন। কিন্তু আলকিবাইডিসের শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহার অবিদ্যমানে অভিযোগ উত্থাপন করাতে তাঁহাকে প্রত্যানীত করিবার নিমিত্ত অনুজ্ঞাপত্রী প্রেরণ হয়। আল্‌কিবাইডিস্ তৎপ্রাপ্তিমাত্র সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করত স্পার্টা নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। তিনি তত্রত্য নাগরিকদিগকে এই পরামর্শ দিলেন যে, এথিনীয়েরা যাহাতে সিসিলি দ্বীপ জয় করিতে না পারে,এমত চেষ্টা করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্পার্টার লোকেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করত অবিলম্বে 'জিলিপস' নামা আপনাদিগের সেনাপতিকে বহু সৈন্য সমেত সিসাল দ্বীপে প্রেরণ করিল। এদিকে 'হর্ম্মোক্রেটিস্'নামক একজন সদ্বক্তা ও সদ্বিবেচক যুদ্ধবীর সিসিলি দ্বীপে সিরাকুসীয় নাগরিকগণের অধ্যক্ষতা গ্রহণপূর্ব্বক বিলক্ষণ কৌশল সহকারে উক্ত নগর রক্ষা করিতেছিলেন। জিলিপসের সহিত তাঁহার সংযোগ হইলে এথিনীয়েরা দুর্ব্বল হইল। ফলতঃ যে দেশের স্থানসন্নিবেশাদি উত্তমরূপ জানা না থাকে, যেখানকার সমুদ্র ভাগের কোথায় কত জল, কেমন স্রোতঃ কিছুই পরিজ্ঞাত না হয়,বিশেষতঃ যদি সেই দেশের প্রজা বিরূপ

হয়, তবে তাহা জয় করা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। নিকিয়াসও যে তেমন কোন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই বোধ হয় না। আর তাঁহার অভিনব সহযোগী ডিমিস্থিনিসও তাঁহার অপেক্ষা সমধিক পারদর্শী লোক ছিলেন না। সুতরাং বিচক্ষণ হর্ম্মোক্রেটিস এবং রণপণ্ডিত জিলিপসের হস্তে উহাঁরা সর্ব্বতোভাবেই পরাভূত হইয়া সপোতসৈন্য বন্দীকৃত হইলেন। বন্দীকৃত এথিনীয়েরা অধিকাংশই সিসিলীয়-গণের দাসত্বে নিযুক্ত হইলেন।

এথেন্সে এই দুঃসমাচার প্রচারিত হইবামাত্র একে-বারে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। এথিনীয়েরা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে, তাহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, গৌরব, বিভব সকলই সিসিলি সাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর কখন পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ স্পার্টার লোকেরা উদ্যম করিলে সেই সময়েই এথেন্স জয় করিতে পারিত। কিন্তু উহারা তখন কিছুই করিল না। কেবল আটিকার মধ্যে 'ডেসিলিয়া' নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া এথেন্সের পার্শ্বে কণ্টকস্বরূপ হইয়া পীড়া দিতে লাগিল। 'আলকিবাইডিস'ও স্পার্টার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া এথেন্সের সহিত যে সকল দেশের মৈত্রী ছিল, তাহাদিগকে একে একে স্পার্টার সপক্ষ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এথিনীয়েরা আপনাদিগকে নিতান্ত অস-

হায় দেখিয়া অগত্যা আল্‌কিবাইডিস্‌কেই প্রত্যানয়নার্থ সচেষ্ট হইল। 'আলকিবাইডিস' বলিয়া পাঠাই-লেন, যদি তোমরা শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত করিয়া সাধারণী সভার ক্ষমতা হ্রাস করত আমার মনোনীত চারি শত লোকের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ কর, তবে আমি তোমাদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া শত্রুপরা-ভব করি। গত্যন্তর রহিত দুর্ভাগ্য এথিনীয়েরা তাহাই স্বীকার করিল। তখন 'আলকিবাইডিস' স্বয়ং তাহা-দিগের সেনাপতি হইলেন, এবং অচিরকাল মধ্যে স্পার্টার বহু সৈন্যচয় পরাভব করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের পোতাধ্যক্ষ 'মিণ্ডরসকে' যুদ্ধে নিহত ও তদধীন সমু-দায় যুদ্ধ-পোত স্বহস্তগত করিলেন। এথিনীয়দিগের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু ইহার অত্যল্প কাল পরে 'আলকিবাইডিসের' অনুপস্থিতিতে তাঁহার সৈন্যচয় অপর একজন সেনানায়কের দোষে স্পার্টার সেনাপতি চতুররাজ লাইসাণ্ডর কর্ত্তৃক পরাভূত হইল। ইহা হওয়াতে এথিনীয়েরা সন্দেহ করিল যে, আবার বুঝি আলকিবাইডিস শত্রুপক্ষ হইয়াছে, নচেৎ তৎপরিচালিত সৈন্যের কদাচ পরাভব হয় না। এই বিবেচনা করিয়া উহারা আলকিবাইডিসকে পুনর্ব্বার নির্ব্বাসিত করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্ব প্রচলিত সাধারণ তন্ত্র শাসন-প্রণালী পুনঃ সংস্থাপিত করিল। আলকি-বাইডিস ইহার পর আর কখন জন্মভূমির মুখ দর্শন

করিতে পাইলেন না। পারস্যরাজের সেট্রাপ 'ফার্ণা-বেজস্' তাঁহাকে বিনষ্ট করে।

ইহার পর 'আর্গিনুস্' অন্তরীপের সন্নিধানে স্পার্টার এবং এথেন্সের সৈন্যে তুমুল নৌসংগ্রাম হয়। তাহাতেও এথিনীয়েরা জয়লাভ করে, এবং বিপক্ষ সেনাপতি সুসাহসিক 'কালিক্রেটিডাস্' রণশায়ী হয়েন। কিন্তু এথিনীয় নাগরিকেরা এমনি পাপিষ্ঠ যে যুদ্ধজেতা সেনানীগণের বিরুদ্ধে অকারণ অভিযোগ করিয়া তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। বোধ হয় যেন এতদিনে এথিনীয়দিগের পাপের ভার পূর্ণ হইল। কারণ ইহার পর লাইসাণ্ডর পুনর্ব্বার স্পার্টার সেনাপতি হইয়া ইগসপটেমসের যুদ্ধে এথিনীয়দিগের সমুদয় যুদ্ধপোত আপন হস্তগত করিলেন, এবং অবিলম্বে সসৈন্য এথেন্সের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এথিনীয়েরা তৎকালে সম্পূর্ণরূপে অশরণ হইয়া পড়িয়াছিল। লাইসাণ্ডর এথেন্স অধিকার করিয়া থেমিষ্টক্লিস বিনির্ম্মিত এথেন্সের প্রাকার সমস্ত ভগ্ন করিয়া দিলেন, এবং সাধারণ-তন্ত্র শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তে নিজ নির্দ্দিষ্ট ত্রিংশৎ ব্যক্তির দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে, এই নিয়ম সংস্থাপিত করিলেন। তিনি এথিনীয়দিগকে অঙ্গীকার করাইলেন যে, তাহারা কখন বার খানির অধিক যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারিবে না, আর তাহারা স্পার্টার শত্রুকে আপনাদিগের শত্রু এবং স্পার্টার

মিত্রকে আপনাদিগের মিত্রজ্ঞান করিয়া চলিবে। ফলতঃ যে এথেন্স গ্রীসদেশের চক্ষুঃস্বরূপ ছিল, ইহার পর তাহা কেবল নামে মাত্র বিদ্যমান রহিল। এই ব্যাপার ৪০৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

নবম অধ্যায়।

[ত্রিংশদ্দুরাচারের শাসন—সক্রেটিস্—বিদ্যাচর্চ্চা—পারস্যসাম্রাজ্য—জেনোফন্—এজিসিলেয়স্—আণ্টাল্‌কিডাস্ কৃত সন্ধি।]

এথেন্সে লাইসাণ্ডর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ত্রিংশদ্ব্যক্তির শাসন আরম্ভ হইলে প্রজা সকল অত্যন্ত প্রপীড়িত হইতে লাগিল। অনেক সুভদ্র ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন, অনেকে বিবাসিত হইলেন, দুষ্ট লোকমাত্রের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইল; ফলতঃ এথেন্সের পরম শত্রুরাও উহার তাৎকালিক দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়াছিল। অন্যের কথা কি, স্পার্টার লোকেরাও অনেকে আপনাদিগের পূর্ব্ব প্রতিযোগী এথেন্সকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। তাহার শাসন-কর্ত্তা ত্রিংশদ্ব্যক্তির মধ্যেও কেহ কেহ প্রজাপক্ষ হইয়া অত্যাচার নিবারণের যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু 'থিরামিনিস্ নামা তাহাদিগেরই মধ্যে এক জন তাদৃশ যত্ন করাতে তাহার সহচরেরা তৎপ্রতি দ্বেষভাবসম্পন্ন হইয়া তাহাকে হেমলক্ নামক বিষময় বৃক্ষপত্রের রস পান করাইয়া প্রাণদণ্ড করে।

এই সময়ে 'হেমলক্' রসপানে আরএক এথিনীয় মহাত্মার প্রাণ বিনাশ হয়। ইনি পৃথিবীতে কেবল পরোপকার সাধনার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন--ইহাঁকে 'ডেলফির' জাগ্রৎ 'আপলো' দেব 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন—ইহাঁরই শিষ্যমণ্ডলীর প্রণীত বিবিধদর্শনশাস্ত্রের জ্যোতিঃ দ্বারা সকল ইউরোপীয় জনপদ অদ্যাপি প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে; ইহাঁরই চরিত্র অদ্যাপি ইউরোপীয় লোকের আদর্শস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে; এই পরমজ্ঞানী, মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের পথ প্রদর্শক জগদ্‌গুরু, সুসাধু, সক্রেটিস এই সময়ে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর মৃত্যুবিবরণ পাঠ করিলে পাঠকমাত্রেরই শরীর লোমাঞ্চিত হয়, এবং সকলেরই মন হইতে মৃত্যুভয় দূরীকৃত হয়। ইনি কারারুদ্ধ হইয়া শিষ্যবর্গের সহিত যে কথোপকথন করেন, তাহারই তাৎপর্য্য সঙ্কলন করিয়া তদীয় প্রিয় শিষ্য 'প্লেটো' জীবাত্মার অনশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সেই পুস্তক পাঠ করিয়া জীবাত্মার চিরস্থায়িত্ব বিষয়ে এমত দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, একদা 'ক্লিওম্বোটস্' নামা কোন গ্রীক যুবক স্বেচ্ছাতঃ প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সক্রেটিসও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন ইহা ভাবিতে গেলে অবশ্যই বোধ হইবে যে, ইহলোকে মনুষ্যের যে সকল দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা সকলই তাঁহার স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইতে পারে না।

এথেন্স হইতে যত সুভদ্র ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হয়েন, তন্মধ্যে 'থ্রাসিবুলস' নামা এক মহাত্মা ত্রিংশদ্ দুরাচারের প্রতি প্রজামণ্ডলীর বিরাগ দর্শন করিয়া নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধনের উপায় করিলেন। ইনি হঠাৎ আসিয়া এথেন্স আক্রমণ করত উক্ত দুরাচারদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। স্পার্টার লোকেরাও এথেন্সের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার স্বাধীন হইতে দিল। বিশেষতঃ লাইসাণ্ডরের প্রতিপক্ষ স্পার্টার রাজা 'পসে-নিয়সের' অনুগ্রহে এথিনীয়েরা নির্ব্বিঘ্নে আপনাদিগের পূর্ব্বরূপ শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিতে পারিল।

এথিনীয়েরা ইহার পর শীঘ্র কোন বিশেষ যুদ্ধে হস্তা-র্পণ করে নাই। তাহাদিগের নগরে 'আরিষ্টফেনিস' প্রভৃতি যে সকল মহাকবিগণ নাটিকা ত্রোটকাদি বিরচন করিতেছিলেন, প্লেটো এবং 'ডাইওজিনিস্' প্রভৃতি দার্শ-নিকগণ দর্শনশাস্ত্রের যেরূপ সম্যক্ চর্চ্চা করিতেছিলেন, থুসিডিডিস্ প্রভৃতি ইতিহাস লেখকগণ যে সকল বিচিত্র পুরাবৃত্ত বিরচনদ্বারা গ্রীকদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিতে-ছিলেন, এথিনীয়েরা সেই সকল দর্শন শ্রবণাদি করিয়া নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিঘ্নে কালাতিবাহিত করিতে লাগিল।

কিন্তু স্পার্টার লোকেরা কখনই কাব্য রসপ্রিয়ছিল না। যুদ্ধই তাহাদিগের এক মাত্র ব্যবসায় ছিল। তাহারা যেরূপ পারস্য রাজ্যের সহিত তুমুল সংগ্রামে নিমগ্ন হইল, তাহা ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।

পারস্য সম্রাটেরা গ্রীসের প্রতিকূলে সমূহ সৈন্য প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহাদিগের বৃহৎ সাম্রাজ্য অতিশয় হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। এবং কোন সম্রাটই সমধিক কাল রাজ্য করিয়া দেশের বল বৃদ্ধি করেন, এমত অবকাশ পান নাই। জরক্সিসের পরবর্ত্তী ভূপালেরা কেহ দুই মাস কেহ বা সাত মাস মাত্র রাজ্য করিয়া কোন বিশেষ কীর্ত্তি স্থাপন ব্যতিরেকেই লোকান্তর গমন করেন। পরিশেষে 'আর্টাজরক্সিস নিমন্' এবং সাইরস নামক ভ্রাতৃদ্বয়ে রাজ্যাধিকার লইয়া মহা বিবাদ হয়। 'সাইরস' কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবার লোভে কতকগুলি গ্রীক জাতীয় সৈন্যের সহায়তায় জ্যেষ্ঠের প্রতিকূলে জৈত্র যাত্রা করেন। বেবিলনের নিকটবর্ত্তী 'কুনাক্সা' নামক স্থানে দুই প্রতিপক্ষ সৈন্যে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গ্রীক সেনাগণ বিজয়ী হয়, কিন্তু সাইরস স্বয়ং নিহত হয়েন। ইহার পর পারস্য সম্রাটের অনুচরবর্গ উক্ত গ্রীক সেনার অধিপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রাণবধ করে। এইরূপে গ্রীক সৈন্যগণ শত্রুরাজ্য মধ্যে রাজবিহীন এবং নায়কবিহীন হইয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু সুসভ্য সাহসিক বীরগণের কেমন ক্ষমতা! দশ সহস্র মাত্র গ্রীক সেনা অনায়াসে বিঘ্নসমূহ উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সক্রেটিসের শিষ্য বিজ্ঞবর জেনোফন নামক

ইতিহাসলেখক ঐ গ্রীক সেনাগণকে স্বদেশে প্রত্যানীত করেন।

এই সময় অবধি গ্রীকজাতির সহিত পারসীকদিগের পুনর্ব্বার সংগ্রাম আরম্ভ হইল। গ্রীস দেশের মধ্যে এক্ষণে স্পার্টাই সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিল। অতএব তদ্দেশীয় সেনাপতিগণ সসৈন্যে যাইয়া পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন। 'এজিসিলেয়স্' নামা অতি বুদ্ধিমান স্পর্টার খঞ্জ ভূপাল পারস্য সাম্রাজ্যকে ছারখার করিয়া ফেলিলেন। পারসীকেরা বাহুবলে গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া আপনাদিগের অর্থবল বিস্তার আরম্ভ করিল। অর্থাৎ উহারা আর্গস, করিন্থ, এথেন্স, এবং থিবস প্রভৃতি নগরের নাগরিকগণকে বহু অর্থ প্রদান করিয়া স্পার্টার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সম্মত করিল। এই যুদ্ধের উপক্রম হইলে স্পার্টীয়েরা আপনাদিগের রাজা এজিসিলেয়সকে গ্রীসে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি স্বদেশের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না। পরিশেষে ৩৮৭ পূঃ খৃঃ অব্দে 'আন্টাল্‌কিডাস্ নামক একজন স্পার্টার নাগরিক পারস্যে যাইয়া সাধারণ সন্ধিবন্ধন করিয়া আসিল। উক্ত সন্ধিপত্রীর নিয়মানুসারে 'এসিয়া মাইনরের' উপকূলবর্ত্তী গ্রিসীয় উপনিবেশ সমুদায় পারস্য সম্রাটের অধীন হইলে, গ্রীসের অন্তর্গত কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ, নগর মাত্রেরই পরস্পর স্বাধীন

থাকিবার প্রস্তাব হইল, এবং স্পার্টার যুদ্ধপোত সমস্ত পারস্য সম্রাটের হস্তগত হইল। ফলতঃ একান্ত স্বার্থ পর স্পার্টার লোকেরা আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রীসের মাহাত্ম্য পারস্য-সম্রাটের পদাবনত করিল।

দশম অধ্যায়।

[থিব্‌সের প্রাধন্য—ফিলিপ—ডিমস্থিনিস্‌—মাসিডোনিয়ায়র প্রাধান্য।]

স্পার্টীয়েরা এইরূপে পারস্যের সহিত হীন সন্ধি করিয়া নানা প্রকার কৌশলে পুনর্ব্বার স্বদেশে আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। একদা তাহাদের সেনাপতি ‘ফিবিডাস’ অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক থিবস নগরের দুর্গাধিকার করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলি স্বজাতীয় সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া আসিল। স্পার্টীয়েরা ফিবিডাসের দণ্ড করিল বটে, কিন্তু তৎকৃত অধিকার পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। এতৎসময়ে থিবসের সহিত স্পার্টার সন্ধি ছিল; সুতরাং স্পার্টার তাদৃশ দুষ্টাচরণ দর্শনে গ্রীসের সকল লোকেই স্পার্টীয়দিগের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে ‘পিলোপিডাস’ নামক কোন মহাত্মা থিবস হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া স্থানান্তরে নিবাস করিতেছিলেন। তিনি

একদা রাত্রিযোগে কতিপয় স্বজন সমভিব্যাহারে ছদ্ম-বেশ ধারণ করিয়া থিব্সনগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং স্পার্টীয় পক্ষ দুরাচারদিগকে বিনষ্ট ও নির্ব্বাসিত করিয়া জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধন করিলেন। এই সময়ে 'ইপা-মিনণ্ডাস' নামা কোন পণ্ডিত থিবসে বাস করিতেন। তিনি শাস্ত্রানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া তৎকালোপযোগী শস্ত্রবিদ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক বিলক্ষণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে পর থিব্সের লোকেরা তাঁহাকেই সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিল। ইপামিনণ্ডাস যুদ্ধের নানা আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিলেন, এবং 'লিউক্ট্রার' যুদ্ধে শত্রু-পক্ষীয়দিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া স্পার্টা নগর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে গেলেন। ফলতঃ তাঁহার সময়ে থিবস নগর গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইল। এথি-নীয়েরাও ঈর্ষাপরবশ হইয়া আপনাদিগের পরম শত্রু স্পার্টীয়দিগের সহিত যোগ দিল। কিন্তু উহারা কেহই থিবসের তেজোহ্রাস করণে সমর্থ হইল না। 'মাণ্টি-নিয়ার' যুদ্ধে এথেন্স এবং স্পার্টার মিলিত সৈন্যচয় ইপা-মিনণ্ডাসের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু সে যুদ্ধে তিনি স্বয়ং নিহত হইলেন। এই সময়ে স্পার্টার রাজা সুবিখ্যাতনামা এজিসিলেয়সও লোকান্তর গমন করেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে মিসরে গমন করিয়াছিলেন। কারণ মিসরীয়েরা পারস্যরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থা-পন করিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল

কিন্তু এজিসিলেয়স্ মিসরে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি হীনবল হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনান্তর লৌকিকী লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে স্পার্টীয়েরা একান্ত ক্ষীণবল হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং ৩৬১ পূঃ খৃঃ অব্দে সন্ধিপত্র অবধারিত হইয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমরানল নির্ব্বাণ হইল।

থিবীয়দিগের প্রাধান্যের সময়ে তাহারা মাসিডোনিয়া প্রদেশে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। তৎকর্ত্তৃক মাসিডোনীয় রাজাদিগের অন্তর্ব্বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, এবং তথাকার রাজপুত্র ফিলিপ থিব্স নগরে আনীত হয়েন। ইপামিনণ্ডাস যুবরাজ ফিলিপের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহাকে স্বাবিষ্কৃত সমরকৌশল সকল শিক্ষা করাইয়া বিলক্ষণ যুদ্ধনিপুণ করিয়াছিলেন। ফিলিপ স্বদেশে রাজা হইয়া আপনার রণপাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মাসিডোনিয়া এবং থ্রেসের উপকূলবর্ত্তী গ্রীসীয় ঔপনিবেশিকদিগকে আপন অধীন করিলেন, মাসিডোনিয়ার সৈন্যগণকে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন, গ্রীসের বাগ্মিগণকে উৎকোচ প্রদানদ্বারা স্ববশীভূত করিলেন, এবং যখন গ্রীকেরা সকলে মিলিত হইয়া ফোসীয়দিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তিনি কৌশলপূর্ব্বক আপনাকে ঐ মিলিত সৈন্যের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করাইলেন। এই রূপে মাসিডোনিয়ার রাজা গ্রীসের মধ্যে অদ্বিতীয় শক্তি-

সম্পন্ন হইলে পর কোন কোন সুবোধ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ এথেন্স নগরের প্রধান সদ্বক্তা 'ডিমস্থিনিস' বহু পূর্ব্বাবধি ফিলিপের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জগতে যে সকল অসাধারণ ব্যক্তি সময়ে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া গিয়াছেন, ডিমস্থিনিস্ তাঁহাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য ছিলেন। ইহাঁর জীবনচরিত পাঠ করিলে মনে অদ্ভুত রসের উদয় হয়, এবং 'মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই,' এই প্রসিদ্ধ উক্তি সপ্রমাণ বলিয়া বোধ হয়। ইনি বালককালে তোতলা ছিলেন; ইহাঁর মুদ্রাদোষও বিবিধ প্রকার ছিল; স্মৃতিশক্তিও উত্তম ছিল না—বহু পরিশ্রমে যাহা অভ্যাস করিতেন, অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহা সমুদায় বিস্মৃত হইতেন। ইনি শিক্ষাগুরুও উত্তম পায়েন নাই, এবং সহাধ্যায়িগণ পাঠকালে ইহাঁর বিকৃত অঙ্গভঙ্গী দর্শন করিয়া হাস্য বিদ্রূপাদিদ্বারা সর্ব্বদাই মনোমালিন্য জন্মাইত। কিন্তু ডিমস্থিনিস্ এই সকল বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া জগতে অদ্বিতীয় খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে, তাঁহার তুল্য সদ্বক্তা কোন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বালককালে জিহ্বার জড়তা নিবারণ করিবার নিমিত্ত মুখমধ্যে উপলখণ্ড স্থাপন করিয়া সমুদ্রকূলে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন—মুদ্রাদোষ নিবারণার্থ আপন স্কন্ধ-

দেশের উপরিভাগে সুতীক্ষ্ণ করবালদ্বয় আলম্বিত করিয়া রাখিতেন, সুতরাং বিকৃত অঙ্গভঙ্গী হইলেই অসিধারে তাঁহার শরীর বিদ্ধ হইত।—স্মৃতিশক্তিবৃদ্ধিকরিবার নিমিত্ত তিনি যে পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহা স্বহস্তে সমুদয় লিখিতেন, বিশেষতঃ থুসিডিডিস প্রণীত বিচিত্র ইতিহাস গ্রন্থখানিকে তিনি উপর্য্যুপরি আট বার লিখেন।—পরন্তু পাছে লোকালয়ে গমন করিলে নিরর্থক সময়াতিপাত হয়, এই ভয়ে অর্দ্ধমুণ্ডিত মস্তক হইয়া স্বগৃহে নিরুদ্ধ থাকিতেন, এবং একখানি দর্পণ সমক্ষে রাখিয়া স্ববিরচিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া স্বয়ং স্বকীয় দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। ডিমস্থিনিস্ এইরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশের হিতসাধনে সচেষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ্ অত্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষ এবং যেমন দুরাকাঙ্ক্ষ তেমনি চতুর, সুতরাং কেহ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন না। ডিমস্থিনিস্ এথেন্স পুরবাসিগণকে সর্ব্বদাই সাবধান করিতেন, যেন তাহারা ফিলিপকে বলবৃদ্ধি করিতে না দেয়। কিন্তু এথিনীয়েরা প্রথমে কোন বিশেষ চেষ্টা করিল না। পরিশেষে ৩৩৮ পূঃ খৃঃ অব্দে যখন ফিলিপের দুষ্টাভিপ্রায় সুব্যক্ত হইল, তখন এথিনীয়েরা থিবীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া 'কিরোনিয়া' নামক স্থানে যুদ্ধ করে। কিন্তু সেই যুদ্ধে উহারা সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হয়। এই অবধি মাসিডোনিয়ার রাজা, নামে না হউন,

কিন্তু কার্য্যে সমুদয় গ্রীসেরই অধিপতি হইয়াছিলেন। অনন্তর ফিলিপ মনস্থ করিলেন, সমুদয় গ্রীসীয় সৈন্য লইয়া পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবেন। ৩৩৭ পূঃ খৃঃ অব্দে করিন্থ নগরে যে মহতী সভা হয়, তাহাতে অবধারিত হইল যে, গ্রীসের সর্ব্বস্থান হইতে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফিলিপ পারস্যদেশ আক্রমণ করিতে যাইবেন। কিন্তু 'পসেনিয়স' নামা কোন দুরাত্মা সহসা তাঁহার প্রাণবধ করাতে তৎকালে সেই অভিসন্ধিসিদ্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

[মহানুভাব আলেক্জাণ্ডর—এপিটপেটর।

যখন ফিলিপের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র 'আলেক্জাণ্ডরের' বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র। কিন্তু আলেক্জাণ্ডর সেই তরুণ বয়সেই নিজ নৈসর্গিক অসাধারণ ক্ষমতার নানা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি রাজা হইয়াই দেখিলেন, তাঁহাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া তদীয় পিতৃশত্রুগণ সকলে পুনর্ব্বার শীর্ষোত্তোলন করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ রণসজ্জা করিয়া প্রথমতঃ থেস্‌দেশবাসী অসভ্য লোকদিগের উপর আপনার প্রভুত্ব পুনঃ সংস্থাপিত করিলেন। তাহার পর অন্যান্য অনেক শত্রুকে দমন করিয়া নিজ রাজ্যের উত্তরাঞ্চল একেবারে

উপদ্রবশূন্য করিয়াছেন, এমত সময়ে শুনিলেন, থিবীয়েরা সকলে ঐকমত্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে। তাহারা এক জনরব শ্রবণ করিয়াছিল, যে, আলেক্জাণ্ডর থ্রেসবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এই শুনিয়া তাহারা পুনর্ব্বার স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। আলেক্জাণ্ডর এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র অতি বেগে আগমন করিয়া হঠাৎ থিবস্‌নগর সমক্ষে উপনীত হইলেন। থিবীয়েরা তাঁহাকে দেখিয়া একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। আলেক্জাণ্ডর উহাদিগের প্রতি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া সমুদয় থিবস্‌নগর ভাঙ্গিয়া ফেলেন, আর যাবতীয় নাগরিকগণকে দাসস্বরূপে বিক্রীত করিলেন।

আলেক্জাণ্ডরের এই পরুষ দণ্ডে যদিও তাঁহার নাম কলঙ্কাঙ্কিত হইয়াছে বটে, তথাপি উহাঁর দ্বারা তৎকালে এই এক মহোপকার দর্শিল যে, অপরাপর বিদ্রোহোন্মুখ গ্রীকেরা তৎক্ষণাৎ ভীত হইয়া নিবৃত্ত হইল, এবং যেমন তাহারা তাঁহার পিতার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহারও প্রাধান্য স্বীকার করিল।

৩৩৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডর ত্রিংশৎ সহস্র পদাত এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহ সমভিব্যাহারে পারস্যদেশ আক্রমণ করিতে গেলেন। এসিয়ামাইনরে ‘গ্রানিকস’ নদীর কূলে প্রথম যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিলেন এবং তাহাতেই সমুদয় এসিয়ামাইনর তাঁহার অধিকৃত হইল।

অনন্তর পারস্য সম্রাটের ভৃতিভুক্ অনেক গ্রীসীয় সৈন্য-কর্তৃক রক্ষিত হইলেও 'হালিকার্ণাসস্' নগর আলেক্‌জাণ্ডরের অধিকৃত হইল। ইহার পর 'গর্ডিয়ম' নামক নগরে প্রবেশ করিয়া আলেক্‌জাণ্ডর তথাকার প্রসিদ্ধ গ্রন্থি ছিন্ন করত একটী ভবিষ্যবাণী সিদ্ধ করিয়া আপনি যে এসিয়াখণ্ডের প্রধান সম্রাট্ হইবেন, জনগণের মনে এমন প্রতীতি জন্মাইলেন। এরূপ কথিত ছিল যে, যে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থি খুলিতে পারিবে সেই আসিয়াখণ্ডে অদ্বিতীয় সাম্রাজ্যলাভ করিবে। আলেক্‌জাণ্ডর গ্রন্থি মোচন করিতে পারিলেন না, কিন্তু নিজ করবাল দ্বারা তাহা ছিন্ন করত কহিলেন, এইরূপেই সাম্রাজ্য লাভ করিতে হয়। ইহার পর তিনি 'সিড্‌নস্' নামক নদীর সাতিশয় শীতল জলে অবগাহন করিয়া হঠাৎ জ্বরিত হয়েন। সেই পীড়ার সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানায় যে আপনার চিকিৎসক 'ফিলিপ' শত্রুস্থানে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ঔষধের ছলে আপনাকে বিষ প্রদান করিবে, অতএব ফিলিপ প্রদত্ত ঔষধ আপনি সেবন করিবেন না। কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডর অতি শৈশবাবধি ফিলিপের প্রতি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, তাদৃশ ব্যক্তি কদাপি এমন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এই ভাবিয়া যখন ফিলিপ তাঁহাকে ঔষধ প্রদান করিতে-আসিলেন আলেক্‌জাণ্ডর এক হস্তে সেই ঔষধ লইয়া পান করিতে করিতে অপর হস্তদ্বারা ফিলিপকে পূর্ব্বোক্ত

পত্র পাঠ করিতে দিলেন। ধর্ম্মাত্মা ফিলিপ আপনার প্রতি প্রভুর তাদৃশ বিশ্বাস দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত তুষ্ট হইলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে।

পারস্যরাজ দরায়ুস্ এত দিন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করিয়া সিলিসিয়া প্রদেশের প্রান্তে আসিয়া আলেক্জাণ্ডরের গতিরোধ করিলেন। ঐ স্থানের নাম ইসস্। তথায় যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে পারস্যসম্রাট্ সর্ব্বতোভাবে পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মাতা, স্ত্রী, ও কন্যাদ্বয় বিজেতার হস্তগত হইয়া তৎকর্ত্তৃক অতি সমাদর ও সম্মানপূর্ব্বক পরিরক্ষিত হইতে লাগিলেন। এই যুদ্ধের পর আলেক্জাণ্ডরের বহু যত্নে 'টাইয়র' এবং 'গাজা' নামক নগরদ্বয় অধিকৃত করিয়া তত্রত্য নাগরিকগণের থিবীয়দিগের তুল্য দুর্গতি করিলেন, এবং ক্রমে 'পালেষ্টিন' 'সিরিয়া' ও 'মিসর' প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিয়া 'লিবিয়া' মরুর মধ্যস্থ 'যুপিটর আমন' দেবের মূর্ত্তি দর্শন করিতে যান। আলেক্জাণ্ডর নীল নদের মুখে 'আলেকজান্দ্রিয়া' নামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন। সেই নগর অচিরকালমধ্যে অতি প্রসিদ্ধ প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিল। টাইয়র বিনাশে চতুর্দ্দিকস্থ নানা দেশীয় বণিক্গণ বাণিজ্যার্থে আলেক্জান্দ্রিয়াতেই আসিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে দরায়ুস পূর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর সৈন্য সংগ্রহ

করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আলেক্জাণ্ডর তৎশ্রবণমাত্র মিসর হইতে নির্গত হইলেন, এবং 'ইউ-ফ্রেটিস্' ও 'টাইগ্রিস' নদী উত্তীর্ণ হইয়া 'গগামিলা' নামক স্থানে আসিয়া পারসীক সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। কথিত আছে যে, যে দিন হইতে এই যুদ্ধ হয়, তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে আলেকৃজাণ্ডরের প্রধান সেনা-পতি 'পার্মিনিও' তাঁহাকে কোন উন্নত প্রদেশ হইতে নিষুপ্ত শত্রুসৈন্য প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন, এই রাত্রিতেই শত্রুকে আক্রমণ করা বিধেয়। কিন্তু মহাত্মা আলেকৃজাণ্ডর উত্তর করিলেন 'না, আমি চৌর্য্যদ্বারা জয়লাভ করিতে অভিলাষী নহি'। পরদিনের যুদ্ধে আলেকৃজাণ্ডরের সম্পূর্ণ বিজয় হইল। দরায়ুস নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, এবং সেই সময়ে তাঁহারই সহচর দুরাত্মা 'বেসস' কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। আলেকৃজাণ্ডর বেসসের প্রতি সমুচিত শাস্তি-বিধান করিয়াছিলেন।

ইহার পর 'বাকৃট্রিয়া' 'সগ্ডিয়ানা' প্রভৃতি পর্ব্ব-তীয় প্রদেশ সমস্ত আলেকৃজাণ্ডরের অধীনতা স্বীকার করিল। তিনি ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান তুরাণের দক্ষিণ ভাগ ও কাবুল প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া বর্ত্তমান আটক নগরের সন্নিহিত কোন স্থানে সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তৎকালে 'পোরস' নামা কোন বীরপুরুষ পঞ্জাব প্রদেশে রাজ্য করিতেন। তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মা-

বলম্বনপুরঃসর আলেক্জাণ্ডরের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন্. তাঁহার সমুদায় সৈন্য যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেও পোরস যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন না। পরিশেষে বন্দীভাবে আলেক্জাণ্ডরের সমক্ষে নীত হইলে যখন বিজেতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে মহাবীর! তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব?" পোরস নির্ভয়ে উত্তর করিলেন "রাজার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহাই কর।" আলেক্জাণ্ডর তাঁহার তেজোগর্ভ বাক্যে রুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত সাতিশয় তুষ্ট হইলেন, এবং রাজোচিত ব্যবহার করিয়া পোরসকে তাঁহার সমুদয় রাজ্য প্রত্যর্পিত করিলেন।

পোরস্‌কে জয় করিয়া আলেক্জাণ্ডর দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করত শতদ্রু নদীতীরে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহার সৈন্যগণ নিরন্তর যুদ্ধপরিক্লিষ্ট হইয়া অতঃপর দিগ্‌বিজয়ে তাঁহার সহগামী হইতে অসম্মত হইল। সেই হেতু আলেক্জাণ্ডরকে অগত্যা দিগ্‌বিজয়ে নিবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু তিনি সহজে ফিরিয়া আসিলেন না। তিনি সিন্ধু নদীতে অনেক তরী নির্ম্মাণ করাইয়া 'নিয়ার্কস্' নামা আপনার এক জন সেনাপতিকে পোতাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিলেন এবং আপনি স্থলচর সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া উক্ত নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে সমস্ত জয় করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, পরিশেষে যখন

ভারতসমুদ্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, তখন আর নূতন দেশ জয় করা হইল না ভাবিয়া আলেক্জাণ্ডর মনোদুঃখে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

নিয়ার্কস্ সমুদায় অর্ণবপোত লইয়া সমুদ্রে গমন করত ক্রমে আরব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পারস্যোপসাগরে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে আলেক্জাণ্ডর সিন্ধু নদীর মুখ হইতে পশ্চিমাস্য হইয়া গমন করত বলোচ্ স্থানের ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সেই মরুভূমির বিবিধ কষ্টে আলেক্জাণ্ডরের সমূহ সৈন্য নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে তিনি বেবিলন নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় রাজধানী করেন।

কিন্তু অতঃপর আলেকজাণ্ডারকে অধিককাল রাজ্য করিতে হইল না। তাঁহার অতিশয় পানদোষ জন্মিয়াছিল। এমন কি, এক দিন অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া তিনি এমত উন্মত্ত হয়েন যে, আপনার প্রিয়তম সেনাপতি ও ধাত্রীপুত্র ক্লাইটনকে স্বহস্তে নিহত করেন। এই পান-দোষেই তাঁহার ভয়ঙ্কর জ্বর উপস্থিত হয়। তিনি একা-দশ দিবস জ্বরভোগ করিয়া ৩২ বৎসর বয়সে ৩২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে লৌকিকী লীলা সম্বরণ করেন।

আলেক্জাণ্ডর অন্যান্য যুদ্ধবীর রাজাদিগের ন্যায় নর-শোণিতলোলুপ ছিলেন না। তিনি খ্যাতিলিপ্সা করিতেন বটে, কিন্তু কেবল যুদ্ধ করিয়াই যে খ্যাতি-লাভ করিবেন, এমত ইচ্ছা করিতেন না। যাহাতে

মনুষ্যসাধারণের বিদ্যা ও সুখবৃদ্ধি হয়, নিরন্তর এমন চেষ্টা করিতেন।

আলেক্‌জাণ্ডর যুদ্ধে যত নগর নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক নগর সংস্থাপন করেন। তিনি গ্রীস হইতে আগমনকালে স্বসমভিব্যাহারে অনেকানেক ইতিহাসবেত্তা ও দার্শনিক পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই দ্বারা এসিয়াখণ্ডে গ্রীকদিগের শাস্ত্র এবং শিল্পবিদ্যা প্রচারিত হয়। আলেক্‌জাণ্ডারের গুরু জগদ্বিখ্যাত "অরিষ্টটল" ও নিজ শিষ্যকর্তৃক প্রেরিত বিবিধ রত্ন প্রাণী ও উদ্ভিদাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের সমূহ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

আলেক্‌জাণ্ডরের আর এক মহাগুণ এই বলিতে হয় যে, তিনি বিজিত পারসীকদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না করিয়া যাহাতে তাহারা গ্রীকদিগের ন্যায় জ্ঞানবান্ ও গুণবান হয়, এমত চেষ্টাই করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দরায়ুস রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং আপনার প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকেও অনুরোধ করিয়া প্রধান প্রধান পারসীক বংশীয় কামিনীগণের পাণিগ্রহণ করান। সম্রাট এইরূপে গ্রীক এবং পারসীকদিগকে মিলিত করিয়া উভয়ের প্রতি অপক্ষপাত ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে গ্রীকেরা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ আলেক্‌জাণ্ডর পারসীকদিগের

ব্যবহৃত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত প্রভৃতি দাসবৎ আচরণে আপনার মনস্তুষ্টি প্রকাশ করাতে স্বাধীনপ্রকৃতি গ্রীকেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, এবং অনেকে রাজবিদ্রোহের মন্ত্রণা করিয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ডর বহুযত্নে ঐ বিদ্রোহের দমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে পার্মিনিও এবং তৎপুত্র 'ফিলোটাস' প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান সেনাপতির প্রাণদণ্ড করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক, আলেকজাণ্ডর যে একজন অতি উদার-চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে যে ব্যক্তি আশৈশব যখন যে কর্ম্মে হস্তার্পণ করিয়াছে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, যাহার কীর্ত্তি জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া সকলেরই স্বীকৃত হইয়া থাকে, এবং যাহার মনোগত কোন বাসনাই কখন ব্যর্থ হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তি যে আপনার অলৌকিক সৌভাগ্য দর্শনে আপনাকে মনুষ্যসাধারণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিবে, এবং আপনাকে মনুষ্যমাত্রের অবশ্য পালনীয় কোন কোন নিয়মের অনধীন জ্ঞান করিবে, ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

আলেক্‌জাণ্ডর যখন পারস্য দেশ জয় করিতে যান, তখন পিতৃবন্ধু 'এণ্টিপেটরকে' আপন প্রতিনিধিস্বরূপ করিয়া মাসিডোনিয়ায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। এণ্টিপেটর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন নাই। স্পার্টানিবাসীগণ প্রথমে অস্ত্রধারণ করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থা-

পনের চেষ্টা পায়। কিন্তু এণ্টিপেটর 'ইজি' নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়া উহাদিগকে পরাভব করিলে স্পার্টীয়েরা তাঁহার পদাবনত হইয়া শরণ প্রার্থনা করে। ইহার পর আর গ্রীসে শীঘ্র কোন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আলেক্জাণ্ডরের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র এথিনীয়েরা অস্ত্র ধারণ করে। উহারা প্রথমে এণ্টিপেটরকে সম্মুখসংগ্রামে পরাভব করে, এবং তাহার পর থেসালীর অন্তর্গত 'লামীয়া' নামক নগরে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে। পরন্তু হঠাৎ উহাদিগের সেনাপতির মৃত্যু এবং এসিয়া হইতে সমূহ মাসিডোনীয় সৈন্যের আগমন হওয়াতে এথিনীয়েরা ৩২২ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ক্রাননের' যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই সময়ে ডিমস্থিনিস বিষপানদ্বারা শরীর ত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার সহিত এথেন্সের মাহাত্ম্যও তিরোহিত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

[আলেকজাণ্ডরের উত্তরাধিকারিগণ—
গ্রীসে রোমীয়দিগের প্রাধান্য।]

আলেক্জাণ্ডর মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য হইবেন, তিনিই আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবেন। বোধহয় যেন ঐ মহাত্মা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধি-

কারিত্বে কাহাকেও অভিহিত করায় আপনার মানহানি ব্যতীত অন্য কোন ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ আলেকজাণ্ডরের সেনাপতিগণ যিনি যাহা পাইলেন, অমনি সেই রাজ্যের রাজা হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। 'টলমি সোটর' মিসরের রাজা হইলেন, 'এণ্টিপেটর ও তাঁহার পুত্র 'কাসাণ্ডর' মাসিডোনিয়ার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন, 'আণ্টিগোনস্ এবং ইউমিনিস' এসিয়া মাইনরের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন, 'সেলুকস' বেবিলন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন, এবং 'লিসিমাকস' থেসে রাজ্য করিতে লাগিলেন। কাসাণ্ডর মাসিডোনিয়ার আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আলেকজাণ্ডরের বংশনাশ করিলেন। আণ্টিগোনস কর্তৃক ইউমিনিস হত হইলেন। তাহাতে আণ্টিগোনসের প্রতি রুষ্ট হইয়া অপরাপর সেনাপতিগণ সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, এবং ৩০১ পূঃ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র 'ডেমিট্রিয়সকে' ইপ্সসের যুদ্ধে পরাভব করিয়া আপনারা তাঁহাদিগের সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। এই ডেমিট্রিয়স ইহার কিয়ৎকাল পরে এথেন্সে গিয়া তথায় আপন পক্ষ বৃদ্ধি করেন, এবং তাহার পর মাসিডোনিয়ার রাজা হন; কিন্তু নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত 'ইপাইরসের' রাজা 'পিরহসের' সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। সেলুকস তাঁহাকে ধরিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া

রাখেন। পিরহস্ কিছুকাল মাসিডনে রাজ্য করিলে পর থ্রেস দেশের রাজা লিসিমাকস আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। পিরহস লিসিমাকসের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া মাসিডন ত্যাগ করিলে লিসিমাকস তাবৎ গ্রীস ও মাসিডনের উপর একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজাপালন নিতান্ত মন্দ করেন নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তিনি দ্বিতীয়া পত্নীর অনুরোধে তৎসপত্নীপুত্রের প্রাণবধ করিলে পর, তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ দুঃখার্ত্তা হইয়া সেলুকসের সমীপে পলায়ন করিল। সেলুকস তৎকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া লিসিমাকসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-লেন, এবং ২৮১ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'সাইরুপিডিয়নের' যুদ্ধে সসৈন্যে তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু সেলুকসও গ্রীসের অধিরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন না। মিসররাজ টলমির পুত্র 'টলমি সেরানস' সেলুকসের প্রাণবধ করিয়া আপনি মাসিডনের রাজা হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে 'কেল্ট' জাতীয় অনেক লোক গ্রীসে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে সেরানস হত হইলেন। এই কেল্ট জাতীয়েরা আপনাদিগের রাজা 'ব্রেনস' কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ডেল্‌ফির দেবালয় আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তথায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। উক্ত ব্যাপার ২৭৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে। টলমি সেরানসের মৃত্যু হইলে পর ডেমিট্রিয়সের পুত্র 'আণ্টি-গোনস গানাটাস্‌জার' মাসিডোনিয়ার রাজা হয়েন—কিন্তু

পিরহস ইটালি হইতে আসিয়া তাঁহাকে একবার সিংহাসন-ভ্রষ্ট করেন। পরে পিরহস্ স্বয়ং আর্গস আক্রমণ করিতে গিয়া নিহত হইলে গনাটাস পুনর্ব্বার রাজ্যধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

গনাটাসের বংশীয় 'ফিলিপ' যে সময়ে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনাধিকারী হইলেন, যখন তিনি অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ছিলেন; অতএব 'আণ্টিগোনস ডসন্' নামে এক ব্যক্তি তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পিলপনিসসের অন্তর্গত 'একেয়া প্রদেশের বারটী নগরের লোক মিলিত হইয়া একটী সাধারণ সভা স্থাপন করত পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমুদায় গ্রীসের স্বাধীনতা সাধনের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু তৎকালে স্পার্টার রাজা 'এজিস' এবং তাঁহার পর তদুত্তরাধিকারী 'ক্লিওমিনিস' উভয়ে নিজ প্রজাবর্গের রীতি চরিত্র সংশোধন করিয়া পুনর্ব্বার স্পার্টা নগরের পূর্ব্ববৎ প্রাধান্য সংস্থাপনের যত্ন করিতেছিলেন। একীয় নাগরিকগণের প্রাড়্বিবাক 'আরাটস' ও তাহাদিগের সেনাপতি 'ফিলোপিমেন' মাসিডন রাজপ্রতিনিধি আণ্টিগোনস্ ডসনকে আপনাদিগের পক্ষ করিয়া স্পার্টার রাজা ক্লিওমিনিসের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন। ২২১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সেলোসিয়ার যুদ্ধে স্পার্টার রাজা পরাজিত হইলেন।

যে সময়ে একীয় নাগরিকেরা পরস্পর সন্ধিবন্ধনদ্বারা

প্রবল হইবার চেষ্টা পায়, সেই সময়ে মধ্যে গ্রীসের ইটো লিয়া প্রদেশবাসিগণও আপনাদিগের মধ্যে ঐরূপ সন্ধি-বন্ধন করে। অতএব তৎকালে এথেন্স, স্পার্টা, থিবস্ প্রভৃতি গ্রীসের প্রধান প্রধান স্থান বলহীন হইয়া তৎ-পরিবর্ত্তে একীয়, ইটোলীয় এবং মাসিডোনীয় এই তিন জাতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগের পরস্পর বিবাদেই গ্রীসের স্বাধীনতা একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কারণ রোমীয়েরা তৎকালে সাতিশয় প্রবল হইয়া ক্রমশঃ আপনাদিগের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে ছিল। মাসিডনরাজ ফিলিপ উহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ইটোলিয়ার সৈন্যগণ রোমীয়দিগের পক্ষা-বলম্বন করিল এবং সেই জন্যই 'কাইনোকিফেলী' নামক স্থানে ১৯৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মাসিডো-নীয়রাজ পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়াবধি রোমী-য়েরা গ্রীস দেশে অদ্বিতীয় প্রাধান্য লাভ করিল। ফিলি-পের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র 'পর্সিয়স' রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি রোমীয়দিগের প্রাধান্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। ১৬৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'পিড্না' নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রোমীয়েরা জয়ী হইয়া পর্সিয়সকে রণ বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

ইহার কিয়ৎকাল পরে একীয়েরা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা

প্রকাশপূর্ব্বক রোমীয়দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে একদল রোমীয় সৈন্য আসিয়া গ্রীস আক্রমণ করে, এবং ১৪৬ খৃষ্টাব্দে 'লুকোপিট্রার' যুদ্ধে একীয় সেনাগণকে পরাভব করিয়া করিন্থ নগর ধ্বংস করিয়া ফেলে। সেই সময়ে রোম কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞা প্রচারিত হয় যে, গ্রীসের নগরে নগরে আর কোন প্রকার সন্ধিবন্ধন হইবে না, এবং অতঃপর রোমীয়েরাই গ্রীস্ দেশের শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

দশম প্রকরণ।

রোমকজাতির বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[ইটালী দেশের প্রকৃতি ও বিভাগ—ঐ দেশ নিবাসী প্রাচীন জাতীয়দিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—রোমের—পূর্ব্বাবস্থা—উহার প্রকৃত প্রাচীন ইতিবৃত্তের অভাব—রোমীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা—শাসন প্রণালী—বিবিধ প্রকার সাধারণী সভা—ধর্ম্মপ্রণালী—রাজতন্ত্রতার নাশ।]

ইউরোপ খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে ইটালী নামে একটী প্রায়দ্বীপ আছে। ঐ প্রায়দ্বীপের প্রায় সর্ব্বত্রই জল বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর, এবং ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। উহার মধ্যভাগে মেরুদণ্ডস্বরূপ আপিনাইন্ নামক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, এবং সেই পর্ব্বতের পূর্ব্ব পশ্চিম বিভাগের উপত্যকা ভূমিতে নানা জনপদ আছে।

পূর্ব্বকালে এই দেশের দক্ষিণ উপকূলে গ্রীক জাতীয় লোকেরা আসিয়া অনেকানেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করে। তাহার উত্তরে অর্থাৎ ইটালীদেশের মধ্যস্থলে পিলাসজীয় বংশোদ্ভব লোকেরা বাস করিত। তাহারা

নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু তাহাদিগের ভাষার পরস্পর সাদৃশ্য দর্শনে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, প্রথমে তাহাদিগের ঐক্যবাক্য ছিল পিলাস্‌জাতীয়দিগের উত্তরে অর্থাৎ বর্ত্তমান টস্কানী প্রদেশে আর একটী স্বতন্ত্র জাতির নিবাস ছিল। তাহাদিগের নাম ইট্রস্কান বা ইট্রূরীয়জাতি। আরও উত্তরে অর্থাৎ পো নামক নদীর অববাহিকার মধ্যে গলজাতীয় লোকের বাস ছিল। এই জন্য তৎপ্রদেশ শিশাল্পিন্ গল্ নামে প্রসিদ্ধ হয়।

ইটালির মধ্যস্থল নিবাসী যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিলাসজীয় জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা লাটিন, অস্কান, ভলসীয় সাবাইনীয়, সাম্নাইট, ইকুরীয় এবং অম্ব্রিয় ইত্যাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা যে সকলেই এক বংশোদ্ভব, এক প্রকৃতিক এবং পূর্ব্বে একই মূল ভাষায় কথোপকথন করিত, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারাই মিলিত হইয়া পরাক্রান্ত রোমীয় জাতির উৎপাদন করে; সুতরাং তাহাদিগের বিবরণেই সমুদায় ইটালি দেশের ইতিবৃত্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রাচীন ইতিহাসাদি অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হওয়া যায় যে,উক্ত জাতীয়েরা কতিপয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রামে বাস করিয়া থাকিত, এবং তাহারই মধ্যে কোন গ্রাম বিশেষকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করিত। উল্লিখিত লাটিনজাতীয়দিগের ঐরূপ প্রধান স্থলের নাম আল্‌বালঙ্গা

ছিল। ত্রিশটী ভিন্ন ভিন্ন লাটিন নগরের প্রতিভূগণ প্রতিবর্ষে এক এক বার করিয়া সেই নগেরর প্রান্তে আগমন করত যুপিটর লাটিয়ারস্ দেবের পূজা এবং সাধারণ-বিবেচ্য বিষয় সকলের বিচার করিত।

টাইবর নদীর তীরবর্ত্তী পালাটাইন পর্ব্বতের অধিত্যকায় রোম নামে যে নগর ছিল, তাহা ঐ ত্রিশটী লাটিন নগরের মধ্যে একটী। এই নগর ক্রমশঃ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, এবং সমুদায় ইটালীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু ৩৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে ইটালীর উত্তর প্রদেশ নিবাসী গল জাতীয়েরা এই নগর আক্রমণ করত ইহার সাতিশয় দুরবস্থা করিয়া পরিশেষে অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। তাহাতে ইহার প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ যাহা ছিল, সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং রোম নগর কিরূপেক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়াছিল—কোন্ কোন্ প্রধান ব্যক্তিই বা ইহাতে প্রাচীন কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং কোন সময়ে এই নগরের শাসন প্রণালী কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—তৎসমুদয় সুনিশ্চিতরূপে অবগত হইবার এক্ষণে কোন উপায় নাই। পরন্তু রোমীয়েরা কালক্রমে অতিশয় প্রবল ও সম্পত্তিশালী এবং বিদ্যানুশীলনে অনুরক্ত হইয়া উঠে—সুতরাং তাহারা আপনাদিগের জন্মভূমির পুরাবৃত্তসংকলনে যে সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জনশ্রুতিপরম্পরায় এবং প্রাচীন কবিগণের রচনায় যে সকল পুরা-

কালের বিবরণের উল্লেখ ছিল, তাহা হইতেই পরবর্ত্তী ইতিহাসলেখকেরা এক প্রকার স্ব স্ব মনঃকল্পিত পুরাবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের লিপিকৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া নবী ইউরোপীয় লোকেরাও বহুকালাবধি উক্ত কল্পিত বিবরণ সমস্তকে প্রকৃত ইতিবৃত্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু অধুনাতন পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানদ্বারা ঐ সকল বিবরণের বাস্তবিক প্রকৃতি অবগত হওয়া গিয়াছে। পরন্তু আধুনিক অনুসন্ধানদ্বারা উক্ত উপাখ্যান সমস্তের অলীকত্ব সপ্রমাণ হইলেও তদ্দারা প্রাচীন রোমীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা এবং শাসন প্রণালীর অনেকানেক বিচিত্র নিয়মও অবগত হওয়া গিয়াছে— অতএব তাদৃশ অনুসন্ধান যে পুরাবৃত্ত শাস্ত্রের পক্ষে বিশিষ্ট ক্ষেমঙ্কর হইয়াছে, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

রোম নগর লাটিন জাতির অধিকৃত ভূভাগের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে সাবাইনীয়দিগের অধিকার এবং উত্তর ভাগে হট্রীয়দিগের দেশ। কোন সময়ে সাবাইনীয়দিগের এবং ইট্রুস্কীদিগের দুইটী নগর রোম কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া অথবা তাহার সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া মিলিত হইয়া যায়। সুতরাং তদবধি রোমের প্রজাবর্গ তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে প্রকৃত রোমনিবাসিগণ রামসিস্—সাবাইনীয়নগরবাসীরা টাইটিস্— এবং ইটুরীয় বংশোদ্ভব সকলে লুসিরিস্ নামে প্রসিদ্ধ

হইয়াছিল। এই শ্রেণীত্রিতয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটীর যাদৃশ ক্ষমতা, সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল, তৃতীয় শ্রেণীর তাদৃশ ছিল না। প্রত্যেক শ্রেণী দশটী দশটী ভাগে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল ভাগের নাম কিউরী। অতএব রোম নগরে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টী কিউরী ছিল। প্রত্যেক কিউরীও দশ দশ জেন্সে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক জেন্সের অন্তর্গত লোকেরা আপনাদিগকে সগোত্র জ্ঞান করিত, সুতরাং রোমে তিন শত স্বতন্ত্র গোত্রের বাস ছিল। গোত্র-সম্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে পেট্রিসীয় বলা যাইত।

উক্ত তিন শত গোত্রের মধ্যে যে দুই শত গোত্র রাম্‌সিস্ এবং টার্টিস্‌শ্রেণীভূক্ত ছিল, সেই দুই শত গোত্রের জ্ঞানবান বয়োবৃদ্ধ স্বামীগণ রাজার উপদেষ্টা এবং কার্য্যসচিব ছিলেন। উহাঁদের যে সভা হইত, তাহার নাম সেনেট। সেনেটের সভ্যগণ রাজাদেশানুসারে সভাস্থলে মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। যে বিষয়ে রাজা এবং সেনেটের এক মত হইত, তাহা পূর্ব্বোক্ত তিন শত জেন্সের কমিটিয়া কিউরিএটা নামক সাধারণ সভাস্থলে পুনর্ব্বার বিচারিত হইত। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রোমীয়েরা কখনই একান্ত রাজাধীন ছিল না। প্রথমাবধি তাহাদিগের রাজগণকে প্রজাসাধারণের অভিমতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইত। রোমের রাজা রোমের প্রধান শান্তিরক্ষক, প্রধান বিচারকর্ত্তা

প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান যাজক ছিলেন। কিন্তু তিনি তথাকার প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন না—আর শান্তিরক্ষণাদি কর্ম্মেও তিনি সেনেটের অভিমতি না লইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ কমিটিয়া কিউরিএটা সভাতে তাঁহার প্রতি অভিযোগ পর্য্যন্ত চলিতে পারিত। প্রাচীন রোমীয় ইতিহাসলেখকগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, মার্স দেবের পুত্র মহাবীর 'রমুলস' রোম নগর সংস্থাপন করিয়া উল্লিখিত সমস্ত নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া যান।

যদি এই পর্য্যন্তই দেখিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে রোমের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে প্রজাতন্ত্র ছিল বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। রোমীয়েরা প্রথমাবধি স্যতিশয় সমর-প্রিয় ছিল। তাহারা অনুক্ষণ চতুর্দ্দিকস্থ লাটিন্, সাবাইনীয় এবং ইট্রুরীয় জাতির প্রতি আক্রমণ করিয়া আপনাদিগের অধিকার বৃদ্ধি করিত। কথিত আছে যে, তাহাদিগের তৃতীয় ও চতুর্থ রাজা 'টলস্ হষ্টিলিয়স্' এবং 'আঙ্কস্ মার্সেসের' সময়ে রোম নগরের বহির্ভাগে অনেক লোক তাহাদিগের শাসনাধীন হইয়া বাস করে। কমিটিয়া কিউরিএটা সভাতে সে সকল লোকের আহ্বান হইত না। তাহাদিগকে প্লিবীয় বলা যাইত। তদ্ভিন্ন রোম নগরের মধ্যেও অনেকানেক শিল্পী ও অপরাপর বৈদেশিক লোক আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা

কোন জেন্স সভুক্ত হইতে পারে নাই। সুতরাং সাধারণ সভাস্থলে তাহাদিগেরও আহ্বান হইত না। তাহাদিগকে ক্লাইএন্ট কহিত। ক্লাইএন্টেরা নগর মধ্যেই বাস করিত, অথচ শাসন কার্য্য সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং তাহারা নাগরিক দুষ্ট লোকের ভয়ে এক একটী জেন্সের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত কি জেন্সসভুক্ত পেট্রিসীয়, কি প্রত্যন্তনিবাসী প্লিবীয়, কি জেন্সশরণাপন্ন নাগরিক ক্লাইএন্ট, ইহাদিগের সকলেরই আবার অনেকানেক ক্রীত দাস ছিল। দাসেরা নিতান্ত হীন অবস্থায় কালযাপন করিত। উহাদিগের স্বামী উহাদিগকে বিক্রয় করিতে পারিত, উহাদিগের প্রাণবধ করিলেও দণ্ডার্হ হইত না—ফলতঃ গৃহপালিত গো মেষাদির অবস্থা হইতে দাসদিগের অবস্থা অধিক উৎকৃষ্ট ছিল না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, রোমের শাসন-প্রণালী কুলতন্ত্র ছিল—বাস্তবিক প্রজাতন্ত্র ছিল না।

কিন্তু কালক্রমে যেমন প্লিবীয়দিগের সংখ্যা ও বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি লুসিরিস শ্রেণী হইতেও জেন্স স্বামীগণ সেনেট সভায় প্রবিষ্ট হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং প্রাচীন জেন্স কতিপয় ক্রমে ক্রমে নির্ব্বংশ হইয়া নিঃশেষিত হইয়া গেলে, প্লিবীয়দিগের মধ্যেও যাহারা বিশেষ ধনশালী ছিল, তাহারা নূতন

নূতন জেন্সে নিবদ্ধ হইল। কথিত আছে রোমের পঞ্চম রাজা টার্ক্ইনস্ প্রিস্কসের রাজ্যকালে এই সকল পরিবর্ত্ত ঘটে।

রোমের ষষ্ঠ রাজা "সর্ব্বিয়স্" প্লিবীয়দিগের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি নগর ও পল্লীগ্রাম নিবাসী সমুদায় প্লিবীয়দিগকে ত্রিংশৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া কমিটিয়া ট্রিবিউটা নামে তাহাদিগের একটী সাধারণী সভা সংস্থাপিত করেন। প্লিবীয়েরা সেই সভাস্থলে সমাগত হইয়া কেবল আপনাদিগের শ্রেণীসম্পৃক্ত সকল বিষয়ের বিবেচনা করিত, সাধারণ রাজশাসনকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিত না। কিন্তু সর্ব্বিয়স যে আর একটী সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সাধারণ সকল বিষয়েই প্লিবীয়দিগের ক্ষমতা প্রাপ্তি হইবার সোপান হইল। এই সভার নাম কমিটিয়া সেঞ্চুরিএটা। উহাতে দাস ভিন্ন অপর সকল প্রকার রোমীয় লোকের আহ্বান হইত॥ ইহার সভ্যগণ স্ব স্ব বিভবানুসারে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। ঐ পাঁচ শ্রেণী আবার ১৯৫ ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার প্রত্যেক ভাগকে সেঞ্চুরি বলিত। সভাস্থলে প্রতি সেঞ্চুরির মতই সমান বলবৎ হইত। সুতরাং কেবল প্রথম শ্রেণীর মধ্যেই অশীতি সেঞ্চুরি নিবেশিত থাকাতে সভার সমুদায় ক্ষমতাই সেই শ্রেণী সম্পৃক্ত আঢ্য রোমীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ মহাত্মা সোলন্ এথেন্স নগরে

যে প্রণালীতে সাধারণী সভা সংস্থাপিত করেন, সর্ব্বিয়সের এই সভাও বহু অংশে তাহার অনুরূপ হইয়াছিল। এই প্রকার বিভানুসারিণী সভার দোষ গুণ দুইই আছে। ইহার গুণ এই যে, বংশমর্য্যাদানুসারিণী শাসন প্রণালী প্রচলিত থাকিলে কোন সামান্য বংশোদ্ভব ব্যক্তি যদিও সহস্র গুণশালী হয়েন, তথাপি তিনি রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। নীচ বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়াই ঈশ্বর প্রদত্ত গুণগ্রামকে নীচব্যবসায়ে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হয়। চেষ্টা করিলে উন্নতিলাভ করিতে পারিব মনোমধ্যে এমত একটা বোধ না থাকিলে কোন ব্যক্তিই উৎকর্ষসাধনে যত্নবান হয় না। এই জন্য বংশমর্য্যাদানুসারিণী শাসন প্রণালী অপেক্ষা বিভবানুসারিণী শাসন-প্রণালীকে উত্তম বলিতে হয়। কারণ যত্নদ্বারা সম্পত্তিশালী হওয়া যায়, কিন্তু সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করা কখনও কাহারও চেষ্টার অধীন হইতে পারে না। পরন্তু বিভবানুসারিণী শাসন প্রণালীর দোষও আছে। ইহার দোষ এই যে, আঢ্য এবং দুঃস্থ লোকে এক সভাস্থ হইলে যখন দুঃস্থেরা দেখিতে পায় যে, আঢ্যদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যা অধিক, তখন তাহারা প্রায়ই বলপ্রয়োগ দ্বারা শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে, আঢ্যদিগের হস্তে অধিক ক্ষমতা থাকিতে দেয় না। কিন্তু সাধারণ হীনাবস্থ প্রজামাত্রেই অতিশয় অজ্ঞ ও লঘুচিত্ত হইয়া থাকে। যে সে মিষ্ট কথায় অথবা

উৎকোচ প্রদান করিয়া উহাদিগের মন ভুলাইতে পারে। সুতরাং ক্রমশঃ বহুবাদ বিবাদ বিসম্বাদের পর বিভবানুসারিণী শাসন-প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজ্যশাসনের ভার স্বতঃই ব্যক্তিবিশেষের হস্তগত হইয়া যায়।

রোমের সপ্তম রাজা 'টাকুইনস্', সর্ব্বিয়স্-প্রবর্ত্তিত শাসন- প্রণালীর পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা করাতে রোমীয়েরা এমত্ত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল। তিনি লাটিনদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের মনে রোমের প্রতি বৈরভাব উদ্দীপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রোমানেরা আর কাহাকেও রাজপদাভিষিক্ত করিল না। দুই ব্যক্তিকে 'কনসল' উপাধি প্রদান করিয়া শান্তিরক্ষকের ও সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিল। ইহাদিগের এক এক জন এক এক মাস করিয়া রাজচিহ্ন ধারণ করিত এবং বৎসরান্তে তাহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অন্য দুই ব্যক্তি তৎপদে নিযুক্ত হইত। রোমে এইরূপ শাসন প্রণালী ৫০৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয়।

রোমীয়দিগের রাজ্যশাসন-প্রণালী এক প্রকার বর্ণিত হইল। উহাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীও উত্তম ছিল। উহারা বহু দেব দেবী মানিত, এবং সকল পর্ব্বতে—সকল বনে—সকল নদীতে—দেবতাবিশেষের আবির্ভাব স্বীকার করিত। কিন্তু উহারা প্রথমাবস্থায় কোন দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত না। রোমীয় ইতিহাসবেত্তারা

কহেন যে, রোমের দ্বিতীয় রাজা 'নুমাপম্পিলিয়স্' 'ইজিরিয়া' দেবীর অনুগ্রহে রোমের ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় প্রণয়ন করেন। নুমা 'পিথাগোরাস' নামক গ্রীকপণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন, এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভাবে ভবিষ্য গণনা করিতে পারিতেন। রোমীয়দিগের মধ্যে 'পণ্টিফ' 'অগর' 'ফ্লামেন্' 'বেষ্টা' প্রভৃতি যত প্রকার যাজক যাজিকার পদবী ছিল, নুমাই তৎসমুদায় সংস্থাপিত করেন। পরন্তু ইতিহাসলেখকদিগের এই সকল কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রাচীন রোমীয়েরা ইট্রীয়দিগের স্থানে ধর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করে। কোন জাতির ধর্ম্ম বা রাজ্যশাসনের রীতি কথনই ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না, এবং হয় নাই। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি এই যে, তাহারা ব্যক্তিবিশেষকে তৎপ্রণেতা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপন—ল্যাটিন জাতীয়দিগের পরাভব—পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয়দিগের মধ্যে বিবাদারম্ভ—ট্রিবিউন প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের নিয়োগ—কোরাইওলেনস—ভূমিবিভাগবিষয়িণী ব্যবস্থা—প্লিবীয়দিগের বলবৃদ্ধি—শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত—নূতন ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব।

রোমীয়েরা আপনাদিগের শাসন-প্রণালী সম্যক্রূপে প্রজাতন্ত্র ছিল বলিয়া চিরকাল শ্লাঘা করিত। সুতরাং

রোমক কবিগণ যে, তাহার আদ্যারম্ভের সময়কে সর্ব্ব-প্রকার বীরত্বের সময় বলিয়া বর্ণন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেমন তাঁহারা আপনাদিগের আদিপুরুষ রমুলসকে মার্স দেবের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—যেমন তাঁহাদিগের ধর্ম্ম সংস্থাপক নুমাকে ইজিরিয়াবল্লভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—সেইরূপ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তক জুনিয়স ব্রুটস্‌কেও তাঁহারা অতিমানুষ-গুণসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। যাহা হউক জুনিয়স ব্রুটসের অলৌকিক অপক্ষপাতিতা, হোরেসিয়স্ ককিসের ভীম-পরাক্রম, মুসিয়স্ স্কিভোলার অতি-মানুষ সহিষ্ণুতা—ইত্যাদি বিবরণ যদিও প্রকৃত ইতিবৃত্তমূলক না হয়, তথাপি রোমের সেই প্রথম অভ্যুদয়কালে যে তথায় অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বীরপুরুষগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহমাত্র নাই।

ফলতঃ তাদৃশ ব্যক্তিগণের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে রোমনগর কথনই সেই মহাসঙ্কটাবহ কাল উত্তীর্ণ হইয়া সকলের উপর প্রভুত্বলাভ করিতে সমর্থ হইত না। বিশেষতঃ ইট্রীয়দিগের অধিপতি পর্শেনা ঐ সময়ে এক বার সম্পূর্ণরূপেই রোমনগর অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নগরবহির্ভাগে যে ২৬টী প্লিরীয় পল্লী ছিল, তাহার মধ্যে কেবল মাত্র দশটী পল্লী নিজ অধিকার সভুক্ত করিয়া অন্যান্য সমস্ত প্রদেশ রোমীয়দিগকে

প্রত্যর্পিত করিয়া যান। এই বিপদ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আবার ত্রিশটী লাটিন নগর মিলিত হইয়া রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে। তাহাতে রোমীয়েরা সাতিশয় ভীত হইয়া লার্স্যাস নামক এক ব্যক্তিকে ডিক্টেটরের পদাভিষিক্ত করিল। ডিক্টেটর রোমের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। কেহই তাঁহার আজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতে পারিত না। এমন কি, তিনি মনে করিলে দেশাচার ও চিরপ্রচলিত ব্যবস্থাপ্রণালীর বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে পারিতেন। কথিত আছে, রোমীয়েরা ৫৯৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে রিজিলস্ হ্রদের নিকট লাটিন জাতীয় সৈন্যগণকে সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত করে। এই যুদ্ধে লাটিনদিগের মন্ত্রণাসহায় টারকুইনস সুপর্ব্বস আহত হইয়া পলায়ন করেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধান কাল হইতেই রোমের কবিকল্পিত পৌরাণিক বিবরণও অন্তর্হিত হইয়া প্রকৃত ইতিবৃত্তের প্রকাশ হইতে থাকে।

যত দিন জনগণের অন্তঃকরণে কোন সাধারণ শত্রুর ভয় প্রবল থাকে, তাবৎকাল উহাদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ উদ্রিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সেই ভয় দূরীকৃত হইলেই লোকের পরস্পর দ্বেষভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। টার্কুইনসের অন্তর্দ্ধান হইলে রোমের প্রেট্রিসীয় ও প্লিবীয় নামক দুই প্রতিপক্ষদলে সেইরূপ ঘটিল। অন্যান্য অসভ্য জাতীয়দিগের ঋণ-সংক্রান্ত ব্যবস্থার ন্যায়

প্রাচীন রোমানদিগের ঋণসংক্রান্ত ব্যবস্থা নিতান্ত নৃশংস ছিল, তাহাতে পেট্রিসীয়দিগের নিকট ঋণগ্রস্ত প্লিবীয়েরা নানা প্রকারে প্রপীড়িত হইতেছিল। এই জন্য প্লিবীয়েরা প্রার্থনা করে যে, তাহারা কোনরূপে ঋণদায় হইতে মুক্তি পায়। কিন্তু পোট্রিসীয়গণ তাহাতে একান্তঅসম্মত হয়। অতএব প্লিবীয়েরা সকলে মিলিত হইয়া ৪৮৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোম নগব পরিত্যাগ করিয়া যায়। তখন পেট্রি-সীয়েরা দেখিল যে, এই সময়ে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নগর রক্ষা করা ভার হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা মেনিয়স্ আগ্রিপা নামক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্লিবীয়দিগের কিকট প্রেরণ করে। আগ্রিপা অতি সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন, এবং সাধারণ লোকে যে রূপকবর্ণনার বিশিষ্ট সমাদর করিয়া থাকে, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি প্লিবীয়দিগের নিকট গমন করিয়া মানবদেহস্থ হস্তপদাদির সহিত উদরের বিবাদ সম্বন্ধীয় যে প্রসিদ্ধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা উহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন। প্লিবীয়েরা তৎশ্রবণে ক্ষান্ত হইয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু তাহারা যে কেবল কথাতেই ভুলিল, এমত নহে। তাহারা ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ অথবা দাসত্বে নিযুক্ত প্লিবীয়-দিগকে মুক্ত করাইল, এবং ট্রিবিউন অভিহিত পাঁচ জন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করাইল। ট্রিবি-উনেরা কমিটিয়া ট্রিবিউটা নামক সাধারণী প্লিবীয়

সভার অধ্যক্ষতা করিতেন, এবং যাহাতে প্লিবীয়-দিগের অনিষ্টকর কোন নিয়ম প্রচলিত না হইতে পায়, এমত চেষ্টা করিতেন। ট্রিবিউনেরা প্রাড়্বিবাকাদি কোন রাজকর্ম্মচারীর দণ্ডাধীন ছিলেন না। এই সময়ে 'ইডাইল' অভিধেয় আর দুই জন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। ইহারা নগরীয় হর্ম্ম্যাদি সমস্তের তত্ত্বাবধান করিত, এবং যাহাতে উত্তমর্ণ ও বণিক্‌বর্গের অত্যাচারে প্লিবীয়েরা দুঃখ না পায়; তজ্জন্যও যত্ন করিত।

প্লিবীয়দিগের সহিত বিবাদ হওয়াতে রোমে কৃষি-কার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। তজ্জন্য ৪৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে তথায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে সিসিলি দ্বীপ হইতে অনেক বণিক্‌তরী শস্য পরিপূরিত হইয়া রোমে আনীত হইয়াছিল। নিরন্ন প্লিবীয়েরা ঐ শস্য পাইবার-নিমিত্ত প্রার্থনা করে। তাহাতে আভিজাত্যাভিমানী 'কোরাইওলেনস্' নামক এক ব্যক্তি পেট্রিয়দিগকে এই পরামর্শ দেন যে, প্লিবীয়েরা ইহার অনতিকাল পূর্ব্বে যে সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাতঃ পরিত্যাগ না করিলে উহাদিগের প্রার্থনা পরিপূরণ করা হইবে না। ইহা শুনিয়া প্লিবীয়েরা কোরাইওলেনসকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করে, তিনি রোমীয়দিগের পরম শত্রু ভল্‌সীয়-দিগের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং নিজ অসামান্য সৈন্যাধ্যক্ষতাগুণে

অতি শীঘ্রই আসিয়া রোমনগর অবরুদ্ধ করিলেন। রোমে হাহাকারধ্বনি উঠিল। পেট্রিসীয়গণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া স্তুতিবাদ করিলেও তাঁহার ক্রোধোপশম হইল না। পরিশেষে তাঁহার গর্ভধারিণী স্বয়ং গমন করিয়া যথাসাধ্য অনুনয় করিলে কোরাইওলেনস্ মাতৃবাক্য অবহেলনে অসমর্থ হইয়া ভল্সীয় সৈন্যগণকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ভলসীয়েরা রোমনগর জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল; সেই আশা ভঙ্গ হওয়াতে তাহারা স্বদেশে যাইয়াই কোরাইওলেনসের প্রাণদণ্ড করিল।

ভলসীয়েরা রোমের অধিকারভুক্ত যে সকল নগর জয় করিয়াছিল, তাহার অনেকগুলি উহাদিগের অধীন থাকে। তাহাতে উহাদিগের অধিকার লাটিন জাতীয় লোকের সীমার অন্তর্ভূত হওয়াতে ভলসীয়দিগের সহিত লাটিনদিগেরও বিবাদ হইবার উপক্রম হয়। 'স্পুরিয়স্-কাসিয়স্' নামক এক জন বিচক্ষণ কন্সল্ সেই সুযোগে লাটিনদিগের সহিত রোমের সন্ধিবন্ধন করেন। তাহার পর ৩৮৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে উক্ত কাসিয়সেরই যত্নে হর্নিসীয়দিগের সহিত রোমের সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এইরূপে লাটিন, হর্নিসীয় এবং রোমীয় জাতির ঐকমত্যাবধারণ হইলে ভলসীয়েরা তাহাদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুতরাং ভলসীয়দিগের দেশ সমুদায় ক্রমশঃ রোমীয়দিগের হস্তগত হইতে লাগিল।

যে বৎসর হর্ন্নিসীয়দিগের সহিত রোমীয়দিগের সন্ধি সংস্থাপিত হয়, সেই বৎসরেই ভূমিবিভাগের নিয়ম অবধারণের নিমিত্ত রোমে প্রথম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। রোমের ভূমিবিভাগ বিষয়িণী ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক। রোমীয়েরা কোন প্রদেশ জয় করিলে তাহার সমুদায় ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত করিত। এক ভাগ বিজিত জনপদবাসীদিগকে প্রত্যর্পিত হইত, আর এক ভাগ রোমের অধিকার সম্ভুক্ত হইত। শেষোক্ত ভূমিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব থাকিত না, উহা রোমের সাধারণসম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপে রোমের সাধারণস্বামিক ভূমি ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মধ্যে যে ভূমিতে যত শস্যোৎপত্তি হইত, তাহার দশমাংশ মাত্র রাজকীয় করস্বরূপে প্রদান করিয়া পেট্রিসীয়েরা ঐ ভূমি জমা করিয়া লইতে পারিত। কেবল দ্রাক্ষা লতা অথবা অলিব বৃক্ষ রোপণ করিলে পূর্ণ লাভের পঞ্চমাংশ করস্বরূপে দিতে হইত। প্লিবীয় অথবা ক্লাইয়েণ্টদিগের কাহারও সেরূপ অধিকার ছিল না। এই প্রকার সাধারণ ভূমিসম্পত্তি থাকাতে যে রোমীয় নাগরিকদিগের সমূহ উপকার দর্শিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিলেই প্রয়োজনোপযোগী অর্থ সংগ্রহ হইতে পারিত। এবং কোন কারণে রোমের অনেক লোক দুঃস্থ হইয়া পড়িলে তাহা-

দিগকে ঐ ভূমির কিয়দংশ দান করিলেই তাহাদিগের দারিদ্র্য দশা মোচন হইতে পারিত। এইরূপে দীন প্লিবীয়দিগকে সাধারণভূমির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ অনেক বার প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত ভূমিসম্পত্তি জমা লইলে আপনাদিগের অধিক লাভ হয়, দেখিয়া পেট্রি-সীয়গণ ক্রমে সে নিয়ম রহিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কাসিয়স তৃতীয় বার কন্সল পদাভিষিক্ত হইয়া এই প্রস্তাব করেন যে, প্লিবীয়গণ অনেকে দারিদ্র্যদশাপন্ন হইয়া কষ্ট পাইতেছে, অতএব তাহাদিগকে সাধারণ ভূমির কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দেওয়া যাউক। পেট্রি-সীয়েরা কন্সলের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিরক্ত হইল। কিন্তু প্লিবীয়েরা যথাসাধ্য চেষ্টা সহকারে কন্সল মহোদয়ের মতের পোষকতা করাতে পেট্রিসীয়েরা তৎপ্রতিরোধে সমর্থ হইল না। কিন্তু বর্ষের শেষে যখন কাসিয়স আপন পদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন পেট্রিসীয়েরা তাঁহার নামে কমিটিয়া কিউরিয়েটা সভাতে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল। কাসিয়সের প্রতি পেট্রিসীয়দিগের এমত আক্রোশ হইয়াছিল যে, তিনি যে বাটীতে বাস করিতেন, উহারা তাহা ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিল, এবং সেই বাটীর অবস্থানভূমিও একান্ত অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত করিল। এইরূপে কাসিয়সের ব্যবস্থাপিত ভূমিবিভাগের নিয়ম তখন প্রচলিত হইতে

পারিল না। ইহার বহুবর্ষ পরে অর্থাৎ ৪৭৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে যখন এক জন ট্রিবিউন তাৎকালিক কন্সলদিগের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিতে চাহিলেন যে, উহাঁরা কাসিয়সের প্রণীত ভূমি-বিভাগ ব্যবস্থা প্রচলিত করেন নাই, তখনও পেট্রিসীয়েরা গোপনে সেই কণ্টক-স্বরূপ ট্রিবিউনের প্রাণবিনাশ করিয়া আপনাদিগের স্বার্থ ও প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল।

ইহার পর অবধি প্রতিপক্ষ পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয় দলে ঘোরতর বিবাদ হইতে লাগিল। পেট্রিসীয়েরা প্রথমতঃ এমত বলে যে, কমিটীয়া সেঞ্চুরিয়েটা নামক সভাতে প্লিবীয়েরাও অবস্থান প্রাপ্ত হয়, এই জন্য সেই সাধারণী সভার দ্বারা কন্সল মনোনীত না হইয়া তাহাদিগের কিউরিয়েটা সভাতেই সে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। দুই বৎসর তাহাই হইল। প্লিবীয়েরা আপনাদিগের ট্রিবিউটা সভাতে সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু তাহারা তজ্জন্য চেষ্টা করিতে এক দিনও বিরত হয় নাই। পরে ৪৮৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে তাহারা এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল যে, দুই জন কন্সলের মধ্যে তাহারাই একজনকে নিযুক্ত করিতে পারিবে। আবার ৪৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্লিবীয়দিগের নিরন্তর যত্নে ইহাও ব্যবস্থাপিত হইল যে, ট্রিবিউন ও ইডাইলগণ সেঞ্চুরিয়েটা সভাতে মনোনীত না হইয়া ট্রিবিউটা সভাতেই মনোনীত হইবে। অপরন্তু, এই

সময়ে ইহাও অবধারিত হইল যে, ট্রিবিউটা সভাতে কেবল প্লিবীয়দিগের নিজসম্পৃক্ত বিষয়েরই বিবেচনা না হইয়া তথায় রাজকার্য্যের তাবৎ বিষয়েরই পর্য্যালোচনা হইতে পারিবে। আর ঐ সভাতে নূতন নূতন নিয়মেরও উদ্ভাবন হইতে পারিবে, এবং সেই সকল নিয়ম পেট্রিসীয় সভার অনুমোদিত হইলেই সর্ব্বসাধারণের পালনীয় হইবে।

যখন এই সকল ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তখন রোমে যে কেমন অন্তর্ব্বিবাদ চলিতেছিল, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। বাস্তবিক রোম নগর তখন দুইটী প্রতিপক্ষ সৈন্যের শিবিরস্বরূপ হইয়াছিল। সকলের মনেই দৃঢ়তর বিদ্বেষ, ঈর্ষা, লোভ এবং হিংসা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এমত সময়ে নগরে ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হইল, এবং তাহাতে শত শত ব্যক্তি প্রতিদিন কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল। সুতরাং তখন যে রোম নগর নিতান্ত ক্ষীণবল হইয়া অনায়াসেই শত্রুর বশ্য হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ইকুরীয় এবং ভল্সিয়গণ মিলিত হইয়া রোমের দ্বার পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইল। আর একজন সাবাইন জাতীয় সামান্য দস্যু রোমের প্রধান দুর্গ 'কাপিটলে' আসিয়া আপনার বাসস্থান সংস্থাপিত করিল। তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত রোমীয়দিগকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

৪৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্লিবীয়েরা যে সকল ব্যবস্থা প্রচলিত করাইয়া লয়, তদ্দ্বারা রোমে সর্ব্বিয়স কৃত শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অর্থাৎ প্লিবীয়েরা ট্রিবিউটা সভাতে, আর পেট্রিসীয়েরা কিউরিএটা সভাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে। সেঞ্চুরিয়েটা সভার কোন ক্ষমতাই থাকে না। এই সকল কারণে শাসনপ্রণালী অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে ৪৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে আর্সা নামে এক জন ট্রিবিউন্ এই প্রস্তাব করিলেন যে, রোমের ব্যবস্থাপ্রণালী সমুদায় সংশোধিত করিয়া লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা—দিসেম্বর নিয়োগ—পুনর্ব্বার কন্সল্ নিয়োগ—সেন্সর, কুইষ্টর এবং যোদ্ধ্ ট্রিবিউনের নিয়োগ—বিয়াই নগর জয়—গল্জাতীয় লোকের দ্বারা রোমের দাহ—লিসিনীয় ব্যবস্থা—প্রিটরের নিয়োগ—প্লিবীয়দিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি—লাটিন ও সাম্নাইট জাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধ—পিরহসের সহিত যুদ্ধ—ইটালীর লোক বিভাগ—শাসন-প্রণালী।)

রোমীয়েরা ক্রমে ক্রমে সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইতেছিল—বিষয়বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার ব্যবস্থা ও বিচারের প্রয়োজন হইতেছিল—প্রতি-পক্ষ দুই দলের দ্বেষাদ্বেষীতেও শাসনপ্রণালী ক্রমশঃ

পরিবর্ত্তিত হইতেছিল—এবং অধিকার বিস্তৃত হওয়াতে ধর্ম্মাধিকরণে নানাপ্রকার জটিলতা উপস্থিত হইতেছিল—সুতরাং এই সময়ে ব্যবস্থাপ্রণালী সংশোধিত এবং লিপিবদ্ধ হইয়া স্থিরীকৃত হইবার সম্যক্ আবশ্যকতা হইয়াছিল। অতএব ট্রিবিউন্ আর্সা তদর্থে প্রার্থনা করিলে যদিও পেট্রিসীয়েরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হয় নাই বটে, তথাপি অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহাদিগকে এই বিষয়ে প্লিবীয়দিগের সহিত একমত হইতে হইল। প্রথমতঃ তিন জন সেনেটর এথেন্স নগরে আইন শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হয়েন, এবং তাঁহারা আইন শিখিয়া ফিরিয়া আসিলে পর ৪৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে দশ জন সুবিজ্ঞ পেট্রিসীয়ের প্রতি একখানি ব্যবস্থা সংহিতা প্রস্তুত করিবার ভার প্রদত্ত হয়। ঐ দশ জন ব্যবস্থাপক সমুদায় রাজকার্য নির্ব্বাহেরও ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা যে সংহিতা প্রস্তুত করেন, তাহা দ্বাদশখানি প্রস্তর ফলকে লিখিত হইয়াছিল। এই জন্য ইতিহাসে উহা 'দ্বাদশ-ফলকের ব্যবস্থা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই সকল অভিনব ব্যবস্থা রোমের প্রাচীন ব্যবস্থা অপেক্ষা প্লিবীয়দিগের পক্ষে অধিক অনুকূল হইয়াছিল। ইহাদ্বারা এমত অবধারিত হইল যে, পেট্রিসীয় এবং ক্লাইয়েন্ট দল প্লিবীয়দিগের ট্রিবিউটা সভা-সম্ভুক্ত হইবে। সেঞ্চুরিয়েটা সভাতে সকল বিষয়েরই পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে, এবং তৎসভাকৃত নিষ্পত্তির পর আর কাহারও

বিচার চলিবে না। আর ইহাও নিশ্চিত হইল যে, সেই সময়াবধি রোমে দুই জন কন্সল নিযুক্ত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে দশ জন দিসেম্বর নির্দ্দিষ্ট হইবেন, ও তাঁহারাই সকল রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন; কিন্তু ঐ দশ জনের মধ্যে পাঁচ জন প্লিবীয় দলস্থ লোক হইবেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপকগণ তাঁহাদিগের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া এক বৎসরের মধ্যে স্ব স্ব পদ পরিত্যাগ করিবেন, প্রথমে এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু তাঁহরা ক্রমে ক্রমে বিলম্ব করিয়া দুই বৎসর অতীত করিলেন। তৃতীয় বৎসরে তাঁহাদিগের মধ্যে এপিয়স ক্লডিয়স্ নামা এক ব্যক্তি বর্জ্জিনিয়া নাম্নী একটী সুন্দরী কন্যার প্রতি অত্যাচার করাতে রোমীয়েরা আর দিসেম্বরদিগের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। অনেক বিবাদের পর পুনর্ব্বার দুই জন কন্সল নিযুক্ত হইল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থাই প্রচলিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে প্লিবীয়গণ আর একটী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে আভিজাত্যাভিমানী পেট্রিসীয়গণ প্লিবীয়দিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ নিবন্ধন করিত না। ৪৪৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঐ রীতি রহিত করণের উপযোগী একটী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ইহার পর আবার প্লিবীয়েরা বলিল যে, আমাদিগের মধ্যে কেহ কখন কন্সল পদাভিষিক্ত হইতে পায় না। অতএব একজন প্লিবীয় আর এক জন পেট্রিশীয় এইরূপ করিয়া দুই জন কন্সল রাজকার্য্য

নির্ব্বাহ করিবেন। পেট্রিসীয়েরা ইহাতে সম্মত না হইয়া কন্সলের কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া সেন্সর, কুইষ্টর এবং যোদ্ধৃট্রি-বিউন নামে তিন প্রকার নূতন পদবীর সৃষ্টি করিল। তন্মধ্যে কিউরিয়েটা সভা কর্ত্তৃক পেট্রিসীয় দল হইতে দুই ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত সেন্সর নিযুক্ত হই-লেন। সেন্সরেরা রাজ্যের ধনাধ্যক্ষ ছিলেন—ব্যক্তি মাত্রের বিভব বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের প্রতি যথো-চিত কর নির্দ্ধারিত করিতেন—এবং লোকের চরিত্র এবং আচার বিচার করিয়া কাহাকেও নীচ পদ হইতে উচ্চ পদবীতে উন্নত করিতেন, আর কাহাকেও নীচ পদস্থ করিয়া অবমানিত করিতেন। কুইষ্টর অভিহিত কর্ম্মচারিদ্বয় পেট্রিসীয় দল হইতে সেঞ্চুরিয়েটা সভা কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন—রাজ্যের আয় ব্যয় স্থিতির হিসাব রাখা উহাঁদিগের কর্ম্ম ছিল। যোদ্ধৃটিবিউন উপাহিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সেঞ্চুরিয়েটা সভা কর্ত্তৃক প্লিবীয় এবং পেট্রিসীয় উভয় দল হইতেই ইহাঁরা মনোনীত হইতে পারিতেন। কিন্তু কন্সল্ নিযুক্ত করিতে হইলে পেট্রিসীয় দল হইতেই করিতে হইত।

এই পর্য্যন্ত হইয়াই বিবাদ নিষ্পত্তি হইল না। যখন প্লিবীয়েরা প্রবল হইয়া উঠিত, তখন যোদ্ধৃটিবিউন্ নিযুক্ত হইত, নচেৎ পেট্রিসীয়গণ স্বদল হইতে কন্সল নিযুক্ত করিয়া রোমে আপনাদিগের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিত। পেট্রিসীয়েরা ডিক্টেটর নিযুক্ত করিতে

পারিলেই প্রায় প্লিবীয়গণকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারিত। আর প্লিবীয়েরা যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইত, এবং পেট্রিসীয়দিগের স্থানে স্বাভিপ্রেত সাধনের ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে প্রত্যাবৃত্ত হইত না। চমৎকারের বিষয় এই যে, প্লিবীয়েরা এমত প্রবল হইয়াও তাদৃশ শান্ত ভাবে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির যত্ন করিত। উহারা মনে করিলে অবশ্যই বল-দ্বারা পেট্রিসীয়দলকে নত করিতে পারিত। কিন্তু প্রাচীন রোমীয়দিগের মনে আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং সেই ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণীত সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি এমত দৃঢ়তর ভক্তি ছিল যে, তাহারা বলদ্বারা তাহার পরিবর্ত্ত করণে কোন প্রকারেই প্রবৃত্ত হইত না। প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়-দিগের স্থানে ভিক্ষা করিয়া—আবদার করিয়া—কখন কখন কৌশল করিয়াও—আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিত; কিন্তু বলদ্বারা অথবা দেশাচারকে একেবারে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া হঠাৎ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না। ইহাতেই বোধ হয় যে, রোমীয়েরা অতি শিষ্ট শান্ত এবং গম্ভীরপ্রকৃতি লোক ছিল, এবং সেই জন্যই অচিরাৎ সমুদয় পৃথিবীর উপর অতুল কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিল। প্লিবীয়েরা ঘরে পেট্রিসীয়দিগের সহিত যতই বিবাদ করুক না কেন, বাহিরে শত্রু সমক্ষ হইলে তাহারা সর্ব্বতোভাবে পেট্রিসীয়দিগের বশীভূত থাকিয়া কর্ম্ম করিত—কখন ঘুণাক্ষরেও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত

না। এই জন্যই এত অন্তর্ব্বিবাদ সত্বেও রোমীয়েরা প্রতিপক্ষ ভলসীয় এবং ইকুরীয়দিগকে অনায়াসে পরাভূত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সমুদায় দেশ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছিল।

ইহার পর মহাপরাক্রান্ত বিয়াই নগর অধিকার করিবার নিমিত্ত রোমীয়দিগকে অবিরত দশ বর্ষকাল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সকল যুদ্ধেই রোমীয় সেনাগণ বর্ষে বর্ষে যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গৃহে আসিয়া নিজ নিজ কৃষিকার্য্য করিত, কিন্তু বিয়াই যুদ্ধে তাহারা সেরূপ অবকাশ পাইল না। সুতরাং তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থে সাধারণ ধনাগার হইতে ভৃতি প্রদান করিবার প্রয়োজন হইল। এই সময়াবধি রোমের সৈনিকগণ ভৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। ইহার পূর্ব্বে তাহারা যুদ্ধকালেও আপনাদিগের প্রয়োজনীয় ব্যয় সমুদয় আপনারাই নির্ব্বাহিত করিয়া শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিত। এই সময়ে কামিলস্ নামা কোন ব্যক্তি রোমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁরই সেনাপতিত্বে বিয়াই নগর বিজিত হয়। কিন্তু ইনি বিয়াই পরাজিত করিয়া অতিশয় অহঙ্কৃত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্লিবীয়েরা বিয়াই নগরের সমুদায় ভূমি আপনারা বিভাগ করিয়া লইতে চাহিলে, তিনি তাহা নিবারণ করিলেন, এবং সেই হেতু রোম হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ৩৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমীয়েরা

অতি পরাক্রান্ত গলজাতীয় লোককর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। তাহারা রোমীয়দিগকে সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত করিয়া পরিশেষে উহাদিগের নগর পর্য্যন্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। রোমীয়েরা অনেকে বিয়াই নগরে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। কথিত আছে যে, কামিলস এই গলদিগকে পরাস্ত করেন। কিন্তু বোধ হয়, সে কথা প্রকৃত নয়। রোমীয়েরা একান্ত অভিমানপরবশ হইয়া এরূপ অলীক কথার উত্থাপন করিয়া থাকিবে।

গলজাতীয়েরা চলিয়া গেলে রোমীয়েরা পুনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়া আপনাদিগের নগর নির্ম্মাণ করিল, এবং পূর্ব্বে যেমন দুই দলে বিবাদ করিত, পুনর্ব্বার সেই-রূপ বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। গলদিগের আক্রমণের সময় মানলিরস্ নামক পেট্রিসীয় এক ব্যক্তি অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করিয়া কাপিটল দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে প্লিবীয়দিগের পক্ষ হইয়া যাহাতে ঋণবিষয়ক ব্যবস্থা সকলের পারুষ্য মোচন হয়, এমত চেষ্টা করেন॥ ইহাতে পেট্রিসীয়েরা তাঁহার প্রাণবধ করে। রোমের দুঃসময়ে লাটিন এবং হার্নিসীয় জাতীয়েরা তৎপ্রতি পূর্ব্ব মৈত্রীভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু কামিলসের যত্নে তাহাতে রোমের কোন বিশেষ ক্ষতি হইতে পায় নাই। তিনি শত্রু সকলকে দমন করিয়া অতি শীঘ্রই রোমনগরীকে পূর্ব্বাবস্থ করিলেন। কিছু-

কাল পরে অর্থাৎ ৩৭৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে লিসিনিয়স নামক একজন ট্রিবিউন্ তিনটী ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিলেন। তাহাদিগের মর্ম্ম এই (১) পেট্রিসীয়েরা কেহ সাধারণ ভূমিসম্পত্তির মধ্যে পাঁচ শত জুগুরার (প্রায় আড়াই বিঘায় এক জুগুরা হয়) অধিক ভূমি অধিকার করিতে পারিবে না, আর অবশিষ্টাংশ সমুদয় ভূমি প্লিবীয়দিগকে প্রদান করা হইবে। (২) পূর্ব্বে যেরূপ দুই জন করিয়া কন্সল নিযুক্ত হইত, এক্ষণেও সেইরূপ হইবে; এবং দুই জন কন্সলের মধ্যে এক জন কন্সল প্লিবীয় দলস্থ হইবে। (৩) উত্তমর্ণেরা অধমর্ণদিগের স্থানে যত সুদ পাইয়াছে, তাহা সমুদায় আসল হইতে বাদ যাইবে, এবং আসলের অবশিষ্টাংশ প্রদান করিলেই অধমর্ণগণ ঋণ-দায় হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে।

পেট্রিসীয়েরা কামিলসকে ডিক্টেটর পদাভিষিক্ত করিয়া প্লিবীয়দিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ট্রিবিউনেরা এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্বাভীষ্ট সাধনে যত্নবান্ হইল যে, তিনিও উহাদিগের মতের অন্যথা করণে সমর্থ হইলেন না। ট্রিবিউন-দিগের পূর্ব্বাবধি এই ক্ষমতা ছিল যে, তাহারা কোন ব্যবস্থার বা অভিনব প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপির নিম্নভাগে "ভিটো" অর্থাৎ "নিষেধ" এই বাক্য লিখিলে আর কোন মতেই সেই প্রস্তাব প্রচলিত হইতে পারিত না। এই বার তাহারা আপনাদিগের ঐ নিষেধ বাক্য-প্রয়োগ

করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপ ব্যবহার করিয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যই স্থগিত করিয়া রাখিল। সুতরাং অনেক বিবাদের পর ৩৬৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে পেট্রিসীয়গণ অগত্যা পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা প্রচলনে সম্মত হইল। *কিন্তু তাহারা বলিল যে, ইহার পর কন্সলদিগের কোন দেওয়ানি মোকর্দ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে না— সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ প্রিটর উপাহিত একজন পেট্রি-সীয় নিযুক্ত হইবে। কিন্তু পেট্রিসীয়গণের এত চেষ্টাতেও কিছু ফল দর্শিল না। ৩৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে একজন প্লিবীয় ডিক্টেটর পদাভিষিক্ত হইল—৩৫১ পূঃ খৃষ্টাব্দে একজন প্লিবীয় সেন্সরের কর্ম্ম পাইল —৩৩৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে এক জন প্লিবীয় প্রিটরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইল—এবং ৩০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে অগর, পণ্টিফ প্রভৃতি মহামান্য যাজক পদবীতেও প্লিবীয়গণ উন্নত হইতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে রোমীয়দিগের সহিত দক্ষিণদিকস্থ প্রবল সাম্নাইট্ জাতির সংগ্রাম হয়। তাহাতে লাটিন জাতীয়েরাও রোমের প্রবল বিপক্ষ-বর্গের সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার দ্বারা রোমের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। প্রত্যুত ডিসিয়স্ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রযত্নে এবং রণপণ্ডিত কামিল-সের প্রবর্ত্তিত যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করাতে রোমীয়েরা সকল যুদ্ধেই বিজয় লাভ করিয়া পরিশেষে মধ্য ইটালীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং উহারা

ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ইটালীতে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে ইটালীর দক্ষিণ ভাগে গ্রীকেরা অনেক উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই সকল গ্রীকেরা বিশেষতঃ টারণ্টম নিবাসিগণ রোমীয়দিগের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া ইপাইরসের রাজা যুদ্ধবীর পিরহসকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। পিরহস বহু গ্রীক সৈন্য এবং হস্তিযূথ লইয়া ইটালীতে অবতীর্ণ হইল। ২৮১ পূঃ খৃষ্টাব্দে হিরাক্লিয়ানগর সমীপে রণস্থলে গ্রীক এবং রোমীয় সৈন্যগণের প্রথম সন্দর্শন হইল। রোমীয়েরা ইহার পূর্ব্বে কথন হস্তী দর্শন করে নাই। সুতরাং সেই প্রকাণ্ডকায় ভীষণমূর্ত্তি পশু সকল দর্শনে তাহারা নিতান্ত ভীত হইল। পিরহস যুদ্ধে জয়ী হইলেন। জয়ী হইয়া তিনি সন্ধি করিবার অভি-প্রায়ে রোমে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু রোমীয়েরা প্রতিজ্ঞা করিল যে, আমরা কথন বিজিত হইয়া কাহার সহিত সন্ধি করিব না। বিশেষতঃ পিরহস ইটালী পরি-ত্যাগ করিয়া না গেলে তাঁহার সহিত সন্ধির কথাই হ-ইবে না। ২৭৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে আস্কুলম নামকস্থানে পিরহসের সহিত রোমানদিগের দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও পিরহস জয়ী হইলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে রোমীয়দিগের বীরমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি এমত সৈন্য পাইলে অথবা ইহারা আমার মত সেনানায়ক পাইলে

অনায়াসে আমরা সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে পারি। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আমি জয়ী হইয়াছি বটে, কিন্তু আর একটী বার এমত জয়লাভ করিতে গেলেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। এই সময়ে পিরহসের চিকিৎসক রোমীয়দিগের কন্সলকে এই অভিপ্রায়ে পত্র লিখিয়া পাঠায় যে, তোমরা আমায় উপযুক্ত পুরস্কার করিবে এমত স্বীকার করিলে, আমি পিরহসকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করি। রোমীয়েরা তাহাতে ঐ দুষ্টাত্মার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেই লিপি পিরহসের নিকট প্রেরণ করে। পিরহস ইহার পর সিসিলিদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। তিন বৎসর অতীত হইলে তিনি পুনর্ব্বার ইটালীতে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং বেনিবেণ্টম নামক স্থানে রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপেই পরাস্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে ইটালী হইতে প্রস্থান করিলেন। রোমীয়েরা সমুদায় দক্ষিণ ইটালী অধিকার করিয়া লইল। ইহার পরে সাম্নাইট জাতীয়েরা পুনর্ব্বার স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই।

এই সময়ে অর্থাৎ ২৬১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সমুদায় ইটালীর লোককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকৃত রোমীয়, অপর রোমসখ অর্থাৎ রোমের প্রজা, এবং তৃতীয় লাটিন লোক। ইহার মধ্যে "রোমের" প্লিবীয়, পেট্রিসীয় এবং ক্লাইএণ্টদিগকে, এবং রোমনগরের

চতুর্দ্দিকৃস্থ যাবতীয় ব্যক্তি যাহারা কোন ট্রাইব্ সম্ভুক্ত ছিল, তাহাদিগকে প্রকৃত রোমীয় বলা যাইত। আর যাহারা প্রকৃত রোমীয় বটে, কিন্তু সেনেটের অভিমতে রোম হইতে দূরে গিয়া উপনিবেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকেও রোমীয় বলা যাইত। অপরন্তু কোন ব্যক্তি কোন উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত অথবা সমধিক সম্পত্তিশালী এবং পরোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলে তিনি সেনেট হইতে 'রোমীয়'—এই গৌরবসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত রোমীয়দিগের মধ্যে গণ্য হইতেন। ইহাতেই বোধ হইবে যে, রোমীয় মাত্রেরই শাসনকর্ত্তৃত্বে অধিকার ছিল না। যাহারা রাজধানী হইতে দূরে বাস করিত, তাহারা রোমীয় পদের বাচ্য হইলেও রোমের কোন সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিত না। কতকগুলি মাত্র রোমীয়ের শাসন-কর্তৃত্ব ছিল, কিন্তু কোন রোমীয়ই স্বাধীনতায় বঞ্চিত ছিল না।

রোমসথ বলিয়া যে সকল অন্যান্য ইটালীয় জাতির উল্লেখ করা যায়, তাহাদিগের সকলের সহিত রোমে একই প্রকার সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তাহাদিগের সকলেই রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিত; এবং রোমের মতামত নিরপেক্ষ হইয়া পরস্পর সন্ধি বিগ্রহ করার অধিকার ত্যাগ করিয়াছিল। এমন কি এক নগরের সহিত তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপর নগরের কোন সম্পর্কই ছিল না, সকলে স্বতন্ত্র

স্বতন্ত্র থাকিয়া যে যাহার আপন আপন রীতি, নীতি, ব্যবস্থা ও ধর্ম্মপ্রণালীর অনুসারে কার্য্য করিত। লাটিন লোক বলিয়া যাহাদিগের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত রোমীয় এবং তৎপ্রজাবর্গের মধ্যবর্ত্তী ছিল। তাহারা বাস্তবিক রোমেরই কতকগুলি ঔপনিবেশিক মাত্র, ইটালীর নানাস্থানে বিকীর্ণ হইয়া থাকাতে সর্ব্বত্র রোমীয়দিগের প্রভুত্ব অব্যাহত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সময়ে রোমীয়দিগের শাসন-প্রণালী যেরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও বর্ণন করা আবশ্যক যেহেতু এখনকার প্রণালী পূর্ব্বকালের প্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, এবং ইহারই অবলম্বনে রোমীয়েরা অনায়াসে ইটালীর বহির্ভাগেও অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

কিউরিএটা সভা রহিত হইয়া গিয়াছিল, এবং সেঞ্চুরিএটা ও ট্রিবিউটা সভাদ্বয়ের মধ্যে আর কোন বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এইক্ষণে সেনেটে ব্যবস্থা সকল প্রস্তাবিত হইয়া সেঞ্চুরিএটা সভার সম্মতির নিমিত্ত প্রেরিত হইতে পারিত; আর ট্রিবিউনগণ জনসাধারণকে ট্রিবিউটা সভাতে আহ্বান করিয়া সেই সভাতেও নূতন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতে পারিতেন। সেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেঞ্চুরিএটা সভার সম্মতি খ্যাপন হইলেই উহা প্রচলিত হইতে পারিত। অতএব ব্যবস্থা প্রস্তাবনায় পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয় উভয় পক্ষেরই সমান ক্ষমতা হইয়াছিল। ইতিহাসবেত্তাদিগের মতে এই

সময়ে এপিয়স্ ক্লডিয়স্ নামা এক জন সেন্সর নিম্নশ্রেণীস্থ নাগরিক লোকদিগকেও ট্রিবিউটা সভাসম্ভুক্ত করেন, এবং যাহার যেরূপ বিভব, তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া সেঞ্চুরিএটা সভারও সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

[প্রথম পুনিক যুদ্ধ—রোমীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার বৃদ্ধি—কার্থেজীয়দিগের কর্ত্তৃক স্পেন দেশ অধিকার—হানিবল—দ্বিতীয় পুনিক্ যুদ্ধ—মাসিডনরাজ ফিলিপের সহিত যুদ্ধ—সিরিয়ারাজ আা ন্টয়োকসের সহিত যুদ্ধ—হানিবলের প্রাণত্যাগ—তৃতীয় পুনিক যুদ্ধ—গ্রীসের স্বাধীনতা বিলোপ—রোমীয়দিগের প্রদেশ অধিকার—শাসনের রীত—রোমীয়দিগের মধ্যে অর্থলোভের প্রবেশ।]

ইটালী দেশ সমুদায় অধিকৃত হওয়াতে রোমীয়দিগের সহিত অপরাপর জাতির ক্রমশঃ সংস্রব হইতে লাগিল। তৎকালে ইটালির দক্ষিণদিকৃস্থিত সিসিলি-দ্বীপনিবাসিগণ নিরন্তর অন্তর্বিবাদে আসক্ত হইয়াছিল। মেমার্টাইন্ নামক একদল পরাক্রান্ত দস্যু মেসিনা-নগরবাসী গ্রীক জাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়া ঐ নগর অধিকার করে। তাহাতে সিরাকুসের রাজা সসৈন্য আসিয়া উক্ত নগর অবরোধ করেন; পরন্ত সেই সময়ে প্রাচীন ফিনিকীয়দিগের প্রসিদ্ধ উপনিবেশ কার্থেজ হইতে কতকগুলি সৈন্য আসিয়া মেসিনা

নগরের দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। কার্থেজীয়দিগের সহিত সিরাকুস রাজের সাতিশয় বিরোধ ছিল। কারণ ইহার বহুপূর্ব্বাবধি কার্থেজীয়েরা সিসিলি-দ্বীপ অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা কখনই ঐ দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের হস্তগত করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু নিরন্তর যত্নদ্বারা ক্রমে ক্রমে উহার সমুদায় দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল ভাগে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। মেমার্টিনীয়েরা কার্থেজীয়গণের ভয়ে ভীত হইয়া রোমের শরণাপন্ন হইল। রোমীয়েরা তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার বাসনায় সিসিলি-দ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করিল। এইরূপে কার্থেজীয়দিগের সহিত রোমের যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহাকে প্রথম পুনিক্ যুদ্ধ বলে। ইহা ২৩ বৎসর ধরিয়া হয়, এবং এই যুদ্ধে রোমীয়েরা রণপোত নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা জলযুদ্ধ করিতে শিখে। কার্থেজীয়েরা বহু কালাবধি বাণিজ্যব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিয়া বিপুল ধনসম্পত্তিশালী হইয়াছিল। তাহারা স্বয়ং কদাচিৎ অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে যাইত না, ভৃতিভুক্ সৈন্যদ্বারাই সকল সংগ্রাম কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তাহাদিগের ভৃতিভুক্ সৈন্যগণ যে, স্বকার্য্যতৎপর রোমীয় সৈন্যের সহিত সংগ্রামে সমর্থ হইত না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু বিশিষ্ট রণদক্ষ সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে তাহারা কখন কখন রোমীয়দিগকেও পরাজয় করিতে পারিত। স্পার্টা নগর নিবাসী জান্টি-

পস্ নামক কোন যুদ্ধবীর একবার কার্থেজীয়দিগের সেনা-পতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রোমীয় সেনানী সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞ রেগুলস্ কার্থেজ আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হয়েন। আর হামিল্কার নামক এক জন সুবিজ্ঞ কার্থেজীয় সেনাপতির অধীনেও কার্থেজীয়েরা সিসিলি ও দক্ষিণ ইটালীতে রোমীয়দিগের অনেক হানি করিয়া পরিশেষে আপনাদিগের এক দল বিদ্রোহী সৈন্যকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই এরূপ জয়ী হইত না। রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধে কার্থে-জীয়েরাই অনেক স্থানে পরাজিত হইত। সুতরাং পরিশেষে উহারা সন্ধিকরণে সম্মত হইয়া সিসিলি-দ্বীপ পরিত্যাগ এবং বিপুল অর্থ দণ্ড প্রদান করিতে স্বীকার করিল।

ইহার পর ২৩ বৎসরের মধ্যে রোমীয়েরা সমুদায় সিসিলি দ্বীপ অধিকার করিয়া লইল। সিসিল্পীন গল নামক পো নদীর অববাহিকাও উহাদের হস্তগত হইল। আর ঝিনিস উপসাগরের উত্তর ও পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী ইলি-রিয়া প্রদেশের রাজ্ঞী দস্যুবৃত্তিদ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ জনপদ-বাসিগণকে উত্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া রোমীয়েরা তাঁহারও রাজ্য লইয়া স্বাধিকার-সম্ভুক্ত করিল। সার্ডি-নিয়া দ্বীপও এই সময়ে রোমীয়দিগের হস্তগত হয়।

এতাবৎ সময়ে কার্থেজীয়েরাও নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিল না। উহারা সিসিলি এবং সার্ডিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপ

গুলিতে বল প্রকাশ করিতে না পাইয়া ক্রমে ক্রমে স্পেন দেশের সমুদায় পূর্ব্বোপকুল ভাগ আপনাদিগের অধিকৃত করিল। তাহাদিগের বিচক্ষণ সেনাপতি হামিকার এই সকল কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহারই যত্নে কার্থেজীয়দিগের এই নূতন রাজ্য এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে, রোমীয়েরাও তদ্দর্শনে শঙ্কান্বিত হইতে লাগিল। তাহারা বলিয়া পাঠাইল যে, কার্থেজীয়েরা যেন ইব্রো-নদী পার হইয়া না আইসে। এই সময়ে হামিকারের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জামতা হাস্‌দ্রুবল কার্থেজীয় সৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ইনিও বহুকাল জীবিত ছিলেন না। ইহাঁর পর হামিকারের সুযোগ্য পুত্র হানিবল, ষড়্‌বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কার্থেজীয়-দিগের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইনি নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃশিবিরে আনীত হইয়া যাবজ্জীবন কেবল যুদ্ধের রীতি নীতি শিক্ষা এবং বিবিধরূপ সংগ্রাম-ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন—ইহাঁকে ইহাঁর পিতা অতি শৈশবেই দেবতার নিকট শপথ করাইয়া রোমের পরম শত্রু করিয়া রাখিয়া যান—এবং ইহাঁর তুল্য যুদ্ধবীর বোধ হয়, অদ্যাপি কেহ কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি রোমীয়দিগের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ইব্রো নদী পার হইয়া রোমাশ্রিত সাগণ্টম নামক নগর আক্রমণ করিলেন। রোমীয় দূত তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তিনি নিষেধ মানিলেন না। সুতরাং ২১৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমের

সহিত কার্থেজীয়দিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাকে দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ বলে।

এই যুদ্ধ যে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিবে, রোমীয়েরা তাহা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। হানিবল আপন ভ্রাতা হাস্‌দ্রুবলের প্রতি স্পেন রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করিয়া অতি শীঘ্রই পিরেণীস পর্ব্বতশ্রেণী লঙ্ঘন করিয়া গল দেশের দক্ষিণ ভাগ দিয়া গমন করত বৃহৎ বৃহৎ ভেলক নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসহযোগে হস্তী অশ্বসমেত রোন নদী উত্তীর্ণ হইলেন—বিপক্ষ পক্ষীয় বন্য জাতীয় গলদিগকে সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত করিলেন—এবং পঞ্চদশ দিনের মধ্যে অশ্রুতপূর্ব্বক্লেশ সহ্য করিয়া আল্পস্ পর্ব্বত চয় উল্লঙ্ঘন করত সসৈন্য ইটালীর উত্তর ভাগে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

তত্রত্য গল্‌জাতীয়েরা অতি অল্পকাল পূর্ব্বেই রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। তথনও তাহাদিগের মন হইতে রোমীয়-য়দিগের প্রতি দ্বেষভাব অপনীত হইয়া যায় নাই। সুতরাং তাহারা দলে দলে আসিয়া হানিবলের সৈন্য পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। রোমীয়দিগের দুই জন কন্সল সিপিও এবং সেম্‌প্রোনিয়স্ একে একে টিসিনস্ ও ট্রিবিয়া নদীকূলে হানিবলের গতিরোধ করিতে গিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন। ফ্লামিনিয়স্ নামক আর এক জন কন্সলও থ্রাসিমিন হ্রদের নিকট হানিবলের

সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত এবং স্বয়ং নিহত হইলেন। তখন রোমীয়েরা জানিতে পারিল যে, হানিবল তাহাদিগের এক জন সামান্য শত্রু নহেন। উহারা তৎক্ষণাৎ ফেবিয়স্ নামক অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তিকে ডিক্টেটরের পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে দেশরক্ষার ভার অর্পণ করিল। ফেবিয়স অতিশয় সতর্ক পুরুষ ছিলেন। তিনি কদাচিৎ হানিবলের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না, সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে নিকটে থাকিয়া আক্রমণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষ করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিয়া তিনি একদা কৃতকার্য্য-প্রায় হইয়াছিলেন। হানিবল সসৈন্য কোন গিরিশঙ্কট মধ্যে প্রবেশ করিলে পর, ফেবিয়স হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন—কোন দিকে বাহির হইবার পথ রহিল না। এমন সময় রাত্রি উপস্থিত হইল। হানিবল মশাল জ্বালিয়া অনেকগুলি গোরুর শৃঙ্গে বাঁধিয়া পর্ব্বতের একদেশে ঐ সকল গরু তাড়াইয়া দিলেন। রোমীয়েরা মনে করিল যে হানিবল ঐ দিক আক্রমণ করিতে যাইতেছেন, এই ভাবিয়া তাহারা সকলে সেই দিকেই ধাবমান হইল। হানিবল সেই সুযোগে অন্য পথ দিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপে দুই সেনাপতি নানাপ্রকার রণকৌশল প্রকাশ করিতেছিলেন; কেহ কাহারও কোন বিশেষ হানিকরণে সমর্থ হয়েন নাই—এমত সময়ে রোমী-

য়েরা সত্বর যুদ্ধ সমাপন করিবার প্রত্যাশায় ফেবিয়সের পরিবর্ত্তে বারো এবং এমিলিয়স নামক দুই জন কন্সলকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিল। বারো অত্যন্ত উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি যে দিন সৈন্যাধ্যক্ষতা পাইলেন, সেই দিনই হানিবলের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 'কেনি' নামক স্থানে এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হয়। ইহাতে সাতচল্লিশ হাজার প্রকৃত রোমীয় যোদ্ধৃগণ সমরশায়ী হইয়াছিল। রোমের সংস্থাপনাবধি একাল পর্য্যন্ত কখন উহার এমত বিপদ হয় নাই। গলজাতীয়েরা রোম দগ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় তাহাদিগের সহিত যুদ্ধেও রোমের এত অধিক লোকের প্রাণনাশ হয় নাই। এই যুদ্ধ ২১৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে। চমৎকারের বিষয় এই যে, এমত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও রোমীয়েরা আপনাদিগের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিলনা। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া হানিবল উহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রোমীয়েরা তখন সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত ছিল না। এপর্য্যন্ত গল ভিন্ন ইটালীর অন্য কোন জাতি হানিবলের পক্ষ অবলম্বন করে নাই। কেনির যুদ্ধের পর উহারা অনেকে ভীত হইয়া ক্রমে ক্রমে হানিবলের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ কাপুয়া নগর নিবাসিগণ হানিবলের মহা সম্মান ও সমাদর করিল। শীতকালে হানিবল তাহাদিগের নগরে গিয়া অবস্থান করিলেন। এই অবধি তাঁহার কপাল

ভাঙ্গে। কাপুরা নিবাসিগণ সাতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। উহাদের সহবাসে হানিবলের সেনা সকল ইন্দ্রিয় সুখাস্বাদন করিয়া যুদ্ধক্লেশপরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল। তিনি কার্থেজ হইতে নূতন সৈন্য আনয়নের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বদেশীয়গণের আলস্যে সেই সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইল। পরিশেষে তাঁহার ভ্রাতা হাসক্রুবল স্পেন হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে নিরো নামক কন্সলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনিও পরাভূত ও নিহত হইলেন।

এই শেষোক্ত ব্যাপার যে ঘটিয়াছে, হানিবল তাহার কিছুই জানিতেন না। যখন রোমীয় সৈনিকেরা হাসক্রুবলের ছিন্ন মস্তক লইয়া তাঁহার শিবির মধ্যে নিক্ষেপ করিল, তখন ভ্রাতৃনিধন ব্যাপার তাঁহার প্রথম অবগতি হইল। কিন্তু হানিবল এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও নিজ নৈসর্গিক রণপাণ্ডিত্যের গুণে ইহার পরেও অবিরত পনর বৎসর কাল ইটালিতে অবস্থান করত রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে রোমীয়েরা প্রবল হইতেছিল—অপর যেখানে যায়, উহারা সেই খানেই জয়লাভ করে—কিন্তু হানিবলের সহিত যুদ্ধ করিলেই পরাভব পাইয়া উহাদিগকে পলায়ন করিতে হয়। পরিশেষে সিপিও নামক কোন যুবা পুরুষ কন্সল পদাভিষিক্ত হইয়া প্রথমে স্পেনে বিজয়লাভ করত পরে আফ্রিকায় গমন করিলেন, এবং তত্রত্য নুমিডিয়া প্রদে-

শের রাজা ম্যাসিনিসার সহিত মিলিত হইয়া কার্থেজ নগর আক্রমণের উপক্রম করিলেন। তখন কার্থেজীয়েরা একান্ত নিরুপায় হইয়া হানিবলকে স্বদেশ-রক্ষার্থ আহ্বান করিল। তিনি অগত্যা ইটালি পরিত্যাগ করিয়া কার্থেজে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 'জামা' নামক স্থানে সিপিওর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে হানিবল পরাজিত হইলেন। ২০১ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধঘটনা হয়। এই যুদ্ধের পরেই কার্থেজীয়েরা যৎপরোনাস্তি হীনতা স্বীকার করিয়া রোমের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করে।

দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের সময়ে মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ হানিবলের সহিত সন্ধি করিয়া রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হানিবলের প্রাবল্যের সময় তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত কোন বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। রোমীয়েরা হানিবলকে পর্য্যুদস্ত করিয়াই ফিলিপের প্রতি মনোযোগ করিল, এবং তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিল। ইহাতে গ্রীকেরা প্রথমতঃ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহাদিগের বোধ হইল যে, স্বাধীনতা রূপ পরম সুখ কখন অন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে না— যিনি স্বাধীন হইবেন, তাঁহার আপনার যোগ্যতা থাকা চাই। এখন আর গ্রীক্‌দিগের সে যোগ্যতা ছিল না। তাহারা রোমীয়দিগের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া সিরিয়া

দেশেররাজাকে আপনাদিগের উদ্ধারার্থ আহ্বান করিল। সিরিয়ারাজ আণ্টিয়োকস্ তাহাদিগের সহায়তা করিতে গিয়া অতি শীঘ্রই রোমীয়দিগের নিকট পরাজিত হইলেন। তিনি মাণ্টিনিয়ারযুদ্ধে পরাভূত হইয়া তাহাদিগের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলে তাহারা তাঁহার অধিকার সমস্ত লইয়া নিজ পক্ষীয় রাজগণকে প্রদান করিল, এবং হানিবলকে স্থান দান করিতে তাঁহাকে নিবারণ করিল। হানিবল ইহার পর অন্য এক রাজার আশ্রয়গ্রহণ করিতে গেলেন। কিন্তু রোমীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত সেই রাজার নিকটেও দূত প্রেরণ করিল। তখন মহাত্মা হানিবল বিষপানদ্বারা জীবন বিসর্জ্জন সহকারে নিজ সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। ইহার পর ১৪৯ পূঃ খৃষ্টাব্দ রোমীয়েরা নিতান্ত অন্যায়াচরণ করিয়া পুনর্ব্বার দুর্ব্বল কার্থেজীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, এবং কার্থেজীয়েরা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহাদিগের নগর ভস্মীভূত ও আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোককে দাসরূপে বিক্রীত করিল। যে দিন সিপিও কর্ত্তৃক কার্থেজ বিনষ্ট হইল, সেই দিন মমিয়স্ নামক অপর একজন কন্সল গ্রীসের অন্তর্গত করিন্থ নগর নষ্ট করিয়া সেই দেশের স্বাধীনতার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিলেন।

এই সকল যুদ্ধে রোমীয়েরা যে যে দেশ জয় করিয়াছিল, সমুদায় স্মরণ করিয়া দেখিতে গেলে জানা যাইবে যে, ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিক প্রায় সকলেই উহাদিগের

অধিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হইতে রোমি সাম্রাজ্যকে, ইটালী ও প্রদেশাধিকার এই দুই ভাগে বিভক্ত করা গিয়া থাকে। প্রদেশাধিকারে রোমীয়েরা যেরূপ শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করে, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। রোমীয়েরা কোন প্রদেশ জয় করিলে তথাকার প্রচলিত রীতি নীতির অধিক পরিবর্ত্ত করিত না। যেখানকার যে ধর্ম্ম, যে ব্যবস্থা, যে রীতি তাহাই প্রচলিত রাখিত। বিশেষের মধ্যে এই যে, সেই প্রদেশের সৈন্য তথায় থাকিত না। রোমীয়েরা কেবল ইটালী হইতে আপনাদিগের সেনা সংগ্রহ করিত, এবং প্রদেশাধিকার হইতে অর্থ গ্রহণ করিত। প্রতি প্রদেশে দুই জন করিয়া প্রধান শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। তন্মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার উপাধি 'প্রিটর' এবং তাঁহার সহকারীর উপাধি 'কুইষ্টর'। কর আদায়ের ভার কতকগুলি রোমীয় তহসিলদারের প্রতি অর্পিত হইত। উহাদিগকে 'পব্লিকান' বলিত। উহারা যে প্রজাবর্গের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত তাহার সন্দেহ নাই।

রোমে পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয় দলের যেরূপ প্রভেদ পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে আর তাহার কোন চিহ্নই ছিল না। এখন যাহার ধনসম্পত্তি অধিক, সেই রোমে মহামান্য ও প্রজাপ্রিয় হইয়া উচ্চ রাজকর্ম্ম পাইতে পারিত। সুতরাং রোমীয়েরা যে, তৎকালে নিতান্ত

ধনলোলুপ হইবে, তাহার সন্দেহ কি? তাহাদিগের অত্যাচারে মধ্যে মধ্যে দূরস্থ প্রদেশ সকলে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইত; বিশেষতঃ স্পেন দেশে 'ঝিরিয়াথস্' নামক কোন বীরপুরুষের অধীনে লুসিটেনিয়া প্রদেশবাসিগণ যে, অতি ভয়ানক বিদ্রোহ উত্থাপন করে, তাহা সামান্য যুদ্ধেই নিবৃত্ত হয় নাই। তাহার পর আবার নুমানসিয়া নাগরিকেরাও বহুকালাবধি রোমের বিপক্ষাচরণ করে এবং পরিশেষে সিপিও কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার উপক্রম দেখিয়া সকলে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। ফলতঃ রোমের এই অতি প্রাবল্যের সময়েই উহার বিনাশের হেতুভূত দোষ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে কোন রোমীয় লোক ইহা বুঝিয়াছিল কি না বলা যায় না। তবে কথিত আছে সিপিও কার্থেজে অগ্নি প্রদান করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, আমার জন্মভূমি রোমেরও কোন সময়ে এই রূপ দুরবস্থা ঘটিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

[রোমীয় নাগরিকদিগের অবস্থা এবং চরিত্র—দুর্বৃত্ত লোকের সাহায্যে আঢ্যদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা—টাইবিরিয়স্ গ্রাকস—কেইয়স্ গ্রাকস—নুমিডিয়ার যুদ্ধ—টিউটন এবং কিম্ব্রীয় লোকের সহিত যুদ্ধ—ইটালীয়দিগের বিদ্রোহ—সেই বিদ্রোহ শান্তি—মিথ্রিডেটিসের সহিত যুদ্ধ—মেরাইয়স এবং সলা।]

রোমীয়দিগের প্রদেশাধিকার শাসনের রীতি যেরূপ বর্ণিত হইল, তদ্দ্বারাই বোধ হইয়া থাকিবে যে, ঐ সময়ে উহাদিগের মান, সম্ভ্রম এবং গৌরব যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল, পূর্ব্বগত কোন জাতীয় লোকের কখন সেরূপ হয় নাই। তখন রোম নগরে জন্মগ্রহণ করা কি পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইত! সেই নগরে জন্ম গ্রহণ করিলেই পৃথিবীর অন্য সকল দেশের রাজাদিগের অপেক্ষাও অধিক গৌরবান্বিত হইবার উপায় হইত। যে ব্যক্তি রোমে অতি সামান্য লোকের মধ্যে গণ্য ছিল, সেও স্পেন হইতে আসিয়ামাইনর পর্য্যন্ত যে স্থানে কেন গমন করুক না, সকলেরই দর্শনীয়, মাননীয় এবং বন্দনীয়, হইয়া চলিত। তখন অর্থগৃধ্নু রোমীয়গণ অতি সহজেই আপনাদিগের ধনতৃষ্ণা পরিপূর্ণ করিতে পারিত—কীর্ত্তিপ্রিয় রোমীয়গণ অত্যল্প আয়াসেই চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পারিতেন—এবং ধর্ম্মশীল রোমীয়-গণও সেই সময়ে মানবকুলের সমধিক উপকার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে

রোম নগরীতে ধনলোলুপ, যশোলুব্ধ, এবং দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক হইয়াছিল, ধর্ম্মশীল এবং মানবকুলহিতৈষী ব্যক্তির সংখ্যা তেমন অধিক ছিল না তেমন অধিক কি? রোমীয়দিগের ধর্ম্মবুদ্ধি কখনই সম্যক্ ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন হয় নাই। তাহারা কখনই মানবসাধারণের হিতেচ্ছাকে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিত না। তাহাদিগের মধ্যে যিনি পরম ধার্ম্মিক হইতেন, তিনি স্বদেশহিতৈষীই হইতেন; তাঁহারও উপচিকীর্ষা বৃত্তি সমুদায় মানবজাতিকে স্ববিষয়ীভূত করিতে পারিত না। সুপ্রসিদ্ধ কেটোর চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থল। এই ব্যক্তি রোমে অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। কিন্তু ইনিও কার্থেজীয়দিগের এমত বিদ্বেষ করিতেন যে, সেনেটে যখন যে বিষয়ে কোন বক্তৃতা করুন না, সর্ব্বশেষে, "কার্থেজ বিনষ্ট করা উচিত" এই বলিয়া কথা সমাপন করিতেন। কিন্তু এস্থলে একথাও বলা আবশ্যক যে, অদ্যাপি বাস্তবিক সমগ্র-নরকুল-হিতৈষা কোনখানে বিশিষ্টরূপে কার্য্যকারিণী হয় নাই। এখনও মানবের ধর্ম্ম্য বুদ্ধি নিজ নিজ সমাজসীমা অতিক্রম করিয়া যায় না। যদিও কথায় যায়, কাজে যায় না, এবং যেখানে কেবল কথামাত্রে যায়, সেখানে মিথ্যা-কৈতব এবং বঞ্চনার ভাগ বাড়িয়া উঠে মাত্র।

এই সময়ে গ্রীকদিগের সংস্রবে রোমীয়েরা কিছু কিছু বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিল, এবং আপনা

দিগের প্রাচীন ইহু ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অপরন্তু তাহারা গ্রীকদিগের দেবতাগণের পূজা আপনাদিগের দেশে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের আপাতত মনোরম ভ্রষ্টাচার সমস্তেরও অনুকরণ করিয়াছিল।

ধনসম্পদ, ভ্রষ্টাচার এবং কৃত্রিম সভ্যতার আবির্ভাব হইলে কখন কোন দেশের প্রজাবর্গের মধ্যে সাম্যভাব থাকিতে পারে না। রোমেও তাহাই ঘটিল। তখন শুনিতে সকল রোমীয়ই সমান ছিল বটে—আইনেও এই কথার কোন অন্যথা ছিল না বটে—কিন্তু বাস্তবিক তখন রোমীয় প্রজাবর্গের মধ্যে অনেক ইতরবিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা ধনবান্ এবং যাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেক প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহারা এক দল; আর যাহারা নির্ধন বা কোন বিখ্যাত বংশ সম্ভূত নয়, তাহারা অপর দল; রোমীয়েরা এই প্রকার দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রাজকার্য্য সমুদায়ই ধনীদিগের হস্তগত ছিল। নির্ধনেরা কেবল সভাস্থলে প্রস্তাবিত বিষয়ে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিতে পারিত, এবং সেই সকল মত লইয়াই রাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। এই জন্য ধনিগণ নির্ধনদিগকে স্ববশীভূত করিবার নিমিত্ত নিরন্তর যত্ন করিত। লোকে দুষ্ট মন্ত্রণা সকল দুষ্ট উপায়দ্বারাই সিদ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং ধনবানেরা যখন কেবল উন্নত পদের প্রত্যাশা-

পন্ন হইয়া নির্ধনদিগের তোষামদ করিতে লাগিল, তখন তাহারা যে, উহাদিগকে গোপনে উৎকোচ প্রদান করিবে—আপনাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনার্থ বিবিধ নাট্য কৌতুকাদি প্রদর্শন করাইবে এবং মনে মনে যাহা থাকুক, কিন্তু যত দিন কর্ম্ম না হয়, ততদিন মুখে সকলের সহিত মিষ্ট আলাপ করিয়া সকলকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিবে—ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এইরূপ বহুকালাবধি হওয়াতে জনসাধারণ প্রায়ই সৎক্রিয়ানুষ্ঠানদ্বারা জীবিকোপার্জ্জনের চেষ্টা করা পরিত্যাগ করিল—উহারা কোন উন্নত পদাকাঙ্ক্ষী ধনবানের পক্ষে সভাতে অভিমত প্রদান করিলেই তাহার স্থানে যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারিবে, এই আশার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতে লাগিল—সুতরাং অত্যল্পকাল মধ্যেই নিতান্ত নীচ বুদ্ধি ও দুষ্টাচার হইয়া পড়িল।

রোমের বাস্তবিক দশা এইরূপ হইলেও তৎকালে এই সকল দোষ কিছুই প্রকাশ পায় নাই। প্রত্যুত সেই সময়ে প্রদেশ শাসন কর্ত্তৃগণ সকলেই বিপুল বিভবশালী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করত রোমনগরীকে অতীব রম্য প্রাসাদসমূহে পরিশোভিত করিতেছিলেন—অনেকানেক ব্যক্তি ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সুবৃহৎ উদ্যানাদি প্রস্তুত করিতেছিলেন—এবং সেনাপতিগণ দূরস্থিত প্রদেশ সকল জয়লব্ধ করিয়া জনসমূহের নিকট

খ্যাতি লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং যেমন কোন পীড়াবিশেষে শরীরের বাহ্যকান্তি এবং পুষ্টিবর্দ্ধন দৃষ্ট হয়, কিন্তু অভ্যন্তরে উহা সম্পূর্ণরূপে অসার এবং বলশূন্য হইতে থাকে, রোমেরও অবিকল সেই দশা উপস্থিত হইয়াছিল।

কোন কোন পরিণামদর্শী বিচক্ষণ রোমীয় স্বদেশের তাদৃশ অবস্থা অনুভূত করিয়া যাহাতে দোষ সমস্ত সংশোধিত হয়, এমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ টাইবিরিয়স্ গ্রাকস্ নামা এক ব্যক্তি তদর্থে সম্যক্ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম সিপিওর কন্যা কর্নিলিয়ার পুত্র। তিনি মাতৃ-সন্নিধানে বাল্যাবধি বিবিধ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন, এবং ১৩৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে ট্রিবিউন পদে উন্নত হইয়া অবিলম্বে যাহাতে লিসিনীয় ব্যবস্থা প্রচলিত হয় ও কোন ব্যক্তির সাধারণ ভূমি সম্পত্তিতে পাঁচ শত জুগুরার অধিক অধিকার না থাকে, এমত চেষ্টা করেন। তাহাতে বিষয়াপন্ন ব্যক্তিমাত্রেই টাই-বিরিয়সের পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মন্ত্রণা করিয়া অক্টেবিয়স্ নামা আর এক জন ট্রিবিউন্‌কে আপনাদিগের মতাবলম্বী করিল। অক্টেবিয়স্ টাই-বিরিয়সের প্রস্তাবিত বিধি প্রচলিত হওয়ানিষেধ করিল। টাইবিরিয়স্ সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বুঝাইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি সাধারণ সভাস্থলে অক্টেবিয়সের নামে নালিশ করিয়া তাহাকে পদচ্যুত

করাইলেন। রোমে ট্রিবিউন নিয়োগ হওয়া অবধি কখন এমত ব্যাপার ঘটে নাই। টাইবিরিয়সের শত্রু পক্ষীয়গণ এই সূত্র পাইয়া প্রচার করিয়া দিল যে, তিনি রোমের চির প্রচলিত শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া আপনি রাজা হইবার চেষ্টা পাইতেছেন। একান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত নির্বোধ জনসাধারণের মনে বৈরিবর্গের এই অশ্রদ্ধেয় অপবাদে প্রতীতি জন্মিল এবং তাহারা ক্রমে ক্রমে টাইবিরিয়সের পক্ষ পরিত্যাগ করিল। পরে শত্রুগণ একদা হঠাৎ মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া সভাস্থলে সহচর কতিপয় সমেত দেশহিতৈষী টাইবিরিয়সের প্রাণবধ করিল। ১২৩ পূঃ খৃঃ।

টাইবিরিয়সের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ সোদর কেইয়স্, ট্রিবিউন পদাভিষিক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সেনেট সভার সভ্যগণ নিতান্ত ধন লোলুপ হইয়া ধর্ম্মাধিকরণ ব্যাপারে অত্যন্ত গর্হিতাচরণ করিতেছেন। তাঁহারা বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যাহার স্থানে অধিক উৎকোচ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাকেই জয়ী করেন। অতএব তিনি এই এক ব্যবস্থা প্রচলিত করাইলেন যে, ধর্ম্মাধিকরণের ভার সেনেটের হস্তে সমর্পিত না হইয়া ইকাইট অর্থাৎ অশ্বারোহী দলের হস্তগত হইবে। কেইয়স্ আরও প্রস্তাব করিলেন যে, লাটিন প্রভৃতি অপরাপর ইটালীয় জাতিগণ রোমের নাগরিকদিগের ন্যায় সাধা-

রণ সভাতে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। এই কথার প্রস্তাব হইবামাত্র রোমের আঢ্যগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ড্রসস্ নামক অন্য এক জন ট্রিবিউন্‌কে আপনাদির পক্ষাবলম্বন করাইল। ঐ ট্রিবিউন্ সাতিশয় ধূর্ত্ততাপ্রকাশপূর্ব্বক প্রজা সাধারণের নিকট এমত সকল ব্যবস্থা প্রস্তাব করিতে লাগিল যে; তাহা প্রচলিত হইলে কেইয়সের প্রস্তাবিত আইনের অপেক্ষাও উহাদিগের আপাততঃ সমূহ উপকার দর্শে। ড্রসস্ এইরূপে স্বয়ং প্রজাপ্রিয় হইয়া উঠিল, এবং কেইয়সের মান সম্ভ্রম দিন দিন ন্যূন হইতে লাগিল। যখন কেইয়সের প্রতি লোকের অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়িল, তখন শত্রুরা এক দিন তাঁহার দলবলকে আক্রমণ করিয়া একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। ১২১ পূঃ খৃঃ। 'গ্রাকস' অভিধেয় সোদরদ্বয়ের এইরূপ বিনাশ হওয়াতে তাৎকালিক রোমীয়দিগের রীতি চরিত্র সংশোধিত হইতে পারিল না, আঢ্য রোমীয়গণ পূর্ব্বের ন্যায় উৎকোচগ্রাহী এবং পরপীড়ক থাকিয়া গেল।

এই সময়ে নুমিডিয়ার রাজা মাসিনিসার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই ঔরস এবং এক পোষ্য পুত্র থাকে। সেই পোষ্য-পুত্রের নাম 'জগর্থা'। এই ব্যক্তি তাৎকালিক রোমীয়দিগের দুষ্ট চরিত্র সমুদয় পরিজ্ঞাত হইয়া মনে মনে নিশ্চয় করিল যে, এতাদৃশ অধর্ম্মশীল মনুষ্যদিগকে বশীভূত করা নিতান্ত দুষ্কর হইবে না। এই

ভাবিয়া সে মাসিনিসার পুত্রদ্বয়কে নষ্ট করিয়া আপনি নুমি-
ডিয়ার রাজা হইল। রোমীয়দিগের সহিত মাসিনিসার
সখ্য ছিল। অতএব তাহারা সেই সখ্যের ভাণ করিয়া
জগর্থার বিরুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণ করিল ১১১ পূঃ খৃঃ। জগর্থা
তাৎকালিক রোমীয়দিগের স্বভাব জানিত। অতএব
সেনাপতিগণকে অর্থ প্রদান দ্বারা নিজ বশীভূত করিয়া
ফেলিল; কেবল নাম মাত্রে তাহার সহিত যুদ্ধ চলিতে
লাগিল। বাস্তবিক সে সচ্ছন্দে নিজ দুষ্কর্ম্মার্জ্জিত রাজ্য
ভোগ করিতে লাগিল, এবং বোধ হয়, যদি আর কোন
দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইত, তবে তাহার রাজ্যের প্রতি
কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। কিন্তু সে ঐ সময়ে মাসি-
নিসার পৌত্রকেও বিনষ্ট করিল। ইহাতে রোমের
প্রজা সাধারণ তাহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া
উঠিল, এবং মেটেলস্ নামা একজন ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিকে
সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ
করিল। মেটেলস্ সচ্চরিত্র, কিন্তু একান্ত আভিজাত্যা-
ভিমানী এবং গর্ব্বিতস্বভাব ছিলেন। একদা তাঁহার
সহকারী নীচ বংশোদ্ভব মেরাইয়স্ নামা কোন ব্যক্তি
স্বয়ং কন্সল্ পদের প্রার্থী হইয়া রোমে আগমন করিবার
নিমিত্ত তাঁহার স্থানে বিদায় যাচ্ঞা করিলে, মেটেলস্
তাঁহাকে অনেক কটু বাক্য বলেন। মেরাইয়স্ তাহাতে
অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বিনানুমতিতেই রোমে প্রত্যা-
গমন করিলেন, এবং সাধারণ লোকের অনুগ্রহে নিজ

কাঙ্ক্ষিত কন্সল পদে অভিষিক্ত হইয়া আপনি জগর্থার যুদ্ধে সেনাপতি হইয়া গমন করিলেন। মেরাইয়স্ এক জন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর ছিলেন। তিনি শাস্ত্র বিদ্যাকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া কেবল শস্ত্র বিদ্যারই গৌরব করিতেন। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যগণ ক্লেশসহিষ্ণু ও রণদক্ষ হইয়াছিল। অতএব জগর্থা তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া মরিটানিয়ার রাজা বকসের নিকট গিয়া শরণ লইল। এই সময়ে সলা নামে ভদ্রবংশীয় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কোন ব্যক্তি মেরাইয়সের সহযোগী ছিলেন। তাঁহার কৌশলে ভুলিয়া রাজা বকস শরণাপন্ন জগর্থাকে রোমীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। জগর্থা রোমে আনীত হইয়া এক কারাগৃহে নিরুদ্ধ হয়, এবং তথায় অশনাভাবে মহাক্লেশে প্রাণ পরিত্যাগ করে। ১০৬পূঃ খৃঃ।

নিউমিডিয়ার যুদ্ধ সমাপন হওয়াতে রোমীয়েরা সাতিশয় আনন্দযুক্ত হইল। কারণ এই সময়ে কিম্ব্রি ও টিউটন নামক দুই অসভ্য জাতীয় লোক আপনাদিগের স্ত্রী পুত্রাদি সমভিব্যাহারে ইউরোপের মধ্যে আহার ও নিবাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া পর্য্যটন করিতে ছিল। তাহারা যে দেশে প্রবেশ করিত, সেই দেশের নিবাসী সমস্ত লোককে খড়্গসাৎ করিয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইত। তাহাদিগের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের ন্যূন ছিল না। রোমীয়েরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু যেমন কোন সুবৃহৎ

কঠিন বস্তুর প্রতি সামান্য উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিলে সেই উপলখণ্ডই আপনি প্রতিহত বা চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, উক্ত অসভ্য জাতীয়দিগের সংঘাতে রোমীয় সৈন্যেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। সেই সমূহ বিপৎকালে রোমীয়েরা মেরাইয়সকে পুনর্ব্বার কন্সলের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে ঐ যুদ্ধের ভার অর্পণ করিল। মেরাইয়স ১০২ পূঃ খৃষ্টাব্দে গলদেশের অন্তর্গত এইসস্ নামক নগরের নিকট টিউটনদিগকে সমূলে সংহার করিলেন। এবং তৎপর বৎসরেই ইটালীর অন্তর্গত বার্সীল নামক নগরের নিকট কিম্বি গণকেও বিনষ্ট করিলেন।

এইরূপে রোম সাম্রাজ্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে মেরাইয়সের মনোমধ্যে সাতিশয় অহঙ্কারের উদয় হইল। তিনি রোমের আর কোন ব্যক্তিকে তৃণ তুল্যও জ্ঞান করিতেন না, আপনি দুঃস্থ প্রজাসমূহের অধিনায়ক হইয়া আঢ্য এবং আভিজাত্যাভিমানী সকল প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা সুতরাং তাঁহার প্রতিযোগী সলারপক্ষাবলম্বন করিয়া যাহাতে মেরাইয়সের গর্ব্ব চূর্ণ হয়, এমত যত্ন করিতে লাগিল। সলা পূর্ব্বাবধি বলিতেন জগর্থাকে আমিই ধৃত করিয়াছি—সেই যুদ্ধে মেরাইয়সের অপেক্ষা আমার পৌরুষ অধিক। রোম নগরী এইরূপে দুই প্রতিপক্ষ দলে বিভক্ত হইয়াছে, এমত সময়ে একটী ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার উপক্রম হইল।

এই সময়ে রোমসখ ইটালীর লোকেরা বলিতে লাগিল যে, আমরা রোমের সৈন্য হইয়া দূরদেশে যাই—আমাদিগের দ্বারাই রোমীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত এবং পরিরক্ষিত হয়—অথচ রোমীয়েরা আমাদিগের উপর অযথাকর্তৃত্ব করে—আমরা রাজকার্য্য বিষয়ে আমাদিগের অভিমত প্রকাশ করিতে পাই না—অতএব আমরা সকলে মিলিয়া রোম সাম্রাজ্যের প্রাধান্য লুপ্ত করিব, এবং উহার পরিবর্ত্তে ইটালিকা নামে একটী রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া সকলে এক মত হইয়া থাকিব। দক্ষিণ ইটালীর লোকেরাই এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধারম্ভ করে। যদি লাটিন অম্ব্রিয় এবং ইট্রূরীয়গণ এই সময়ে তাহাদিগের সহিত যোগ দিত, বোধ হয়, তাহা হইলে রোমের প্রাধান্য এই যুদ্ধেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। উহারা যোগ না দেওয়াতেই রোমের রক্ষা হইল। আর রোমীয়েরা কৌশল করিয়া সর্ব্বত্র এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিল যে, যাহারা আমাদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে নাই, আমরা তাহাদিগকেই আমাদিগের সমান অধিকার দিব। কিছু কাল পরে রোমীয়েরা ইহাও অঙ্গীকার করিল যে, যাহারা সর্ব্বাগ্রে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে, তাহাদিগকেও রাজকার্য্যে তুল্য অধিকার প্রদান করা যাইবে। এইরূপ ঘোষণা প্রচার করাতে পূর্ব্বোক্ত বিদ্রোহ ব্যাপার সমুদায় ইটালী দেশ ব্যাপক হইতে পারিল না; আর যাহারা বিদ্রোহে

প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারাও একে একে আসিয়া পুনর্ব্বার রোমের শরণাগত হইল। পরন্তু সায়াইট্ জাতীয়েরা সর্ব্বশেষ পর্য্যন্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। উহাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমত সময়ে পূর্ব্বদিকে রোমীয়দিগের আর এক প্রবল শত্রুর উদয় হইল। সেই শত্রু কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী পণ্টস্ দেশের রাজা মিথ্রিডেটিস্। ইহাঁর পিতা রোমীয়দিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমীয়েরা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ফ্রিজিয়া নামক একটী প্রদেশ আপনারা অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে মিথ্রি-ডেটিস্ মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ গুপ্তভাবে আপন বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। প্রথমে রোমীয়দিগকে কিছুই না বলিয়া নিজ সৈন্যসমুদায়কে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন, এবং যখন তাঁহার এমত বোধ হইল যে, রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন (৮৮ পূঃ খৃঃ) তিনি হঠাৎ তাহাদিগের অধিকার আক্রমণ করিয়া একেবারে সমুদায় আসিয়ামাইনর প্রদেশ আপন হস্তগত করিলেন। মিথ্রিডেটিসের সেনাপতি অর্কিলেয়স ঐ সময়ে গ্রীস দেশে প্রবেশ করিলেন। এথিনীয়গণ তাঁহাকে অতি সমাদর করিয়া গ্রহণ করিল এবং প্রায় সমুদয় গ্রীস দেশ অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইয়া পড়িল।

রোমীয়েরা সলাকে কন্সল পদাভিষিক্ত করিয়া এই ভয়ানক শত্রুর দমনার্থ প্রেরণ করে। তাহাতে মেরাইয়স্

একান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া আপন দল বল লইয়া হঠাৎ রোমে প্রবেশ করিলেন, এবং বিপক্ষবর্গের অনেক ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়া সলাকে পদচ্যুত করিলেন, এবং আপনি তাঁহার পদাভিষিক্ত হইলেন। এই সংবাদ সলার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিলেন—নিজ সৈন্যগণ দ্বারা মেরাইয়স্ পক্ষীয় লোকদিগকে দমন করিলেন—এবং পুনর্ব্বার কন্সল পদ প্রাপ্ত হইয়া মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। সলাকর্ত্তৃক মিথ্রডেটিসের সেনাপতি অর্কিলেয়স দুইবার সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত হয়েন, এবং মিথ্রিডেটিস্ স্বয়ং অন্য এক জন রোমীয় সেনাপতির নিকট পরাস্ত হইয়া পরিশেষে সন্ধিপ্রার্থনা করেন।

এখানে রোমনগরীতে সলার অবর্ত্তমানকালে মেরাইয়স্ এবং তৎসপক্ষ কন্সল সিন্না অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সামাইট জাতীয়েরা তাঁহাদিগের পৃষ্ঠপূরক হইয়াছিল, এবং প্রায় সমুদায় ইটালী তাঁহাদিগের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, অথবা তাঁহাদিগের অত্যাচারের ভয়ে কম্পিত হইতেছিল। সলা এমত সময়ে পুনর্ব্বার রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি এইবার এমত নৃশংস ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে,অল্পকালমধ্যেই মেরাইয়সের দল বল একবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল। এইরূপে শত্রুদমন হইলে ৮১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সলা এক বৎসর কালের নিমিত্ত ডিক্টেটর পদবী অর্থাৎ রোমের সর্ব্ব-

কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে মনে একান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মেরাইয়সের পক্ষীয় ব্যক্তি মাত্রকেই সংহার করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি আপনার শত্রুবর্গের নামের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে তাহার এক এক খণ্ড অনুলিপি সমস্ত রোমের স্থানে স্থানে সংস্থাপিত করিতেন। সলার এই আজ্ঞা হইয়াছিল যে, যাহাদিগের নাম ঐ তালিকায় প্রকাশিত থাকিবে, তাহাদিগকে যে কেহ পারে মারিয়া ফেলিলে তাহার নালিস গ্রাহ্য হইবে না, প্রত্যুত হত্যাকারিগণ তাঁহার স্থানে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। সলা আপন সৈন্যগণকে ইটালীর স্থানে স্থানে অনেক নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন। তাহাতে সর্ব্বত্রই তাঁহার মতাবলম্বীদিগের নিবাস হওয়াতে তাঁহার বল আরও দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি দশ সহস্র দাসকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আপন শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। আর রোমের শাসন প্রণালী পূর্ব্বে যেমন ছিল, সেইরূপ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ট্রিবিউনদিগের শক্তি খর্ব্ব করিলেন—ট্রিবিউটা সভার ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিবার যে ক্ষমতা হইয়াছিল, তাহা রহিত করিয়া দিলেন—ধর্ম্মাধিকরণের ভার ইকাইট্‌দলের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া সেনেট সভার সভ্যদিগকে প্রত্যর্পিত করিলেন—ফৌজদারী আইন সমুদয় সংশোধিত করিলেন—এবং পরে আপনার ডিক্টেটরী পদ স্বেচ্ছাতঃ পরিত্যাগ করিয়া

সকল লোককে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। এই সময়ে মিথ্রিডেটিসের সহিত রোমীয়দিগের পুনর্ব্বার বিবাদ ও যুদ্ধ হইল, কিন্তু এই যুদ্ধে মিথ্রিডেটিসেরই জয় হইয়াছিল বলিতে হইবে। কারণ ইতিপূর্ব্বে সলা তাঁহাকে কেবল পণ্টস দেশ মাত্র দিয়া তাঁহার অপর সমুদয় অধিকার রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই দ্বিতীয় যুদ্ধের পর যে সন্ধি হয়, তাহাতে কাপাডোসিয়া এবং আসিয়া মাইনরের মধ্য- প্রদেশের কিয়দংশ মিথ্রিডেটিসের রাজ্য সম্ভুক্ত হইয়াছিল।

সলার ভয়ে মেরাইয়সের পক্ষীয় অনেক ব্যক্তি কেহ বা সিসিলি, কেহবা স্পেন, কেহবা আফ্রিকা ইত্যাদি নানা দেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। উহারা ঐ সকল দেশে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হওয়াতে সলা তাহাদিগের বিরুদ্ধে আপন সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করেন। সলার সকল সেনাপতির মধ্যে পম্পী নামক এক ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, এবং প্রায় সকল যুদ্ধেই জয়লক্ষ্মীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। সলা তাঁহার অতিশয় গৌরব করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[পম্পী—জুলিয়স্ সীজর—সিসিরো—দলপতিত্রয়ের সাম্রাজ্য-শাসন—সজরের কীর্ত্তিকলাপ—পম্পীর ঈর্ষা—উভয়ের যুদ্ধ—সাজরের সর্ব্ব কর্তৃত্ব—তাঁহার অপমৃত্যু—ব্রুটস্ এবং কাসিয়স—আণ্টনি এবং অক্টেভিয়সের সর্ব্বকর্তৃত্ব—শেষোক্তের অগষ্টস্ নাম পরিগ্রহ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে যে পম্পীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহারই কীর্ত্তি কলাপ বর্ণিত হইবে। ইতঃপূর্ব্বাবধিই রোমীয়গণ আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীনতাপরায়ণ এবং পুরুষার্থসাধনতৎপর ছিল না। তাহাদিগের ইতিবৃত্ত ব্যক্তি বিশেষের জীবনচরিতে পর্য্যবসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতেই স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, রোমীয়েরা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া দিন দিন একাধিপতি রাজার শাসনাধীন হইবার উপযুক্ত হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে তাহাদিগের যে স্বাধীনতা ছিল, তাহা কেবল নাম মাত্র। পম্পী, সলার অনুমতিক্রমে সিসিলি দ্বীপে ও আফ্রিকাখণ্ডে গিয়া তত্রত্য মেরাইয়স্ পক্ষীয় লোক সকলকে পরাজয় করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে স্পেন দেশে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তথায় সর্টোরিয়স্ নামা মেরাইয়সের পক্ষীয় এক জন অতি বিচক্ষণ সেনাপতি একটী স্বতন্ত্র রাজ্যসংস্থাপন করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সর্টোরিয়সের যুদ্ধনৈপুণ্যের তুলনার স্থল মহান্ আলেকজণ্ডর এবং হানিবল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত যুদ্ধবীরগণের চরিত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পম্পী তাঁহার সহিত

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে ৭২ পূঃ খৃঃ এক জন দুরাত্মা সর্টোরিয়সের প্রাণবধ করিয়া স্বয়ং সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে, সে অনায়াসেই পম্পীর বশ্য হইয়া পড়িল।

পম্পী এইরূপে বিজয়লাভ করিয়া রোমে আসিতেছেন, এমত সময়ে ইটালীর উত্তরভাগে আর একটী প্রতিপক্ষ সৈন্য তাঁহার সম্মুখে পড়িল। তিনি তাঁহাদিগকে পরাভব করিলেন। তাহারা কে এবং কি প্রকারে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে হইলে রোমীয়দিগের এক প্রকার দুষ্ট ব্যবহারের উল্লেখ করিতে হয়। প্রাচীন জাতীয়দিগের মধ্যে গ্রীক ও রোমীয়েরা বিশেষ সভ্য বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু গ্রীকেরা রোমীয়দিগের অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ছিল। রোমীয়েরা অতিশয় নৃশংস ছিল, গ্রীকেরা সেরূপ নির্দ্দয় ছিল না। গ্রীকেরা কাব্যশাস্ত্র বিনোদনে অনেক কাল ক্ষেপণ করিত, রোমীয়েরা নিরন্তর বিবাদ বিগ্রহ লইয়াই থাকিত। গ্রীকদিগের প্রধান আমোদ নাট্য দর্শন করা, রোমীয়দিগের প্রধান আমোদ মল্লক্রীড়া দর্শন করা। কিন্তু সে মল্লক্রীড়া অতি ভয়ঙ্কর ছিল। তাহাতে অসংখ্য মল্লের প্রাণবধ হইত। কিন্তু আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি রোমীয় মাত্রেই তদ্দর্শনে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিত। এই নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি রোমে লোকের অনুরাগ লাভ করিয়া প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত

হইবার বাসনা করিত, তাহারা নানা দেশ হইতে অতীব বিক্রমশালী মল্লসমূহকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে মল্লক্রীড়ার কৌশল শিক্ষা করাইত, এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে অন্যোন্যের সহিত অথবা সিংহ, ব্যাঘ্র ভল্লূক প্রভৃতি বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করাইত। এইরূপে অসংখ্য মল্ল ইটালীর নানা স্থানে আনীত হইয়া সর্ব্বদা শিক্ষিত হইত। একদা স্পার্টাকস্ নামে এক জন মল্ল, রক্ষিগণের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া আর কতিপয় মল্লের সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিবার মানসে একত্র দলবদ্ধ হইল। রোমীয়দিগের দাসসংখ্যাও অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। তাহারাও অনেকে যাইয়া স্পার্টাকসের সহিত যোগ দিল। ফলতঃ দিন দিন উহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল, এবং অত্যল্পকাল মধ্যে উহারা রোমীয় কন্সলকে সসৈন্যে পরাভব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে ৭১ পূঃ খৃঃ সমবেত দাস সেনা ক্রাসস্ নামক একজন রোমীয় সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ইটালীর উত্তর ভাগে প্রস্থান করে, ও হঠাৎ স্পেন বিজেতা পম্পীর সম্মুখে পড়ে। পম্পী উহাদিগকে সংহার করিয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন।

জনসাধারণ পম্পীর প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়াছিল। অতএব সেই সময়ে ভূমধ্যসাগরে অতিশয় জলদস্যুর ভয় হওয়াতে তাহারা তৎক্ষণাৎ

পম্পীকে সেই সাগর ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত প্রদেশের শাসনাধিকার প্রদান করিয়া দস্যুদমনার্থ নিযুক্ত করিল। পম্পী তিন বৎসরের নিমিত্ত এই কর্ম্ম পাইলেন, ৬৭ পূঃ খৃঃ। কিন্তু তিনি তিন মাসের মধ্যেই দস্যুকুলকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া সমুদয় ভূমধ্যসাগর নিরুপদ্রব করিলেন। পম্পী যত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা এইটী মহৎ। ইহাতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বৃদ্ধি হইল, এবং তিনি মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থ আদিষ্ট হইলেন। পণ্টসরাজ ইতিপূর্ব্বে সর্টোরিয়সের সহিত একমত হইয়া রোমীয়দিগের প্রতিকূলে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে লকুলস নামা একজন সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি মিথ্রিডেটিসকে অবসন্নপ্রায় করিয়াছেন, এমত সময়ে পম্পী সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পম্পীর যুদ্ধে পণ্টসরাজ সর্ব্বতোভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়া বিষপান দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, ৬৩ পূঃ খৃঃ। পম্পী তাহার পর 'সিরিয়া' যুডিয়া প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করিয়া রোম সাম্রাজ্য সম্ভুক্ত করিলেন। রোমে পম্পীর গৌরবের ইয়ত্তা রহিল না। রোমীয় সেনাপতিগণের এই রীতি ছিল যে, তাঁহারা কোন সংগ্রামে বিজয়লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে বিজয়চিহ্ন প্রকাশ পূর্ব্বক মহাসমারোহ করিতেন। পম্পী নিজ বিজয়

সমারোহ যেমন ঘটা করিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কখন তেমন আড়ম্বর করেন নাই।

পম্পীর এই প্রধান্যের সময় আর এক ব্যক্তি রোমে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ গুণগ্রাম বিস্তার দ্বারা জনসাধারণের মাননীয় হইতেছিলেন। রোমে ইহাঁর তুল্য ক্ষমতাবন্, বুদ্ধিমান্, ও গুণবান্, দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি যেমন যুদ্ধবিদ্যায় সর্ব্বাগ্রগণ্য তেমনি সদ্‌বক্তা এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারও ছিলেন। ইহাঁর নাম জুলিয়স্ সীজর। মৃত মেরাইয়সের পক্ষীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সকলে ইহাঁকেই আপনাদিগের দলপতি স্বরূপ মান্য করিত। সলা যখন ঐ পক্ষীয় সকল লোকের প্রাণ সংহার করিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তখন সীজরকে বিনাশ করিবার মনন করিয়াছিলেন। কিন্তু বন্ধুবর্গের অনুরোধপরবশ হইয়া নিজ মানস সফল করিতে পারেন নাই। পম্পী ইহাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং এই দুই ব্যক্তিতে অতিশয় প্রণয় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সীজরের খ্যাতি তখনও অধিক হয় নাই। তখন রোমে সিসিরো পম্পীর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। সিসিরো যুদ্ধবিদ্যায় পারগ ছিলেন না। কিন্তু পৃথিবীতে যত সদ্বক্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ডিমস্থিনিস্ সর্ব্বপ্রধান এবং সিসিরো তদ্বিতীয়। ইহাঁর ন্যায় সুলেখকও কোন দেশে অধিক নাই। এক বৎসরের

নিমিত্ত কন্সল পদাভিষিক্ত হইয়া ইনি কাটালিন নামক একজন দুরাত্মার ষড়যন্ত্র সমুদায় অনুসন্ধান ও প্রকটন করিয়া রোম নগর রক্ষা করেন। তৎপ্রযুক্ত রোমীয়েরা এই মহাত্মাকে "স্বদেশের পিতা" এই গৌরব সূচক উপাধি প্রদান করে। বস্তুতঃ সিসিরো যে একজন পরম স্বদেশহিতৈষী, ধর্ম্মপরায়ণ, সাধুশীল ব্যক্তি ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সীজর প্রভৃতি কূট বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণবৃত্তি সম্যক্ বুঝিতেও পারিতেন না, আর যদিও কোন কোন স্থলে বুঝিতেন, তথাপি ভীরু স্বভাব প্রযুক্ত কদাপি উহাঁদের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাভিমতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতেও পারিতেন না। তিনি ভাল মানুষ, অতএব যে পক্ষে থাকিবেন, সেই পক্ষেই ধর্ম্ম আছে, লোকে ইহা বিবেচনা করিবে, এই ভাবিয়া দুরাকাঙ্ক্ষ দুষ্টগণ সকলেই তাঁহাকে স্বদলস্থ করিবার চেষ্টা করিত। সিসিরোও কখন এ পক্ষে কখন ও পক্ষে থাকিয়া আপন মতের চঞ্চলতা এবং ধূর্ত্তদিগের চাতুর্য্য সপ্রমাণ করিতেন; কিন্তু তিনি প্রায় কখনই সীজরের পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই।

যখন সীজরের সহিত পম্পীর প্রণয় হইল, তখন সিসিরোও উহাঁদিগের সহিত মিলিত হইলেন। আর রোমের তাৎকালিক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনবান ক্রাসস্ নামা ব্যক্তিও উহাঁদিগের সহিত এক পরামর্শী হইলেন।

অসীম ক্ষমতাবান সীজর, অতুল সৌভাগ্যশালী পম্পী এবং প্রভূত ধন সম্পত্তিশালী ক্রাসস্—এই তিন জনের একত্র সংযোগ হইলেই ইহাঁরা রোমের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। কারণ রোমনাগরিক মাত্রেই এই তিন জনের অন্যতম কোন ব্যক্তির দলসভুক্ত হইয়াছিল। ইহাঁরা রোমসাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া আপন আপন শাসনাধীন করিলেন। অভিমানশালী পম্পীর ভাগে স্পেন, আফ্রিকা, ইটালী প্রভৃতি সুশাসিত দেশ সমুদয় পড়িল—অর্থলোভী ক্রাসস্ সুসমৃদ্ধ আসিয়া মাইনর শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন—পরিণামদর্শী সীজর অতি ভীষণস্বভাব বন্যজাতি সমাকীর্ণ গলদেশ শাসন করিবার ভার লইলেন। পম্পী যুদ্ধাদি করিয়া ধনে মানে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব স্বয়ং রোম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইবার বাসনা করিলেন না, প্রতিনিধির দ্বারা শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আপনি রোমে নিশ্চিন্ত হইয়া বিষয় সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রাসস্ নিজ অধিকারে গমন করিয়া প্রজাপীড়ন করত অনেক অর্থ সঞ্চয় করিলেন, এবং একান্ত যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া পারস্য দেশনিবাসী পরাক্রান্ত পার্থীয় জাতির সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ যুদ্ধে তিনি সপুত্র নিহত হইলেন, এবং তাঁহার সৈন্যচয় বন্দীকৃত হইল, ৫৩পূঃখৃঃ। সীজর নিজ অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া (৫৮পূঃখৃঃ) প্রথমে হেল্‌বিসীয় নামক সুইজর্লণ্ড নিবাসী বন্য জাতিকে

পরাজয় করিলেন; তাহার পর জর্ম্মানদিগের রাজা আরিয়বিষ্টসকে পরাজয় করিলেন; তৎপরে বেলজিয়ম নিবাসী বেলজিয়গণকে বশীভূত করিলেন; এবং পরে ৫৪ পূঃ খৃঃ তিনি উপর্য্যুপরি দুই বার ইংলণ্ড দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রিটনদিগকে করকবলিত করিলেন। ইহার পর তদধিকৃত প্রদেশে অনেকানেক বিদ্রোহ হইল—জর্ম্মানেরা রাইন্-নদী পার হইয়া পুনঃ পুনঃ গলদেশ আক্রমণ করিতে আসিল—গলের প্রজাগণও রোমীয়দিগের অধীনতা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সীজর এমন সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁহার কোন অধিকার তাঁহার হস্তবহির্ভূত হইয়া যাইতে পারিল না। গল দেশীয় প্রজাগণ দুর্দ্দান্ত বন্য অশ্বের ন্যায় নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু পৃষ্ঠাধিরূঢ় সীজরকে আসনচ্যুত করিতে পারিল না। পরিশেষে তাহারা তাঁহার নিতান্ত বশীভূত ও একান্ত আজ্ঞাকারী ভৃত্যবৎ হইয়া পড়িল। সীজর শীত, বাত, বর্ষা, কিছুরই প্রতিবন্ধকতা না মানিয়া কখন বা অশ্বারোহণে সসৈন্য গমন করিতেছেন—কখন বা রোণ, সীন্, প্রভৃতি অতি প্রশস্ত তটিনী সকল সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছেন—পরন্তু তাদৃশ সময়েও আপন লেখকদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাজকীয় কর্ম্মসংক্রান্ত পাঁচ ছয় খানি পত্র একেবারে লেখাইতেছেন,এবং শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য সকল কর্ম্মের অবসানেই নিজ

আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ চিরস্মরণীয় করণের উপযোগী ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিতেছেন—বস্তুতঃ এতাদৃশ সীজরকে মনোমধ্যে ধ্যান করিলেও অলস ব্যক্তিদিগের আলস্য দূরীভূত হইয়া কার্য্যতৎপরতা জন্মিবার সম্ভাবনা।

রোমে সীজরের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহার অতুল্য গুণের অনুকীর্ত্তন করিতে লাগিল। সিসিরো বলিলেন, সীজরের সহিত তুলনা করিলে মেরাইয়সই বা কি ছিলেন?—আর কেহ কেহ মনে মনে বলিলেন, পম্পীই বা সীজরের কোথায় লাগেন? ফলতঃ সীজরের খরতর কীর্ত্তি-প্রভায় পম্পীর যশোরাশি আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। বস্তুতঃ কীর্ত্তিই হউক, আর ধর্ম্মই হউক, আর বিদ্যাই হউক, যে ব্যক্তি আপনার যথেষ্ট হইয়াছে, এমন জ্ঞান করিয়া অহঙ্কৃত এবং আত্মাভিমানী হয়, তাহার কীর্ত্তি ধর্ম্ম কি বিদ্যা কিছুই স্থায়ী হইতে পারে না—অতি শীঘ্রই সে ব্যক্তি প্রতিযোগিদিগের নিকট পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে। পম্পীর সেই দশা হইবার উপক্রম হইল। তাহাতে তিনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া সীজরের তেজোহ্রাস করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সীজরের কন্যা পম্পীর পত্নীর প্রাণবিয়োগ হওয়াতে উহাঁদিগের কুটুম্বতানিবন্ধন যে সৌহার্দ্দবন্ধন হইয়াছিল তাহাও ছিন্ন হইয়া যায়। তখন পম্পীর পক্ষীয় সকলে বলিতে লাগিল যে, সীজর বহুকাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে নিজ অধি-

কার পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। সীজর উত্তর করিলেন, আমি ইহাতে সম্মত আছি— কিন্তু পম্পীকেও নিজ অধিকার ও শাসন কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। সীজরের পক্ষে দুই জন ট্রিবিউনও এইরূপ বলিলেন। কিন্তু সেনেটরেরা পম্পীর মতাবলম্বী হইয়া তাহাদিগের কথা অগ্রাহ্য করিলেন, এবং এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি সীজর এত দিনের মধ্যে আপন সৈন্যগণকে বিদায় করিয়া রোমে প্রত্যাগমন না করেন, তবে তিনি সাধারণের শত্রু বলিয়া দণ্ডার্হ হইবেন। এই অনুজ্ঞা প্রচারিত হইবামাত্র পূর্ব্বোক্ত ট্রিবিউনদ্বয় রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া সীজরের নিকট গমন করিলেন। সীজরও আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সসৈন্য আপন প্রদেশ সীমা রুবিকন্ নদী উত্তীর্ণ হইলেন, এবং অতি ত্বরিত গমনে রোম নগরাভিমুখে চলিলেন। তিনি যে যে স্থান দিয়া গেলেন, সকল স্থানের লোকই তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগিল। পম্পী অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি যদি মৃত্তিকায় পদাঘাত করি, পৃথিবী স্বয়ং আমার নিমিত্ত সৈন্য প্রসব করিবে—কিন্তু পৃথিবী তাঁহার জন্য সেরূপ কিছুই করিল না। সুতরাং সীজরকে আগতপ্রায় দেখিয়া তিনি সেনেটের সভ্যগণ সমেত আপন দল বল লইয়া ইটালী পরিত্যাগ করিয়া ইপাইরস প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। সীজর ৪৯ পূঃখৃঃ রোমে উপস্থিত হইয়া একাধিপতি রাজার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

তিনি সাধারণ ধনাগার আপন হস্তগত করিলেন, নগরের কাহাকেও পীড়া দিলেন না, প্রত্যুত সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া পম্পীর স্পেন্ দেশস্থিত সৈন্যগণকে জয় করিতে চলিলেন। পম্পীর এই সেনাটী অত্যন্ত রণদক্ষ সৈনিক-গণে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সীজর তাহাদিগকে এমত কৌশল পূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা অনা-য়াসেই পরাজিত হইল। এবারে রোমের লোকেরা সীজরকে ডিক্টেটরের পদে অভিষিক্ত করিল, কিন্তু সীজর রোমে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ পদ পরিত্যাগ করিলেন, এবং কন্সলের কর্ম্মমাত্র গ্রহণ করিয়া পম্পীর সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পূর্ব্বদেশে সীজরের অপেক্ষাও পম্পীর নাম অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং পম্পী অনায়াসেই বিপুল সৈন্য এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিলেন। ৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে থেসালী দেশের অন্তর্গত ফার্সেলিয়া নগর সন্নিধানে দুই প্রতিপক্ষ দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পম্পী সম্পূর্ণরূপে পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া প্রথমে লেস্‌বস দ্বীপে এবং পরে তথা হইতে মিসরে প্রস্থান করিলেন। পাপাত্মা মিসর রাজ, সীজরকে প্রীত করিবার অভিপ্রায়ে শরণাগত পম্পীর শিরশ্ছেদন করিল। কিন্তু সীজর তাহাতে প্রীত হইলেন না প্রত্যুত পম্পীর তদ্রূপ নিধন বার্ত্তা শ্রবণে অকৃত্রিম শোকে আর্ত্ত হইলেন। এই সময়ে মিথ্রিডেটিসের

পুত্র কার্ণেসিস রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করেন। সীজর কালাতিপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এবং আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত জিলা নামক স্থানে একটী যুদ্ধে তাঁহার সকল বল বিনাশ করিলেন। এই যুদ্ধ এমত সহজে নিষ্পন্ন হইয়াছিল যে, সীজর রোমে আপন বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিবার নিমিত্ত তিনটী পদমাত্র লিখিয়াছিলেন, যথা আইলাম, দেখিলাম, জিতিলাম। পরে তিনি এক বার রোমে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে আফ্রিকায় গিয়া থাপ্সসের যুদ্ধে পম্পীর পক্ষীয় সকলকে পরাস্ত করিলেন ৪৫ পূঃ খৃঃ। ইতিমধ্যে পম্পীর পুত্রদ্বয় স্পেনে গিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল। সীজর তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া স্পেনে গমন করিলেন। ৪৫ পূঃ খৃঃ মণ্ডা নামক স্থানে দুই প্রতিপক্ষ সৈন্যের এমত তুমুল যুদ্ধ হয়, যে তাহাতে সীজর স্বয়ং ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহারই জয় হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর আর সীজরের প্রতিযোগী কেহই রহিল না। তিনি রোম সাম্রাজ্যের একমাত্র কর্ত্তা হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও তিনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাহ্যে প্রাচীন প্রথা সমুদায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাস্তবিক ঐকাধিপত্য শক্তি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্য শাসন অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। অতি উত্তম উত্তম রম্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া

রোম নগর সুশোভিত করিল, অনেকানেক রাজবর্ত্ম ও জল প্রণালী নির্ম্মিত হইল, বাণিজ্য ও কৃষি কার্য্যের উন্নতি হইতে লাগিল, এবং তাঁহার প্রতাপে সমুদায় সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব এবং উপশান্ত হইয়া থাকিল।

এই সময়ে কতিপয় ভ্রান্তমনা ব্যক্তি পুনর্ব্বার প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার বাসনায় সীজরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তন্মধ্যে ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্ নামা দুই ব্যক্তি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা জানিতেন না যে, রোমের স্বাধীনাবস্থার কাল গত হইয়া গিয়াছে। তখন পূর্ব্বরূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে স্বাধীনতার শব্দমাত্র রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ যে ধর্ম্মপরায়ণতা তাহা আর কোন ক্রমেই ফিরিয়া আসিতে পারে না। যাহা হউক, ইহাঁরা সীজরকে সেনেট গৃহ-মধ্যে হত্যা করিলেন ৪৫ পূঃ খৃঃ। সে সংবাদ শ্রবণে লোকসাধারন প্রথমে স্তব্ধ ও অতিশয় ভীত হইল, কিন্তু পরে যখন সীজরের অধীন আণ্টনী নামা এক জন সেনা-পতি তদীয় মৃতদেহ প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিলেন— মৃত মহাত্মার গুণ গ্রাম ও পরোপকারিতার নানাবিধ প্রমাণ দর্শাইলেন—তখন সকলেই হত্যাকারীদিগের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। সুতরাং ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্ রোম নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নানা বিবাদের পর সীজরের ভাগিনেয়ী পুত্র অক্টেবিয়স এবং তাঁহার সেনাপতি উক্ত আণ্টনী এবং গল দেশের

শাসনকর্ত্তা লেপিডস্ মিলিত হইয়া সমুদায় রোম সাম্রাজ্যের শাসন-কর্ত্তৃত্ব বিভাগ করিয়া হইলেন। লেপিডস্ স্পেনের, আণ্টনী গল প্রদেশের, আর অক্টেবিয়স্ ইটালী, সিসিলি ও আফ্রিকার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে সলা যেমন আপন শত্রুবর্গ-বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া বাহির করিতেন, ইহাঁরা তিনজনে মিলিয়া সেইরূপ তালিকা বাহির করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে রোমের অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বিনিষ্ট হইলেন। তন্মধ্যে সিসিরোও নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে আপ-নাদিগের সকল শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া আণ্টনী এবং অক্টেবিয়স্ সসৈন্যে গ্রীস দেশে যাত্রা করিলেন। তথায় ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্ আপনাদিগের সৈন্য লইয়া সংগ্রামার্থ উপ-স্থিতছিলেন। ৪২ পূঃখৃঃমাসিডনের অন্তর্গত ফিলিপি নামক স্থানে যুদ্ধহইল। তাহাতে ব্রুটস্ এবং কাসিয়স সম্পূর্ণ-রূপে পরাভূত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। আণ্টনী ইহার পর ভোগসুখে মত্ত হইয়া মিসরের রাজ্ঞী ক্লিও-পেট্রার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং রাজকার্য্য পর্য্যা-লোচনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তৎসহবাসে আ-মোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পম্পীর পুত্র সেক্সটস এমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, আণ্টনী ও অক্টেবিয়স উভয়ে একমত হইয়া তাঁহাকে সিসিলিদ্বীপের অধিকার প্রদান করিলেন। এই সময়ে

আণ্টনীও একবার রোমে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী ফ্লোরিয়ার মৃত্যু হওয়াতে তিনি অক্টেবিয়সের ভগিনী সুশীলা অক্টেবিয়াকে বিবাহ করেন। ইহার পর তিনি পুনর্ব্বার আপন অধিকারে গিয়া পার্থীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে যান, এবং তথায় পরাজিত হইয়া ক্লিওপেট্রার নিকট পলায়ন করিয়া আইসেন। এখানে অক্টেবিয়স্ ঐ অবকাশে আপন সুদক্ষ পোতাধ্যক্ষ আগ্রিপার সহায়তায় সেক্সটসকে পরাজয় করিলেন; এবং লেপিডস্‌কেও অধিকারচ্যুত করিয়া রোমে আনিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ইতিমধ্যে আণ্টনী আপন ধর্ম্মপত্নী সুশীলা অক্টেবিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা অক্টেবিয়সের অপমান করিলেন। অক্টেবিয়স্ এতাবৎকাল এই প্রকার সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আণ্টনীর বিরুদ্ধে সৈন্য যাত্রা করিলেন। ৩১ পূঃ খৃঃ আড্রিয়াটিক্ সমুদ্রে আক্টিয়ম্ নগর সন্নিধানে তাঁহাদিগের মধ্যে যে নৌ সংগ্রাম হইল, তাহাতে আণ্টনী সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া মিসরে প্রস্থান করিলেন। অক্টেবিয়সও অবিলম্বে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ক্লিওপেট্রা একবার তাঁহাকেও বশীভূত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়া ছিলেন। কিন্তু অব্যসনী সুচতুর অক্টেবিয়স্ তাঁহার চাতরে না পড়ায় ক্লিওপেট্রা একান্ত দুঃখিতা হইয়া অপমান ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন। আণ্টনীও স্বহস্তে নিজ প্রাণ

বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতএব রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে অক্টেবিয়সের প্রতিযোগী আর কেহই রহিল না। তিনি ৩০ পূঃ খৃষ্টাব্দে অগষ্টস্ নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমুদয় রোম সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় সম্রাট হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

[অগষ্টসের সাম্রাজ্য শাসন—তাৎকালিক ধর্ম্মপ্রণালী—খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার—রোমীয় অঙ্গনাদিগের দুষ্টাচার—টাইবিরিয়স্—কালিগুলা—ক্লডিয়স—নিরো।

মেরাইয়স্ এবং সলার সময় হইতে রোম সাম্রাজ্যে যে ভয়ঙ্কর অন্তর্ব্বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা এত দিনের পর নির্ব্বাপিত হইল। রোমীয় মাত্রেই ইহাতে সুখী হইল, এবং প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী পুনঃ সংস্থাপিত করণের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া যাহাতে নিরুদ্বেগে দিন যাপন করিতে পারে তদর্থে সচেষ্ট থাকিল। এ সময়ে অগষ্টস্ মনে করিলে ঊর্দ্ধতন রোমীয়দিগের একান্ত বিগর্হিত যে রাজোপাধি তাহাও গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। রাজোপাধি কি, তিনি ডিক্টেটরের উপাধি গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছু হইলেন। তিনি কেবল অগষ্টস্ অর্থাৎ পূজনীয় এবং ইম্পরেটর অর্থাৎ সেনা নায়ক এই দুইটী উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং কন্সল ট্রিবিউন প্রধান যাজক ও সেন্সরের কর্ম্ম আপন হস্তে লইলেন। অক্টে-

স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেখানে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে আর সে ভাষা নাই; শাসন প্রণালী যেরূপ ছিল, আর তাহা নাই; সকলই ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য ইহার পরবর্ত্তী সময়াবধি যে ইতিবৃত্ত লিখিত হয়, তাহা নব্য বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। কিন্তু ইতিবৃত্তের উত্তর খণ্ড যদিও পূর্ব্বখণ্ড হইতে অনেকানেক বিষয়ে ভিন্ন বটে, তথাপি পূর্ব্বখণ্ডের সহিত উহার বিলক্ষণ সংযোগ আছে। তাহার [illegible]রণ এই যে, যদি কোন অসভ্য জাতি কোন অপেক্ষা[illegible] সভ্যজাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের দেশে [illegible] করে, তবে তাহারা অবশ্যই সেই বিজিত সভ্য লো[illegible] রীতি নীতির অনুকরণ করিয়া থাকে। কোন স্থলেই এই ঐতিহাসিক নিয়মের অন্যথা ভাব হইতে পারে না। সুতরাং রোমসাম্রাজ্য অসভ্য জাতিদিগের অধিকৃত হইলেও উহার সভ্যতা তাহাদিগের গ্রাহ্য হইয়াছিল। ফলতঃ ইউরোপখণ্ড এক্ষণে যে অবস্থাপন্ন হইয়া আছে, পূর্ব্বে তদ্দেশে রোমীয় অধিকার প্রবল না থাকিলে, কখনই এরূপ হইতে পারিত না। ইউরোপের লোকেরা এক্ষণে অধিকাংশই এক ধর্ম্মাবলম্বী—তাহাদিগের [illegible]ভাষাও অনেকাংশে পরস্পর সদৃশ—তাহাদিগের পরিচ্ছদা[illegible]দিও অনেক মিল আছে—তাহাদিগের ব্যবস্থাপ্রণালী[illegible] [illegible]তান্ত বিসদৃশ নহে। সুতরাং ইউরোপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহু[illegible]জাতীয় লোকের নিবাসভূমি হইয়াও অনেকাংশে একই

রাজ্যের ন্যায় হইয়া আছে। পৃথিবীর অন্য কো
লোকের অদ্যাপিও এরূপ অবস্থা হয় নাই। এ খণ্ডে
খণ্ডে চীনীয়, আরব এবং হিন্দু, এই তিন জাতীয়
লোকের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার সাদৃশ্য সহজে
অনুভূত হয় না, কিন্তু ইউরোপে এমন কোন দুইটী
জাতি দৃষ্ট হয় না, যাহারা পরস্পর তাদৃশ ভিন্নস্বভাব।
অতএব যদি কোন সময়ে সমুদয় পৃথিবীর লোকে
একধর্ম্মাবলম্বী, একমতানুগামী, একভাষা ভাষী হইয়া
পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ পরিহারপূর্ব্বক সচ্ছন্দে নিব
করিবে এবং কেবল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির
চালনা দ্বারা মানবজন্মের সফলতা সাধন ক
পারিবে, এমন সম্ভব হয়, তবে রোমীয়েরা যে,
শান্তিময় সম্মিলনের কাল নিকটে আনয়ন করিবার
নিমিত্তই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এবং তাহার
একটী প্রধান সোপান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে তাহার
সন্দেহ নাই।

সমাপ্তঃ।

বিয়স্ এইরূপে রোমর প্রকৃত একাধিপতি হইয়াও নামে এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারী মাত্র হইয়া থাকিলেন। তিনি ইম্পরেটর, সুতরাং সকল সৈন্যই তাঁহার অধীন; তিনি সেন্‌সর, সুতরাং রোমীয়মাত্রের পদমর্য্যাদা নিরূপিত করিয়া দেওয়া তাঁহার হাত; তিনি ট্রিবিউন, সুতরাং তাঁহার শরীর পবিত্র এবং কমিটিয়া সভাতে লোক সকলকে আহ্বান করা তাঁহারই অধিকার; ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে অগষ্টসের সম্পূর্ণ অধিরাজ শক্তিই হইয়াছিল। তিনি একাদিক্রমে ৪৪ বৎসরকাল সমুদয় রোম সাম্রাজ্যের উপর এই শক্তি অব্যাহতরূপে ধারণ করেন। তাঁহার শাসনাধীনে সাম্রাজ্যের দূরস্থিত প্রদেশগুলিও পরস্পর দৃঢ়তররূপে সম্বদ্ধ হইল। পশ্চিম ভাগে লাটিন্ ও পূর্ব্বদিকে গ্রীক ভাষা প্রচলিত হইয়া বিদ্যাচর্চ্চার সম্যক্ উন্নতি হইল, রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন নগর অত্যুৎকৃষ্ট রাজবর্ত্ম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ এক-প্রকৃতিক এবং এক জাতীয় নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কেবল পল্লী-গ্রাম দেখিলেই বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নপ্রকৃতিক লোক দৃষ্ট হইত, নচেৎ রোম সাম্রাজ্যান্তর্গত অতি দূরবর্ত্তী নগর সকলও ক্রমশঃ পরস্পর সমভাব ধারণ করিতে লাগিল।

এইরূপ সমীকরণ ব্যাপার তাৎকালিক ধর্ম্ম-প্রণালী দ্বারা আরও সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই

সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রই বিবিধ দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। জুডিয়া ভিন্ন অপর কোন দেশেই জনসাধারণের মধ্যে একেশ্বর-বাদ চলিত ছিল না। সর্ব্বস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একেশ্বরবাদিগণ যেমন পরধর্ম্মদ্বেষ্টা হয়েন, বহু দেব দেবীর উপাসকেরা কখনই তেমন হয়েন না। সুতরাং রোমীয়দিগের অধীন বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা যে ক্রমে ক্রমে পরস্পর পূজাবিধির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া সকলে ঐকমত্যাবলম্বন করিতে থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রোমীয় সাম্রাজ্যের এই অবস্থায় জুডিয়া দেশের অন্তর্গত বেথ-লিহেম্ নামক একটী গ্রামে যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে, য়িহুদিগণের ব্রহ্মবাদ্ ও বিস্তৃত রোম সাম্রাজ্যের সম্যক্ ঔদার্য্য, উভয়ই মিলিত হইয়া আছে। যাঁহারা কোন দেশবিদেশের অথবা জাতি বিশেষের নিমিত্ত কোন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাঁহারা প্রায়ই তদ্দেশোচিত আচার ব্যবহার ও তদ্দেশস্থিত তীর্থাদির পক্ষপাতী হইয়া বিধি প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম, সমুদয় পৃথিবী এবং মানবকুলকেই লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইয়াছিল, বোধ হয়। বিশেষতঃ গ্রীকজা-তীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্মমতের প্রতি লোকের মনে অশ্রদ্ধা ভাব জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যানুশীলন সহকারে সেই ভাব ক্রমে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচরূপ হইয়াছিল।

তখন জনসাধারণ যদিও আপনাদিগের পিতৃপিতামহাদির ন্যায় দেব দেবীর উপাসনা করিত বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের মনে দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু কোন জাতিই কখন পুরুষানুক্রমে কপট বিশ্বাসে কাল হরণ করিতে পারে না— শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, অকৃত্রিম ভক্তিপরায়ণ হইবার নিমিত্ত সাধারণ ব্যক্তিব্যূহের মনে একান্ত ঔৎসুক্য হয়। রোম সাম্রাজ্যান্তর্গত লোকের মন যে সময়ে এই অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, সেই সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলেই উহা সাধারণ লোকদিগের পরিগৃহীত হইয়াছিল বটে কিন্তু একেবারেই সেরূপ হয় নাই। আর প্রধান প্রধান লোকেরা ইহা প্রথমে গ্রহণ করেন নাই। ইহাঁরা যে সহজে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না, তাহার হেতু দুই। প্রথমতঃ উন্নত পদস্থ লোক মাত্রেই হঠাৎ জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত বোধ করেন না। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের ধন সম্পত্তি থাকে, তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া রাজকীয় ধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিতে ভয় করেন। দ্বিতীয়তঃ রোমীয় শাসন-প্রণালী এবং রোমীয় ধর্ম্ম প্রণালী পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছিল। সুতরাং রোমের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইলে রাজ্যশাসনের রীতিও পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা; এই জন্য যাঁহাদিগের হস্তে

শাসনকর্তৃত্ব সমর্পিত ছিল, তাঁহারা যাহাতে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবল হইতে না পায়, বিবিধ বিধানে এমন যত্নই করিয়াছিলেন। কিন্তু যত্ন করিলে কি হইবে? মানুষের চেষ্টায় কখনও নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। রোমীয়দিগের মানসভূমি দার্শনিক পণ্ডিতগণের কুতর্কের প্রভাবে বহুকালাবধি অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের ন্যায় হইয়াছিল। সমুচিত সময়ে উহাতে ধর্ম্মবীজ উপ্ত হইয়া তাহা অঙ্কুরিত হইল, এবং সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সেই অঙ্কুর সতেজে উদ্গত হইতে লাগিল। কিন্তু অগষ্টসের সময়ে ইহার কিছুই হয় নাই।

বর্জিল হরেস্, প্রভৃতি মহাকবিগণ—লিবি, সালষ্ট প্রভৃতি ইতিহাসকারগন—আগ্রিপা এবং সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী মিসিনাস্ প্রভৃতি সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞগন—অগষ্টসের সভার রত্নস্বরূপ হইয়া তাঁহার শাসনকাল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। অগষ্টস্‌ও স্বয়ং সাতিশয় বিচক্ষণতা সহকারে রাজ্যপালন করিয়া পরে নিজ পত্নী লিবিয়ার পূর্ব্বস্বামীর ঔরস পুত্র টাইবিরিয়সকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ১৪ খৃঃ লোকান্তর গমন করিলেন! এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, তাদৃশ সৌভাগ্যশালী অগষ্টসকেও নিজ কলত্রাদির ভ্রষ্টাচার প্রযুক্ত সমূহ মানসিক ক্লেশে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। অর্থ সম্পত্তি, প্রভুতা ও বিবেক শক্তি থাকিলেই যে, মনুষ্য সুখভাগী হইতে পারে, এমত নহে। রোমীয়দিগের মধ্যে যদি পূর্ব্বের

ন্যায় স্বধর্ম্মপরায়ণতা এবং তেজস্বিতা থাকিত, তাহা হইলে তথাকার সদ্বংশজাত কুলাঙ্গনাগণ কখনই ভ্রষ্টাচার হইতে পারিত না। কিন্তু তাহা হইলে অগষ্টসও রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হইতে পারিতেন না। যে অধর্ম্মের প্রাবল্যে তিনি জন্মভূমির স্বাধীনতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাবেই লিবিয়া এবং জুলিয়া প্রভৃতি রাজবালাগণ সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

অগষ্টসের জীবিতাবস্থায় ও তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎ-কাল পর পর্য্যন্তও টাইবিরিয়স অতি সৎলোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার অসচ্চরিত্রের কোন চিহ্নই প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু সেজানস্ নামক কোন দুরাত্মা তাঁহার মন্ত্রী হইলে পর তিনি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কালিগুলা তাঁহার প্রাণবধ করিয়া রাজা হইল। টাইবিরিয়সের রাজ্যকালে যিশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। টাইবিরিয়স তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনেটরদিগের অনভিমত হওয়াতে খৃষ্ট, রোমীয়-দিগের দেবতা-শ্রেণী-সম্ভুক্ত হইতে পারেন নাই। টাই বিরিয়সের উত্তরাধিকারী কালিগুলা যে কি পর্য্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিল, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সে যেমন লম্পট তেমনি ঔদরিক তেমনি গর্ব্বিতস্বভাব, এবং

তেমনি নিষ্ঠুর ছিল। তাহার অভিমানুষ দৌরাত্ম্য-দর্শনে কোন কোন ইতিহাসবেত্তা অনুমান করিয়াছেন যে, কালিগুলা ক্ষিপ্ত ছিল। বস্তুতঃ ঐকাধিপত্যরূপ উচ্চ পদারূঢ় হইলে সুবোধ ব্যক্তিরও বুদ্ধি বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব কালিগুলার যে ধীশক্তির বিকার জন্মিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি! অগষ্টস ইটালীর লোক সকলকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ঐ দেশের নানা নগরে প্রিটোরিয়ান নামে একদল সেনা সংস্থাপিত করিয়া যান। ইহারা অন্যান্য সেনার দ্বিগুণ বেতন পাইত এবং অন্যান্য প্রকারেও অধিক সমাদৃত হইত। টাইবিরিয়স ইহাদিগকে রোমের নিকটে আনিয়া অবস্থিত করাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারাই কালিগুলার বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকে বিনাশ করিল, এবং তাহার পিতৃব্য ক্লডিয়সকে সিংহাসন প্রদান করিল। ক্লডিয়স নিতান্ত মন্দরূপে রাজ্য করেন নাই। তিনি স্বয়ং অতিশয় মূর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেনাপিতিগণ নানা দেশে রোমীয়দিগের শত্রুগণকে দমন করিয়া রাজ্যের বিস্তার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের অনেক প্রদেশ এই সময়ে বিজিত হয়।

কিন্তু যখন বাহিরে এইরূপ গৌরব বিস্তার হইতেছিল, তখন রোমে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। সে সময়ের ভ্রষ্টাচারের কথা বা কি বলা যাইবে? একটী

দৃষ্টান্ত দিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে। শেষোক্ত সম্রাটের পত্নী মিসালিনা সম্রাট বর্ত্তমানেই উপপতির সহিত আপনার বিবাহ নিবন্ধন করিলেন। রোমের সকল লোক সেই বিবাহ দর্শনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। রাজা রাণীর যে রীতি, রাজসভার সভ্য ও পারিষদগণ প্রথমেই তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। ক্রমে সর্ব্ব সাধারণের মধ্যেও সেই রীতি প্রচলিত হইয়া পড়ে। অতএব তৎকালে রোমের কুলাঙ্গনাগণের ব্যবহার চরিত্র যে কেমন ভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বোধ হয়, তেমন কদাচার আর কোথাও কখন হয় নাই। ক্লডিয়স্ রাজ্ঞীর প্রাণবধ করিয়া আপন ভ্রাতৃকন্যা আগ্রিপিনার পাণিগ্রহণ করিলেন। আগ্রিপিনার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত নিরো নামক এক পুত্র ছিল। সে তাহাকেই রাজ্য দিবার মানসে সম্রাটকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করিল। নিরো অব্যাঘাতে রাজা হইল ৫৪ খৃঃ।

এই ব্যক্তি সেনেকা নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতের শিষ্য ছিল। কিন্তু নিরো রাজা হইয়া দার্শনিকের ন্যায় কোন ব্যবহারই করে নাই। তবে যদি পাপ পুণ্যের ইতরবিশেষ না করাই দার্শনিকের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে নিরো সম্যক্ প্রকারেই সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছিল। সে নিজ মাতার প্রাণবধ করে, এবং পরে মাতৃশব দর্শনে তৎসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়। * গুরু

সেনেকাও তাহা কর্ত্তৃক হত হয়েন, এবং লুকান্ নামক প্রসিদ্ধ কবিও তাহার ক্রোধভাজন হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন। কথিত আছে, নিরো একদা রোম নগরে অগ্নিপ্রদান করিয়া তদ্দর্শনে ও তৎকালে নাগরিকদিগের কোলাহল এবং আর্ত্তস্বর শ্রবণে অতীব আনন্দিত হইয়া প্রাসাদোপরি বসিয়া বেহালা বাজাইয়াছিল, এবং পরে ঐ অগ্নি খৃষ্টানেরা দিয়াছে, এই কথা বলিয়া তাহাদিগের শত শত ব্যক্তিকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিয়াছিল। নিরো খৃষ্টানদিগের কাহাকেও হিংস্র জন্তুর মুখে নিক্ষেপ করিত, কাহাকেও জলন্ত হুতাশনে আহুতি দিত, কাহাকেও ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিত, আর কতকগুলির গাত্রে ছিদ্র করিয়া দিয়া সেই সকল ছিদ্রে জলন্ত বর্ত্তিকা স্থাপন করত রাত্রিকালে রাজ-পথে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিত। কথিত আছে, খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সুবিখ্যাত পীটর এবং পল উভয়েই নিরোর সময়ে বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া লৌকিকলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া সমুদায় সাম্রাজ্যের লোককে একান্ত উদ্বেজিত করিলে পর গাল্‌বা নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নিরোকে সংহার করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করিলেন। ৬৮ খৃঃ।

অগষ্টসের পর যে চারি ব্যক্তি রোমের সম্রাট হইয়া-ছিল, তাহাদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে কাহার

মনে না ভয়ের উদ্রেক হয়! আমাদিগের ন্যায় তাহারাও মনুষ্য ছিল—তাহাদিগের অন্তঃকরণে যে সকল পাপ পুণ্যের বীজ ছিল, আমাদিগের মনেও সেই সমুদয় পাপ পুণ্যের বীজ আছে। তাহারা যখন এমন দুরাচার হইল, তখন আমরাও যে, কখনই সেরূপ না হইতে পারি তাহার সম্ভাবনা কি? অতএব মনোমধ্যে যখন কোন কুপ্রবৃত্তির উদয় হইবে, তখনই তাহা দমন করা উচিত। যে হেতু প্রশ্রয় পাইলে সেই কুপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া আমাদিগকে ক্রমশঃ তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন করিতে পারে। পরন্তু ঐ সকল নারকীদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া কাহার মন হইতে আত্মশ্লাঘা দূরীভূত না হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

[গাল্‌বা—ওথো—বিটেলিয়স্—বেস্পেসিয়ান্—টাইটস্—ডোমিসিয়ান্।]

গাল্‌বা স্পেন্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রিটোরিয়ান্ সেনাগণ তাঁহাকে সাম্রাজ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলে সেনেট সভা তাহাতে সম্মত হইয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি লুসিটেনিয়ার শাসনকর্ত্তা ওথোকে সমভিব্যাহারে করিয়া সত্বর রোম

নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সিংহাসন আরোহণ করিলেন। কিন্তু প্রিটোরিয়ান সৈন্যগণ যে আশায় তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের সেই আশা সফল করেন নাই। তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে তাহারা সুব্যবস্থিত এবং সুশিক্ষিত হয়, গাল্‌বা নিরন্তর এইরূপ যত্নই করিতে লাগিলেন। তাহাতে উদ্ধতস্বভাব সৈন্যগণ তাঁহাকে সপুত্র নিহত করিয়া ওথোকে রাজ্যভার অর্পণ করিল। ওথো রাজা হইলে রাইন্ নদীর তীরসংস্থিত রোমীয় সেনারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল না। উহারা আপনাদিগের সেনাপতি বিটেলিয়স্‌কে সম্রাট পদবী প্রদান করিয়া রোম নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কিন্তু নিরন্তর সমরক্লেশ-সহিষ্ণু রাইন নদীর তীরবর্ত্তী সেন্যগণ নিতান্ত প্রশ্রয়-প্রাপ্ত সুখভোগী প্রিটোরিয়ান দলকে পরাভব করিল। বিটেলিয়স রাজা হইল। ইহার ন্যায় নীচ প্রকৃতিক, নিতান্ত অবজ্ঞাস্পদ কোন ব্যক্তি আর কখন রাজাসন অপবিত্র করে নাই। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা অনেকেই উহার বশম্বদ হইয়া থাকিতে অস্বীকার করিলেন। বিশেষতঃ জুডিয়ার শাসনকর্ত্তা বেস্পেসিয়ান আপন পুত্র টাইটসের প্রতি য়িহুদিদিগের সহিত যুদ্ধের ভারার্পণ করিয়া রোমের অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য প্রদেশ-শাসনকর্ত্তৃগণও বেস্পেসিয়ানের

সহকারিতা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার এক জন মুখ্য সেনাপতি বিটেলিয়সের সেনাসমূহকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভব প্রদান করিলেন। ৬৯ খৃঃ অব্দে বেস্পেসিয়ান রাজা হইলেন এবং অতি উত্তমরূপে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। তিনি সাতিশয় গুণপক্ষপাতী ছিলেন। গুনবান্ ব্যক্তিমাত্রকেই তিনি সমাদর করিয়া সেনেটের পদাভিষিক্ত করিতেন; তাঁহারা প্রকৃত রোমীয় হউন বা না হউন, তাহা বিচার করিতেন না। পূর্ব্বে দুষ্ট রাজারা চর রাখিয়া লোকের রহস্যানুসন্ধান করত প্রজাগণকে বিবিধ প্রকারে পীড়া দিতেন। বেস্পেসিয়ান একেবারে সকল চরকেই রাজকার্য্য হইতে দূরীভূত করিলেন। খৃষ্টান এবং ভাক্ত দার্শনিক পণ্ডিত উভয় প্রকার লোকের প্রতিই তাঁহার দৃঢ়তর বিদ্বেষ ছিল। তাঁহার সময়ে টাসিটস নামা সুবিখ্যাত ইতিহাসলেখক প্রাদুর্ভূত হয়েন। টাসিটসের পূর্ব্বগত পুরাবিদগণ কেবল সুপ্রণালীক্রমে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণিত করাকেই ইতিহাস রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া নিশ্চয় করিতেন। টাসিটসের গ্রন্থে পুরাবৃত্ত যে রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্রের মূলস্বরূপ তাহা সর্ব্বপ্রথমে সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়। বেস্পেসিয়ানের সেনাপতি আগ্রিকোলা ইংলণ্ডের উত্তর ভাগ এবং স্কটলণ্ডের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জয় করিয়া বৃটন দ্বীপে রোমীয় অধিকার বদ্ধমূল করিয়াছিলেন। এবং সম্রাটের পুত্র টাইটস কর্ত্তৃক ৭০ খৃঃ অব্দে জুডিয়ার

রাজধানী প্রসিদ্ধ যিরূশালেম নগর বিজিত হইয়া প্রধ্বস্ত হয় ও তন্নিবাসিবর্গ বন্দীকৃত হইয়া সাম্রাজ্যের নানা স্থানে দাসরূপে বিক্রীত হয়।

বেস্পেসিয়ানের মৃত্যুর পর টাইটস সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন [৭৯ খৃঃ]। ইনি রাজা হইয়া জনগণের হিত চিন্তাতেই কাল হরণ করিয়াছিলেন। যে দিন কোন বিশেষ পরোপকার কার্য্য করা না হইত, ইনি সেই দিন ব্যর্থ গিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিতেন। ইহাঁর সময়ে অর্থাৎ ৭৯ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়স পর্ব্বতের যে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহাতে হর্কুলেনিয়ম ও পম্পীয়াই নামক দুইটী গিরি সন্নিহিত নগর ধাতুনিঃস্রবে এবং ভস্মরাশিতে প্রোথিত হয়। অধুনা সেই ভস্মরাশি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অপসারিত হওয়াতে উক্ত নগরের কোন কোন ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে রোমীয়দিগের গৃহোপকরণ নানাবিধ সামগ্রী কিরূপ ছিল, তাহারা কিরূপ পরিচ্ছদাদি ধারণ করিত, কোন্ কোন্ শিল্পকর্ম্মে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল, ইত্যাদি অনেকানেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বিসুবিয়স পর্ব্বতের এই অগ্ন্যুৎপাতে মহামহোপাধ্যায় প্লিনি লোকান্তর গমন করেন। টাইটসের সময়ে রোম নগরও অগ্নিদাহে দগ্ধ হয়।

৮১ খৃঃঅব্দে টাইটসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ডোমিসিয়ান, রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডোমিসিয়ান, কালি

গুলা ও নিরো প্রভৃতির ন্যায় দুশ্চরিত্র এবং নৃসংশস্বভাব ছিলেন। ইনি সকল লোককেই পরিপীড়িত করিয়া পরিশেষে আপন পত্নী ডোমিসিয়া কর্তৃক নিহত হয়েন ৯৬ খৃঃ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডোমিসিয়ানের বিলক্ষণ লেখা পড়া বোধ ছিল। তিনি স্বয়ং কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, লেখা পড়া জানা থাকিলেই যে, লোকে সচ্চরিত্র হইতে পারে এমত নহে। যে বিদ্যা শিক্ষায় ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানের স্ফূর্তি না হয়, তাহা দ্বারাও কাব্যরচনার শক্তি জন্মিতে পারে। ডোমিসিয়ানের লেখা পড়ায় বোধ থাকায় এইমাত্র ফল হইয়াছিল যে, তিনি আপনাকে কালিগুলার ন্যায় কোন প্রাচীন দেবতাবিশেষের অবতার বলিয়া প্রচারিত করেন নাই; স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপে পূজিত হইবেন, ইহাই আদেশ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা জুলিয়স সীজর হইতে আরম্ভ করিয়া ডোমিসিয়ান পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ জন সম্রাটের বিবরণ লিখিত হইল, ইহাঁরা রোমীয় পুরাবৃত্তে দ্বাদশ সীজর নামে বিখ্যাত। তন্মধ্যে প্রথম দুই জনও বেস্পেসিয়ান এবং টাইটস সর্ব্বশুদ্ধ চারিজন ব্যতিরেকে অপর সকলেই অতি পাপাত্মা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণছিলেন। ইহাঁরা না করিয়াছেন এমত দুষ্কর্ম্মই নাই। দুষ্টলোক, নিরঙ্কুশ একাধিপত্যশক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে কতদূর পর্য্যন্ত অনিষ্টকারী হইতে পারে, ইহাঁরা তাহার স্পষ্ট প্রকাশ

করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে যে কয়েকটী সম্রাটের বিবরণ লিখিত হইবে, তাঁহারা সাধুশীল বলিয়া পুরাবৃত্তে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আবার ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সাধুশীল ব্যক্তিরা একাধিপত্যশক্তি প্রাপ্ত হইলে পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারেন।

ডোমিসিয়ানের মৃত্যুর পর নর্ব্বা নামক এক জন সুধার্ম্মিক সেনেটর সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ইনি প্রজার হিতচেষ্টায় যথাসাধ্য যত্ন করিয়া পরিশেষে বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত পরিশ্রমে অক্ষম হওয়াতে ট্রেজান নামক একজন স্পেন দেশীয় সুসাধু সক্ষম ব্যক্তিকে আপনার সহকারিতায় নিযুক্ত করেন। ৯৮ খৃঃ অব্দে নর্ব্বা পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তখন ট্রেজান রোম সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া এমত বিচক্ষণতা সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে, সকলেই একমত হইয়া তাঁহাকে 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট' এই মহিমসূচক উপাধি প্রদান করিল। ট্রেজান, বিদ্বান লোকের সমধিক গৌরব করিতেন। ইতিহাস-রচয়িতা টাসিটস, মহামহোপাধ্যায় প্লিনি ও জীবন চরিতরচয়িতা প্লুটার্ক, ট্রেজানের মিত্র ছিলেন। ট্রেজান বালক-বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থে অনেকানেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন, বহুল বিজয়স্তম্ভ এবং বিজয়তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া রোম নগর সুশোভিত করেন, এবং বিবিধ

পুস্তকাগার সংস্থাপিত করিয়া লোকের বিদ্যোন্নতির সদুপায় করিয়া দেন। ডোমিসিয়ান্, ডেনিউব নদীর উত্তরপারবর্ত্তী ডেসীয় জাতির নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বর্ষে বর্ষে কর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ট্রেজান্ তাদৃশ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সসৈন্য ঐ অসভ্যজাতির বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং ডেনিউব নদীর উপর একটী প্রস্তরময় সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ডেসীয়দিগকে সম্যক্‌রূপেই পরাভব প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর পূর্ব্বদিকে পার্থীয় জাতীয়েরা উপদ্রব করাতে ট্রেজান্ তাহাদিগের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে টাইগ্রিস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ রোমীয়দিগের অধিকৃত হইল। ট্রেজানের পত্নী প্লাটিনা এবং ভগিনী মার্সিয়ানার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুগামিনী হইয়া রোমের কামিনীরাও পুনর্ব্বার সৎপথাবলম্বিনী হইতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে স্বদেশের উপকার সাধন করিয়া মহাত্মা ট্রেজান দেহত্যাগ করেন ১১৭ খৃঃ।

তাঁহার পোষ্যপুত্র হেড্রিয়ান্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়া রোমে আগমন করিলেন। জুলিয়স্ সীজরে এবং অগষ্টসে যেরূপ চরিত্রের ভেদ ছিল, ট্রেজানে এবং হেড্রিয়ানেও সেইরূপ ভেদ লক্ষিত হয়। ট্রেজান্ যুদ্ধবীর ছিলেন—তিনি রাজ্য বিস্তৃত

করিয়া যান। হেড্রিয়ান যুদ্ধাদি করা বড় ভাল বাসিতেন না; তিনি ট্রেজানের বিজিত কোন কোন দেশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগকে দৃঢ়ীভূত করিবার যত্ন করেন। ইনি সাম্রাজ্যের সকল দেশেই পাদচারে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন, এবং যেখানে গমন করিতেন সেইখানেই যাহাতে জনসাধারণের বিশিষ্ট উপকার দর্শে এমত কীর্ত্তিচয় সংস্থাপিত করিতেন। হেড্রিয়ান বৃটন দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে উত্তরাঞ্চল নিবাসী স্কটদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ যে সুবিস্তৃত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া যান, স্কটলণ্ডের মধ্যভাগে স্থানে স্থানে অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার সময়ে দুর্বৃত্ত য়িহুদিরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতে হেড্রিয়ান উহাদিগের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করেন, এবং য়িহুদি জাতিকে একেবারে বিবাসিত করিয়া আপনার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিকীর্ণ করিয়া দেন। সেই অবধি য়িহুদিগণ স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়াও আপন জাতীয়ধর্ম্ম এবং আচার রক্ষা করতঃ, কবে ঈশ্বরের অবতার ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং তাহাদিগকে পুনর্ব্বার স্বদেশে লইয়া গিয়া সংস্থাপিত করিবেন, পুরুষানুক্রমে ইহাই প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে।

হেড্রিয়ানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্যপুত্র আণ্টোনাইনস্ রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন ১৩৮ খৃঃ। তিনি হেড্রিয়ানের প্রতি সমধিক স্নেহবান ছিলেন বলিয়া

লোকে তাঁহাকে 'পাইয়স' অর্থাৎ পিতৃভক্ত এই উপাধি প্রদান করে। পাইয়স প্রজা সকলকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিয়াছিলেন, এবং বিশিষ্ট যত্ন করিয়া সাম্রাজ্য-মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। রোমে জেনস্ দেবের যে মন্দির ছিল, তাঁহার দ্বার যুদ্ধকালে উন্মুক্ত এবং শান্তির সময়ে রুদ্ধ থাকিত। রোমের প্রারম্ভাবধি সেই মন্দিরদ্বার এক বার নুমার সময়ে, দ্বিতীয় বার অগস্টসের সময়ে আর তৃতীয় বার এই পাইয়সের সময়ে রুদ্ধ হইয়াছিল।

১৬১ খৃঃঅব্দে পাইয়সের মৃত্যু হইলে পর, তাঁহার পোষ্য পুত্র মার্কস্-অরিলিয়স্ আণ্টোনাইনস্ রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। "প্রাচীন কালে ধর্ম্মের আধিক্য ছিল কি এক্ষণে ধর্ম্মের আধিক্য হইয়াছে ?" এই তর্কের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বকাল যদিও আণ্টোনাইনস্ ও আরও দুই এক ব্যক্তি সাধুশীলতার একশেষ করিয়া গিয়াছেন বটে, আর যদিও তাদৃশ ব্যক্তি কেহ ইদানীন্তন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তথাপি ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে যেমন বিদ্যার চর্চ্চা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছে, তেমনি সাধারণতঃ ধর্ম্মকার্য্যেরও আধিক্য হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তার এই সিদ্ধান্ত পাঠ করিলেই আণ্টোনাইনস যে কিরূপ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে অনু-

ভূত হইবে। তিনি বিশাল রোম সাম্রাজ্যকে নিজ গৃহ-স্বরূপ মনে করিতেন—তত্রত্য যাবতীয় মনুজগণকে তাঁহার নিজ পরিবার স্বরূপ স্নেহপাত্র মনে করিতেন। সকল ব্যক্তিরই দুঃখে তিনি সমদুঃখিতা অনুভব করিতেন। বস্তুতঃ যদি সর্ব্বত্র তাঁহার ন্যায় ভূপালগণ একাধিপত্য শক্তি প্রাপ্ত হয়েন, তবে অন্য কোন শাসনপ্রণালীই তাঁহাদিগের শাসনের অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় হইতে পারে না। আণ্টোনাইনস্ স্বয়ং একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ‘স্বচিন্তা’ ইত্যভিধেয় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপাঠে তাঁহার প্রতি সকলেরই অন্তঃকরণে অতি প্রগাঢ় ভক্তি রসের আবির্ভাব হয়। আণ্টোনাইনস্ ষ্টোইক্ মতাবলম্বী ছিলেন। ষ্টোইক্দিগের মত গ্রীক পণ্ডিত জিনো কর্ত্তৃক প্রণীত। জিনোর মতে পাপ, পুণ্য সুখ, দুঃখ ইত্যাদির কোন প্রকৃত বিভিন্নতা নাই। দুঃখ হইলে কাতরতা প্রকাশ করাই পাপ, সুখ হইলে আনন্দিত হওয়াই অধর্ম্ম। সকল অবস্থাতেই নির্ব্বিকারচিত্ত থাকা ধর্ম্মের এক মাত্র লক্ষণ। সুখের চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য, দুঃখ নিবারণের যত্ন করাও অনুচিত। ঈশ্বর যাহা করিতেছেন, সকলই আমাদিগের ভালর নিমিত্ত, এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া ক্রমশঃ শান্তিলাভের চেষ্টা করাই জ্ঞানীর কর্ম্ম। আণ্টোনাইনস্ এই ষ্টোইক মত পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে সমুদায় ইন্দ্রিয়সুখে

বঞ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার প্রতি পরুষ ব্যবহার করিয়াও অন্যান্য সকলের প্রতি তিনি নিজ নৈসর্গিক কোমলতা প্রদর্শনের ত্রুটি করেন নাই। বস্তুতঃ আণ্টোনাইনসের চরিত্র পাঠে এই একটী শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, অতি মন্দ সময়েও, দেশের অবস্থা অতি অপকৃষ্ট হইলেও, লোকের আচার ব্যবহার অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়া গেলেও, আর একাধিপত্যরূপ অতি দোষাবহ উন্নত পদাভিষিক্ত হইলেও, সাধু ব্যক্তিগণ স্ব স্ব চেষ্টায় ধর্ম্মশীল, সদাচার, শান্তশীল এবং পরহিতৈষী হইতে পারেন। পাইয়সের সময়ে বহুকাল যুদ্ধবিরাম থাকাতে রোমীয় সৈন্যগণ হীনশিক্ষা এবং হীনসাহস হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং রোমের শত্রুগণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া একেবারে সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিক আক্রমণ করে। কিন্তু অণ্টোনাইনস জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন বলিয়া যে, বিষয় কর্ম্মে অনিপুণ ছিলেন, এমত নহে। তিনি নিজ সৈন্যগণকে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন—যুদ্ধ করিয়া সকল শত্রু পরাজয় করিলেন—বিদ্রোহীদিগকে দমন করিলেন—এবং সমুদায় সাম্রাজ্যকে উপশান্ত করিয়া ১৮০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

[কমোডস্—পার্টিনাক্স—জুলিয়স্—সেপ্টিমস্ সিবিরস্—কারাকাল্লা—মেক্রাইনস—ইলাগাবালস্—আলেক্জাণ্ডর সিবিরস্—ম্যাকসিমিন—ম্যাক্সাইমস্, বালবাইনস্, গর্ডিয়ান—ফিলিপ—ডিনিয়স্—গালস—এমেলিয়ানস্—ভালেরিয়ান—গালিএনস্—ত্রিংশদ্ রাচারের অধিকার—ক্লডিয়স্—অরেলিয়ান্—জনোবিয়া—টাসিটস্—ফ্লোরিয়ান্—প্রোবস্—কেরস্—নুমিরিয়ানস্—কোরিনস্—ডাইওক্লিসিয়ান।]

যেমন প্রাণি-দেহেরউৎপত্তি, বৃদ্ধি, সাম্যাবস্থা, হ্রাস এবং বিনাশ হয়, তেমনি এক এক জাতি এবং জনপদেরও যেন ক্রমশঃ সেই সকল অবস্থা হইয়া থাকে। রোমীয়দিগের বৃদ্ধিকাল সীজরের সময় পর্য্যন্ত—সাম্যাবস্থা অগষ্টস্ হইতে আণ্টোনাইনসের কাল পর্য্যন্ত—ইহার পর হ্রাসের সময় উপস্থিত হইল। হ্রাসের দশা অতি দুঃখের দশা। তৎকালের ইতিবৃত্ত পাঠে কোন ক্রমেই মনে সুখোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। আণ্টোনাইনসের অযোগ্য সন্তান কমোডস্ পিতৃ-সিংহাসনারোহণ করিয়া রাজকার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। রোমে মল্লক্রীড়ার অত্যন্ত সমাদর ছিল। সম্রাট্ সর্ব্বজনসমক্ষে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরাক্রান্ত মল্লগণের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতেন; এবং কখন কখন্ হিংস্র জন্তুদিগকে স্বহস্তে বধ করিতেন, কিন্তু সাম্রাজ্যের কোন শত্রু উপস্থিত হইলে, যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। একদা তিনি কতকগুলি লোকের প্রাণবধ

করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের নামসম্বলিত একখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার উপ-পত্নীরও নাম ছিল। সে তদ্দৃষ্টে ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অনুচরবর্গের দ্বারা সম্রাটের প্রাণবধ করিল। ১৯২ খৃঃ।

কমোডসের মৃত্যু হওয়াতে নাগরিক সকলেই তুষ্ট হইল এবং পর্টিনাক্স নামক একজন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিল। পর্টিনাক্স রাজপদ গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না। বন্ধুবর্গের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে সেই পদ গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু প্রিটো-রিয়ান সেনাগণ অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাকে নষ্ট করিয়া এইরূপ ঘোষণা করিল যে, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে অধিক ধন দিয়া তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহারা সেই ব্যক্তিকেই সাম্রাজ্য প্রদান করিবে। জুলিয়ানস্ নামক অতি নীচ প্রকৃতিক কিন্তু বিপুল বিভবশালী এক ব্যক্তি অর্থপ্রদানদ্বারা তাহাদিগের স্থানে সাম্রাজ্য ক্রয় করিল। কিন্তু রোমের নাগরিকেরা তাহাতে সম্মত হইল না। এবং সিরিয়ার সৈন্যগণ আপনাদিগের নায়ক নাইজরকে, আর ইলিরিয়ার সেনাসমূহ সেপ্টিমস্ সিবিরস্ নামক এক ব্যক্তিকে সম্রাট বলিয়া প্রচারিত করিল। সেপ্টিমস্ সিবিরস শীঘ্র ইটালি আক্রমণ করিয়া জুলিয়ানসকে নষ্ট করিলেন এবং প্রিটোরিয়ান সেনাগণের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া নাইজরের বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। নাইজরের সহিত তাঁহার তিনটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শেষে সিবিরস

জয়ী হইলেন। ১৯৩খৃঃ। তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিয়া শাসনের রীতি পরিবর্ত্তিত করিলেন এবং পেপিনিয়ান্ ও অল্পিয়ান নামক দুই জন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের সহায়তায় ব্যবস্থা-প্রণালীও সংশোধিত করিলেন। সেনেটরদিগের যে যৎকিঞ্চিৎ রাজশক্তি ছিল, তিনি আর তাহাও রাখিলেন না। তিনি বৃটন দ্বীপে গিয়া কালিডোনীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করেন, এবং প্রত্যা- গমনকালে ইংলণ্ডের ইয়র্ক নগরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ২১১ খৃঃ।

সিবিরসের কারাকাল্লা এবং গীটা নামে দুই পুত্র ছিল। কারাকাল্লা মাতৃক্রোড়ে ভ্রাতার বধ করিয়া স্বয়ং সমুদয় সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। ইনি অতি দুরাত্মা ছিলেন, কেবল আপনার সুখের দিকেই দৃষ্টি করিতেন, প্রজাবর্গের দশা যে কি হইতেছে, তাহা স্বপ্নেও একবার ভাবিতেন না। কিন্তু ইহাঁর একটী কীর্ত্তি অদ্যাপি সকলের স্মরণীয় হইয়া আছে। ইনি সাম্রাজ্যের প্রজামাত্রকেই প্রকৃত রোমীয়দিগের তুল্য অধিকার প্রদান করিয়া যান। ২১৫খৃঃ। তখন সেই অধি- কার লাভে বাস্তবিক কাহার কোন উপকার দর্শিত না বটে, কিন্তু তথাপি এক রাজ্যের প্রজার মধ্যে কেহ জাতি গুণে মান্য, আর কেহবা জাতিদোষে ঘৃণার্হ হয়, ইহা একটী অনুচিত বৈষম্যের লক্ষণ। কারাকাল্লার এই কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া ইহাই প্রতীত হয় যে, কোন সাম্রাজ্যের দুরু-

স্থিতবিজিত প্রদেশ অথবা উপনিবেশবাসী প্রজাগণ,একাধিপতি রাজার যত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারে, রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী বলবৎ থাকিলে তাহারা কখনই তেমন অনুগৃহীত হয় না। একাধিপতি রাজারা নিকটবর্ত্তী প্রজার উৎপীড়ন করেন, দূরের প্রজাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের ভয়ও থাকে না—সুতরাং তাহাদের অপকারও করেন না। কিন্তু যে রাজধানীতে প্রজা প্রবল, সেখানে শাসনকর্ত্তৃগণ দূরস্থিত প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়া রাজধানীর প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কারাকালা আপন সৈন্যগণকর্ত্তৃক নিহত হয়েন। ২১৭খৃঃ। তাঁহার উত্তরাধিকারী মেক্রাইনস্ মরিটেনিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীচ লোকের সম্মান বৃদ্ধি করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিল। সৈন্যগণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ইলাগাবালস্ নামক এক ব্যক্তিকে রাজ্যভার অর্পণ করিল। ইলাগাবালস্ যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অকর্ম্মণ্য এবং তেমনি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ছিল। তাহার কীর্ত্তির মধ্যে আপন মাতামহী প্রভৃতি কতিপয় বৃদ্ধাকে মিলিত করিয়া একটী স্ত্রী-সেনেট সংস্থাপন করা। সৈন্যরা ইলাগাবালসের প্রাণবধ করিয়া আলেক্জাণ্ডর সিবিরস্‌কে সাম্রাজ্য সমর্পণ করে। এই সময়ে অর্থাৎ ২২৬খৃষ্টাব্দে, আর্ডিসির নামক একজন পারসীক স্বজাতীয়দিগকে উৎসাহিত

করিয়া পার্থীয় রাজাদিগের রাজ্য নষ্ট করেন, এবং সাসিনীয় রাজবংশ সংস্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার পারস্যরাজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত যত্নবান হয়েন। রোম সম্রাটের সহিত আর্ডিসিরের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে পারস্য সাম্রাজ্য তৎকালে রোমের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

সৈন্যগণ অলেক্জাণ্ডর সিবিরসের প্রাণবধ করিয়া মাক্সিমিন্ নামক ভীমপরাক্রম মহা অসভ্য থ্রেস দেশীয় এক ব্যক্তিকে রাজ্যভার প্রদান করে। আফ্রিকাস্থিত সৈন্যগণ তাহাতে সম্মত না হইয়া গর্ডিয়ান নামক আর এক ব্যক্তিকে সম্রাট পদ-প্রদান করে। কিন্তু গর্ডিয়ান মাকসিমিনের সহিত যুদ্ধে অতি শীঘ্রই পরাভূত এবং নিহত হয়েন। তখন রোমের সেনেটরেরা মাক্সাইমস্ এবং বাল্বাইনস্ নামক দুই ব্যক্তিকে সাম্রাজ্য সমর্পণ করিলেন, এবং তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত গর্ডিয়ানের পৌত্র কনিষ্ঠ গর্ডিয়ানকে অপনাদিগের সহকারী করিয়া লইলেন। মাক্সিমিনের সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। কিন্তু প্রিটোরিয়ান সেনারা ইহার অল্পকাল পরে মাক্সাইমস্ এবং বালবাইনসের প্রাণবধ করিয়া তাঁহাদিগের সহকারী গর্ডিয়ানকে সাম্রাজ্যের একাধিপত্য প্রদান করিল। গর্ডিয়ান্ পারস্যের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় ফিলিপ নামক একজন আরবীয় লোক তাঁহার

সৈন্যাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিয়া আপনি সম্রাট হইলেন। ফিলিপের সময়ে রোমের আয়ুঃ সহস্র বর্ষ পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে তিনি ২৪৯ খৃষ্টাব্দে মহা সমারোহ করেন। কিন্তু সহস্র করিয়াও তিনি সকল লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেন না। তিনি ডিসিয়স নামক একজন সেনাপতির সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। ডিসিয়স রাজা হইয়াই দেখিলেন যে, গথ জাতীয়েরা ডেনিউব নদী পার হইয়া থ্রেসে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিলেন। কিন্তু পরিশেষে আপন সেনাপতি গালসের শঠতায় স্বয়ং সপুত্র নিহত হইলেন। গালস রাজা হইলে রোম সাম্রাজ্যে অতিশয় মারীভয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতি এমেলিয়ানস্ গথ জাতীয়দিগকে পরাজয় করিয়া আপনি রাজপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই আপন সৈন্যগণ কর্তৃক হত হইলেন। ২৫৩ খৃঃ। ইহার পর বালেরিয়ান্ নামক একজন সুবোধ ব্যক্তি রাজা হইয়া রাজকার্য্য সুশৃঙ্খল করিবার নিমিত্ত বিশিষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি পারস্য রাজা সেপরের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া বন্দীকৃত ও পরে নিহত হয়েন। ২৬০খৃঃ। কথিত আছে, তিনি সেপর কর্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেপর বালেরিয়ানের পৃষ্ঠদেশে পদার্পণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ও অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেন।

বালেরিয়ানের পর তাঁহার পুত্র গেলিয়েনস রাজা হইয়া কিয়ৎকাল রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না। কিন্তু একাকী তাঁহার যত্নে কি হইবে? সুবিস্তীর্ণ রোম-সাম্রাজ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বন্ধন সকল শ্লথ হইয়া পড়িতে লাগিল। ডেনিউব নদীর উত্তর হইতে গথেরা, রাইন নদীর পূর্ব্ব হইতে ফ্রাঙ্কেরা, ইউফ্রেটিসের পূর্ব্বপার হইতে পরাক্রান্ত পারসীকেরা, নিরন্তর উহার প্রতি আক্রমণ ও অত্যাচার করিতে লাগিল। আর প্রত্যেক প্রদেশেরই সৈন্যগণ যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সম্রাট পদবী প্রদান করিতে লাগিল; সুতরাং সমুদয় রোম সাম্রাজ্য একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এক সময়ে অন্যূন বিংশতি ব্যক্তি একেবারে সম্রাট পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই সময়টার ত্রিংশদ্ রাচারের রাজ্যকাল বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ এই সময়ে ত্রিশংব্যক্তি রাজপদ গ্রহণ করেন নাই। এথেন্স নগরে একবার ত্রিংশদ্ব্যক্তির শাসন সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই নামের অনুকরণেই পুরাবিদ্গণ এই সময়ের উক্তরূপ নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক,এই গোলমালের সময় তাহাদিগের মধ্যে ক্লডিয়স্ নামক এক ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে আপন প্রতিযোগিগণকে দমন করিয়া বিপক্ষ গথ, আলেমান, ভাণ্ডাল, বরগণ্ডীয়, ফ্রাঙ্ক, প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়দিগকে পুনঃ পুনঃ পরাভব

করিয়া পুনর্ব্বার রোম সাম্রাজ্যকে প্রবল করিয়া তুলিলেন।

ক্লডিয়সের উত্তরাধিকারী অরেলিয়ানের দ্বারা সেই কার্য্য আরও সুসিদ্ধ হইল। ২৬৮ খৃঃ। সিরিয়া দেশের মরুভূমির মধ্যভাগে একটী উর্ব্বর ক্ষেত্র আছে। পালমাইরা নগর সেই ক্ষেত্রমধ্যে অবস্থিত। অডে-নাথস নামক এক ব্যক্তি তথায় সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জিনোবিয়া নাম্নি তাঁহার পত্নী রোমীয় ও পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনার অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। লঞ্জাইনস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি জিনোবিয়ার একজন সভাসদ ও অমাত্য ছিলেন। অরেলিয়ান বহু যুদ্ধের পর জিনোবিয়াকে পরাভূত করিয়া রোমে লইয়া যান, এবং তথায় মহা আড়ম্বরপূর্ব্বক বিজয়সমারোহ করেন। অরেলিয়ানের পূর্ব্বে কোন সম্রাট রাজমুকুট ধারণ করেন নাই। ইনি তাহা ধারণ করাতে রোমীয়েরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! তখন রোমীয়দিগের স্বাধীনতার নাম মাত্রও ছিল না, তথাপি যিনি তাহাদিগের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, তিনি রাজোচিত ভূষণ পরিধান করাতে উহারা মনে মনে দুঃখিত হইল। মনুষ্যেরা চিরকালই বাহ্য দর্শনে ভুলিয়া থাকে। ফলে স্বাধীনতা থাকুক বা না থাকুক, উহার নামটী থাকিলেই যথেষ্ট হয়। অরেলিয়ানকে তাঁহার ভৃত্যেরা নষ্ট করে। ২৭৫ খৃঃ।

তাঁহার মৃত্যুর পর টাসিটস নামা এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। ইনি পারসীকদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া ককেসস পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাদৃশ পরিশ্রম সহ্য না হওয়াতে তিনি লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা ফ্লোরিয়ান সিংহাসনারোহণ করিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা তাঁহাকে নষ্ট করিয়া প্রোবস নামক অতি সচ্চরিত্র এবং ক্ষমতাবান এক ব্যক্তিকে রাজ্যভার অর্পণ করিল। প্রোবস ফ্রাঙ্ক, জর্ম্মণ, ভাণ্ডাল, বর্গণ্ডীয়, সার্ম্মেসীয়, গিটী, সুইভি, গথ এবং নিউবীয় প্রভৃতি লোক সকলকে পুনঃ পুনঃ পরাভব প্রদান করিয়া রোম সাম্রাজ্যকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত করিলেন। পারস্য সম্রাট নার্শেসকে ভয় প্রদর্শন করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করাইলেন, এবং সমুদায় সাম্রাজ্য উপশান্ত হইলে সৈন্যগণের দ্বারা নানা প্রকার সাধারণের হিতকর ব্যাপার সাধন করিতে লাগিলেন। প্রোবসের সেনাগণ ভগ্ন দেবমন্দির সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিতে লাগিল—বদ্ধ জলাশয় হইতে জলসেচন করিতে লাগিল—অতি প্রশস্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম সমুদায় প্রস্তুত করিতে লাগিল। কিন্তু এই সকল কার্য্যে তাহারা অতি শীঘ্রই বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং পরিশেষে অতি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া আপনাদিগের উৎকৃষ্ট মহীপতির প্রাণবধ করিল। কথিত আছে, প্রোবসই রাইন নদীর তীরে এবং হঙ্গেরি প্রদেশে উত্তম দ্রাক্ষা লতার কৃষি

প্রথম আরম্ভ করিয়া যান। ঐ সকল দেশে এক্ষণে অতি উত্তম দ্রাক্ষা ফল জন্মে। প্রোবসকে নষ্ট করিয়া সৈন্যেরা কেরস নামক এক জন যুদ্ধ বীরকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করে। কেরসপারস্ত রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়েন। হঠাৎ বিদ্যুৎপাত দ্বারা তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহারপুত্রদ্বয় ন্যুমিরিয়ানস এবং কোরিনস্ অত্যল্পকালের নিমিত্ত সম্রাট নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি শীঘ্রই নিহত-হয়েন, এবং ডাইওক্লিসিয়ান তভিধেয় এক ব্যক্তি ২৮৪ খৃষ্টাব্দে রোমের রাজাসন প্রাপ্ত হয়েন।

দশম অধ্যায়।

[ডাইওক্লিসিয়ান্—অগষ্টসদ্বয় এবং সীজরদ্বয়ের মিলিত রাজ্য—কনষ্টান্সাস—কন্ষ্টাণ্টাইন—জুলিয়ান—জোবিয়ান—বালেন্টিনিয়ান—গ্রোসয়ান—থিওডোসাস।]

ডাইওক্লিসিয়ান ডালমেসিয়া প্রদেশে অতি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি অল্প বয়সেই সৈনিককার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনার অনালস্য, সুবুদ্ধি এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতাগুণে ক্রমে ক্রমে উন্নতপদ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সম্রাট পদবী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সম্রাট হইয়াই প্রথমে প্রিটোরিয়ান্ সেনাগণের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিলেন। পরে মাক্সিমিলিয়ান্ নামক এক জন বিচক্ষণ সৈনিক পুরুষকে নিজ সহকারিতায় নিযুক্ত

করিয়া তাঁহাকে মিলান নগরে অবস্থাপিত করিলেন, এবং আপনি এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত নাইকোমিডিয়া নামক নগরে গিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। আবার কিছু কাল পরে দুই জনেও তাদৃশ বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া ডাইওক্লিসিয়ান্, গেলিরিয়স্ এবং কনষ্টানস্তস্ নামক আর দুই ব্যক্তিকে আপনাদিগের সহকারিত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই চারি জনের মধ্যে প্রধান দুই জনের উপাধি অগষ্টস্ এবং অপ্রধান দুই জনের উপাধি সীজর হইল। ডাইওক্লিসিয়ানের নিজকর্তৃত্বাধীনে এসিয়া মাইনর রহিল। তাঁহার সহকারী গেলিরিয়স্, ডেনিউব নদীর তীরবর্ত্তী সমুদয় দেশ এবং থ্রেস প্রদেশের শাসন করিতে লাগিলেন। আর ইটালী এবং আফ্রিকা মাক্সিমিলিয়ানের অধিকার হইল। তাঁহার সহকারী কনষ্টান্স্যাস্, বৃটেন্, গল, স্পেন্ এবং মরিটেনিয়ার শাসন ভারপ্রাপ্ত হইলেন। রাজশক্তি এইরূপে বিভক্ত হইল বটে, কিন্তু ডাইওক্লিসিয়ানের হস্তে সর্ব্বকর্তৃত্বভার থাকায় সাম্রাজ্যটী তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল না। তিনি নাইকোমিডিয়া নগরে রাজধানী সংস্থাপন করত এসিয়া খণ্ডের ভূপালবর্গের চিরপ্রচলিত রীতির অনুগামী হইয়া অতি বহ্বাড়ম্বর সহকারে রাজ্য করিতে লাগিলেন। ৩০৩ খৃষ্টাব্দে চারিজন অধিরাজ একদা রোমে মিলিত হইয়া কি প্রকারে দিন দিন বর্দ্ধমান খৃষ্ট ধর্ম্মের সমূল উচ্ছেদ করিবেন, ইহার পরামর্শ করি-

য়া খৃষ্টানদিগের উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রায়ই উৎপীড়নদ্বারা উদয়োন্মুখ কোন নূতন ধর্ম্ম-প্রণালীকে বিনষ্ট করা যায় না। নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মাত্রেরই অন্তঃকরণে স্বধর্ম্মের প্রতি অতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকে, সুতরাং সেই ধর্ম্মের জন্য ইহলোকে যত ক্লেশ পাওয়া যাইবে, পরকালে ততই শুভ হইবে, এমত বিশ্বাস হয়। যাহা হউক, ডাইওক্লিসিয়ান যে কোন প্রকারে রোম-সাম্রাজ্য দৃঢ় হয়, সেই জন্যই ঐ সকল চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। পরে ৩০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছাতঃ নিজ অধিকার পরিত্যাগ করিলেন, এবং সহকারী মাক্সিমিলিয়ানকেও তাঁহার রাজপদ পরিত্যাগ করাইয়া নিজ জন্মভূমি ডাল্মেসিয়ার অন্তর্গত সালোনা নগরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় স্বহস্তে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করত তিনি যে সন্তোষসুখ উপলব্ধ করিয়া-ছিলেন, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া কদাচিৎ সে সুখের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ডাইওক্লিসিয়ান এবং মাক্সিমিলিয়ান্ উভয়ে রাজপদ পরিত্যাগ করিলে কনষ্টান্সস্ এবং গেলিরিয়স্ অগষ্টস্ উপাধি গ্রহণ করি-লেন, আর সেবিরস্ এবং মাক্সিমাইনস্ নামক আর দুই জন ব্যক্তি তাঁহাদিগের পূর্ব্বস্থানীয় হইয়া সীজর পদবী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কনষ্টাণ্টাইন নামক কনষ্টান্সসের পুত্র আপন পিতার বিয়োগ হইলে তাঁহার সৈন্যগণকে হস্তগত করিয়া, বহু বিবাদের পর আপনি সমুদায় সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। ৩২৩ খৃঃ।

কনষ্টাণ্টাইন্ খৃষ্ট ধর্ম্মের পক্ষ ছিলেন। খৃষ্টান গ্রন্থকারেরা বলেন যে, একদা নভোমণ্ডলে একটী ক্রুশের আকার ও তদুপরি "ইহা দ্বারাই জয়ী হইবে" এই-রূপ লিপি দেখিয়াই তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস হয়। আর এক সময়ে তাঁহার সৈন্যগণ জলাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিল, এমত সময়ে কতকগুলি ধর্ম্মিষ্ঠ খৃষ্টান প্রভুর নিকট জল প্রার্থনা করাতে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইয়াছিল। এতাদৃশ অলৌকিক ব্যাপার যাঁহার প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহার অবশ্যই তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে, তজ্জন্য কেহ তাঁহার নিন্দা করিতে পারেন না। মনুষ্য-সাধারণতঃ আপন বুদ্ধিশক্তির অনুসারে কোন্ বিষয় বিশ্বাস্য আর কোন্ বিষয় অশ্রদ্ধেয়, তাহা নিরূপণ করে। কিন্তু প্রত্যক্ষই সকল বিশ্বাসের মূল, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের শিরোবর্ত্তী; সুতরাং যাঁহারা অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা সামান্য বুদ্ধির অগম্য বিষয়েও অবশ্য বিশ্বাস করিতে পারেন। যাহা হউক, কনষ্টাণ্টাইনকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী-দিগের এক প্রকার গুরু বলিলেও হয়। কারণ সেই সময়ে এরিয়স্ নামে একজন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, যিশুখৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত একজন জ্ঞানবান মনুষ্য মাত্র; তাঁহাকর্ত্তৃক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই জন্যই তিনি গুরু বলিয়া মান্য হইতে পারেন। কিন্তু

আথানেসিয়স্ নামা একজন প্রধান যাজক এই মতের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া য়িশু যাহাতে স্বয়ং ঈশ্বরাবতার বলিয়া সিদ্ধ হয়েন, এমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টাইন্ আথানেসিয়সের মতের পোষকতা করেন এবং নীস্ নগরীয় খৃষ্টান যাজক সভাতে (৩২৫ খৃঃ) তাহা একেবারে সপ্রমাণ করিয়া লইয়াছিলেন। অদ্যাপি আথানেসিয়সের মতই প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কনষ্টাণ্টাইন রোম নগর হইতে বাইজান্সিয়ম নগরে আসিয়া রাজধানী সংস্থাপিত করেন। সেই অবধি উক্ত নগরের নাম কনষ্টাণ্টিনোপল হয়।

কনষ্টাণ্টাইন আপন পুত্রদিগকে সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান। ৩৩৭ খৃঃ। অনেকানেক বিবাদের পর তাঁহার অন্যান্য পুত্রগুলি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইল। পরিশেষে কেবল জ্যেষ্ঠ কনষ্টানস্যাস সমুদায় রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং এরিয়সের মতাবলম্বীদিগকে নির্ভয়ে নিষ্পীড়ন করিতেন। ইহাঁর পরে ইহাঁর ভগিনীপতি জুলিয়ান রাজা হয়েন। জুলিয়ান পূর্ব্বে খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু রাজা হইয়া তিনি পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এই জন্য খৃষ্টানেরা তাঁহাকে স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। জুলিয়ান অনেক পড়াশুনা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্ববিষয়ে জগদ্বিখ্যাত আণ্টো-

নাইনসের অনুকরণ করিয়া চলিতেন। জুলিয়ানের অত্যন্ত চেষ্টা ছিল যে, পুনর্ব্বার সাম্রাজ্যে প্রাচীন রোমীয় ধর্ম্ম প্রবল হয়। কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ জোবিয়ান নামক এক জন সেনানীকে সম্রাট উপাধি প্রদান করিল। জোবিয়ান খৃষ্টানদিগের পক্ষ হইয়া পূর্ব্ব নরপতি জুলিয়ানের প্রচারিত কঠিন নিয়ম সকল রহিত করিয়া দিলেন। জোবিয়ানের মৃত্যু হইলে বালেণ্টিনিয়ান রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আপন ভ্রাতা বালেনস্‌কে পূর্ব্বদিকের অধিকার দিয়া আপনি পশ্চিমদিগ্‌বাসী বন্যজাতীয়দিগের সহিত নিরন্তর যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিলেন। বালেন্স এরিয়সের মতাবলম্বী ছিলেন এবং অপর সকল খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মূলধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্নসম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে যেমন দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মে, পরস্পর বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও তাদৃশ দ্বেষভাব থাকে না। বালেন্স অন্যান্য প্রকারের খৃষ্টানদিগের উপর যত দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন, প্রাচীন রোমীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি তেমন নিষ্ঠুরতাচরণ করেন নাই। বালেন্স গথদিগের হস্তে যে প্রকারে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাহার বিবরণ এই।—বর্ত্তমান চীনতাতার এবং স্বাধীনতাতার নামক

বিস্তৃত ভূভাগে সেকালে অনেক ভয়ঙ্কর বন্যজাতীয় লোক বাস করিত। মৃগয়া এবং পাশুপাল্যই তাহাদিগের জীবনোপায় ছিল। কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগেরই মধ্যে হন্ নামক এক জাতি পশ্চিম দিকে পলাইয়া যায়। তাহাতে নীপর এবং ডেনিউব নদীর মধ্যবর্ত্তী অষ্ট্রোগথ জাতীয় লোকেরা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া আরও পশ্চিমাভিমুখে যায়। সেই হেতু ডেনিউব নদীর উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী বিসিগথেরা পরিচালিত হয়, এবং ইহারাই বালেন্স রাজার নিকট আপনাদিগের বাসোপযুক্ত স্থান যাজ্ঞা করে। বিসিগথেরা ডেনিউব নদী উত্তীর্ণ হইয়া আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং এড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে সসৈন্য বালেন্স নরপতিকে বিনষ্ট করিল। ৩৭৮ খৃঃ।

এ দিকে বালেন্টিনিয়ানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র গ্রসিয়ান্ রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া জর্ম্মাণ, আলেমান প্রভৃতি জাতির সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি গথদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র খুল্লতাত বালেন্সের সাহায্যে গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে বালেন্সের মরণবার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে থিওডোস্যস্ নামা একজন স্পেন দেশীয় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অগষ্টস উপাধি প্রদান করিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রেরণ করিলেন। থিওডোস্যস্ অনেক যুদ্ধ করিয়া গথদিগকে পরাভূত করিলেন, এবং পরিশেষে আপনি কোন অধর্ম্মা-

চরণ না করিয়াও সমুদায় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু এরিয়সের মতাবলম্বী এবং অবশিষ্ট প্রাচীন রোমীয় ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে অত্যন্ত পীড়া দিয়াছিলেন। ইনি ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে রোম রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পুত্রকে দুই দিকের রাজ্যাধিকার দিয়া পরলোকে যান।

একাদশ অধ্যায়।

[আর্কেডিয়স্ এবং হোনোরিয়স্—আলারিক—আটিলা—তৃতীয় বালেন্টিনিয়ান্—রিসিমর—রমুলস অগষ্টুলস—উপসংহার।]

থিওডোস্যসের জ্যেষ্ঠপুত্র আর্কেডিয়স্ পূর্ব্বরাজ্যের এবং কনিষ্ঠ হোনোরিয়স্ পশ্চিম রাজ্যের রাজা হইলেন। ইহাঁদিগের রাজ্যের বিভাগ যেরূপ হইয়াছিল, তাহা সামান্যতঃ এই বলিলেই বোধ হইতে পারে যে, বিংশতি সংখ্যক পূর্ব্ব দ্রাঘিমা রেখার পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ পশ্চিম রাজ্য সম্ভুক্ত হইয়াছিল। এবং তাহার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ পূর্ব্বরাজ্য সম্ভুক্ত হইয়াছিল। হোনোরিয়স্ এবং আর্কেডিয়স্ উভয়েই অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা মৃত্যুকালে ষ্টিলিকো এবং রুফাইনস্ নামক দুই ব্যক্তির প্রতি দুই রাজ্যের সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিয়া যান। ষ্টিলিকো একজন অসাধারণ লোক ছিলেন—তাঁহার যুদ্ধনৈপুণ্যও যেমন ছিল, তাঁহার প্রজাপালনের রীতিও তেমনি উত্তম ছিল।

তাঁহার গুণেই পশ্চিম রাজ্য কিয়ৎকাল রক্ষা পাইয়াছিল। নচেৎ পূর্ব্বরাজ্যের সম্রাট আর্কেডিয়সের প্রেরিত আলারিক নামক গথ্ জাতীয়দিগের রাজা এবং রাডাগেস্যস্ নাম ও অপর এক জন সেই জাতীর মহীপাল যে বিপুল সৈন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া ইটালী প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সেই উদ্যমেই রোম রাজ্য বিনষ্ট হইয়া যাইত। রাডাগেস্যস্, ষ্টিলিকো কর্ত্তৃক পরাভূত এবং নিহত হইলেন। আলারিক উপর্য্যুপরি চারি বার ইটালী আক্রমণ করেন। প্রথম দুইবার তিনি অধিক ক্ষতি করিতে পারেন নাই। কিন্তু নির্ব্বোধ হোনোরিয়স্ ষ্টিলিকোর প্রাণবধ করিলে পর আলারিক পুনর্ব্বার আসিয়া রোমনগর অধিকার করেন। ৪১০খৃঃ। তৃতীয়বারে তাঁহার সৈন্যগণ রোমনগর বিলুণ্ঠিত ও স্থানে স্থানে অগ্নিদান দ্বারা তাহার কিয়দংশ ভস্মসাৎ করে। হোনোরিয়সের এবং আর্কেডিয়সের মৃত্যু হইলে তৃতীয় বালেন্টিনিয়ান এবং দ্বিতীয় থিওডোস্যস তাঁহাদিগের রাজ্যে রাজা হইলেন। তৃতীয় বালেন্টিনিয়ান্ হোনোরিয়সের ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁহার মাতা প্লাসিডিয়া পুত্রের নামে স্বয়ং সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্লাসিডিয়ার সেনাপতি ইস্যস একজন সক্ষম কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি লোক ছিল। সে আফ্রিকা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বোনিফেস্যসের প্রতি আপন স্বামিনীর সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। সেই হেতু বোনিফেস্যস্ বিরক্ত এবং ভীত

হইয়া বাণ্ডাল নামক অসভ্য জাতিকে আহ্বান করে। বাণ্ডালরাজ জেন্সরিক তৎক্ষণাৎ স্পেন হইতে গিয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হইলেন। তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও বোনিফেস্যস আর তাঁহাকে প্রতিগমনে সম্মত করিতে পারিল না।

হুন নামক এক মোগল জাতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে আগমন করত হঙ্গেরী প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা আপনাদিগের রাজা আটিলা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পশ্চিম রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। আটিলা অতি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিল। প্রাণীবধে, নগর প্রধ্বস্ত করণে ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রাদি দগ্ধ করায় তাহার বিশিষ্ট আমোদ ছিল। বস্তুতঃ তাহাকে সংহারমূর্ত্তি রুদ্রদেবের অবতার বিশেষ বলিয়া বর্ণন করিলেও করা যায়। লোকে বলিত যে, যে ভূমি আটিলার অশ্ব ক্ষুরাগ্র ক্ষত হয়, তথা তৃণাদি কিছুই জন্মে না। আটিলা বিকট দর্শন হন, জিপাইডি, হেরুলী, সুইবী প্রভৃতি বিবিধ অসভ্য জাতীয় অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া যেমন ঝঞ্ঝাবায়ু সম্মুখস্থিত অট্টালিকা গৃহ বৃক্ষাদি সমুদায় বিনষ্ট করিয়া যায়, সেইরূপে গল প্রদেশ পর্য্যন্ত আগমন করিল। তথায় রোমান-সেনাপতি ইস্যস্ এবং বিসিগথদিগের রাজা থিয়োডোরিক তাহার সহিত যুদ্ধ করিলেন। থিয়োডোরিকের সাহস এবং ইস্যসের কৌশল মিলিত

হওয়াতে আটিলা পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রস্থান করিল। এই যুদ্ধকে শালন্সের যুদ্ধ বলে। ৪৫১ খৃঃ।

কিন্তু আটিলা পরবর্ষেই আবার ইটালি আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার ভয়ে অনেক লোক পলায়ন করিয়া আড্রিয়াটিক্ সাগরের কতিপয় দ্বীপে গিয়া বাস করে। তাহাতেই বর্ত্তমান বিনিস নগরের প্রথম সূত্রপাত হয়। রোম সম্রাট তৃতীয় বালেণ্টিনিয়ান আটিলাকে যথেষ্ট অর্থদান করিয়া প্রতিগমনে সম্মত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সম্রাট স্বহস্তে আপন সুযোগ্য সেনাপতি ইস্যসের প্রাণবধ করেন; কিন্তু অত্যল্প দিবসের মধ্যেই স্বয়ং হত হয়েন। মার্সিয়ানস্ নামক এক ব্যক্তি রাজা হইলেন এবং পূর্ব্ব সম্রাটের পত্নী য়ুডোক্সিয়াকে বিবাহ করিলেন। কথিত আছে, য়ুডোক্সিয়া বাণ্ডাল-[illegible]জ জেনসরিক্‌কে ইটালীতে আহ্বান করেন। তিনি [illegible]নক রণতরীযোগে রোমে উপস্থিত হইয়া সেই নগর [illegible]ন ও মার্সিয়ানসের প্রাণবধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে রিসিমর নামক একজন সেনানী অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া স্বেচ্ছাতঃ একে একে বহু ব্যক্তিকে রাজাসন প্রদান করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মেজো-রিয়ান নামে একজন রাজা সমধিক ক্ষমতাশালী হইয়া আফ্রিকা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে অ[illegible] মিয়স নামে আর একজন রাজা পূর্ব্ব রাজ্যের সম্রাট লিয়োর সহায়তায় কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়াছিলেন। কিন্তু

রিসিমরের সহিত বিবাদ করিয়া তিনিও বিনষ্ট হয়েন। ইহার পর রিসিমরের মৃত্যু হয়। তাহার কিয়ৎকাল পরে রমুলস অগষ্টুলস নামে একটী অল্পবয়স্ক অক্ষম ব্যক্তি নিজ পিতা অরেষ্টিসকর্ত্তৃক রোমের সিংহাসনে অধিষ্ঠাপিত হয়েন। কিন্তু অসভ্য জাতীয় সেনাগণ তাঁহার স্থানে প্রার্থনানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহারা ওডোয়াসর নামক হেরুলী জাতীয়দিগের রাজাকে রাজ্য প্রদান করিল। রমুলস অগষ্টুলস তাঁহার ভৃতিভুক্ হইয়া স্বেচ্ছাতঃ রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যাপার ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। সেই অবধি রোমীয় পশ্চিম সাম্রাজ্যের শেষ হইল।

অতঃপর কেবল পূর্ব্ব রোমরাজ্য বিদ্যমান রহিল। এই রাজ্যও ক্রমশঃ ক্ষীনবল ও অঙ্গহীন হইতে থাকে। অবশেষে ১৪৫৩ খৃঃ অব্দে তুর্কীজাতীয়েরা ইহার রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল নগর অধিকার করিয়া ল[illegible] তদবধি পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যও লোপ প্রাপ্ত হয়।

এই অধ্যায়ে যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইল, তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে যে, রোম সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই প্রাচীন রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সমুদয় দেশের ধর্ম্মপ্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে যে দেশে যে জাতীয় লোক বাস করিত, ক্রমে তাহারাও নষ্ট হইয়া নূতন নূতন জাতি তথায় অব-